25th Anniversary of IIUC-2022

مهرجان الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ على مرور ٢٥ عاما

مهرجان الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ على مرور ٢٥ عاما

25th

IIUC

Anniversary
2022

IIUC

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

International Islamic University Chittagong

مهرجان الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ على مرور ٢٥ عاما

25th

IIUC

Anniversary
2022

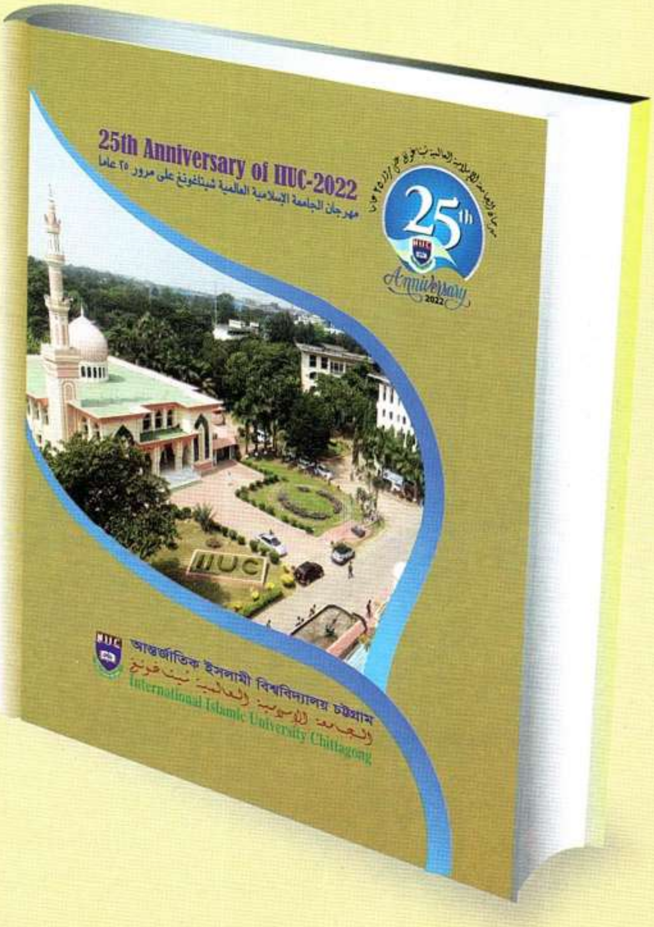
25th Anniversary of IIUC-2022
مهرجان الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ على مرور ٢٥ عاما
25th Anniversary 2022
IIUC
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ
International Islamic University Chittagong

IIUC

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ
International Islamic University Chittagong

স্মারক (বাংলা)
আইআইইউসি ২৫ বছর পূর্তি উৎসব
২৯ অক্টোবর, ২০২২

তত্ত্বাবধানে
মোহাম্মদ খালেদ মাহমুদ
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ
এবং চেয়ারম্যান, প্রেস, মিডিয়া, পাবলিকেশন এন্ড এডভার্টাইজমেন্ট কমিটি
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

২৫ বছর পূর্তি উৎসব স্মারক উপকমিটি (বাংলা)

ড. মোহাম্মদ রিয়াজ মাহ্‌মুদ	আহবায়ক
মোহাম্মদ এমদাদ হোসেন	সদস্য
ড. মো: শরীফুল হক	সদস্য
মোহাম্মদ ছরওয়ার আলম	সদস্য
মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ	সদস্য
মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান	সদস্য সচিব

ডিজাইন
সামস ক্রিয়েশন

মুদ্রণে
দি আর্ট প্রেস
মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৭৬০৯৮৮

প্রকাশনায়
প্রেস, মিডিয়া, পাবলিকেশন এন্ড এডভার্টাইজমেন্ট কমিটি
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

আইআইইউসি ২৫ বছর পূর্তি উৎসব ২০২২
স্মারক (বাংলা)

সূচি

বাণীসমূহ	০৫-২৮
সম্পাদকীয়	২৯
বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, আইআইইউসি	৩০-৩২
মরহুম প্রতিষ্ঠাতাদের তালিকা	৩৩-৩৫
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিদেশী অতিথিদের তালিকা	৩৬-৪৮
এক নজরে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম - মোহাম্মদ ছরওয়ার আলম	৪৯-৫১
আইআইইউসি প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা - প্রফেসর ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ	৫২-৬০
আইআইইউসি'র ২৫ বছর পূর্তি উৎসবে প্রদত্ত অভিভাষণ - প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী	৬১-৬৬
২৫ বছরে আইআইইউসি'র অর্জনসমূহ: একটি পর্যালোচনা - প্রফেসর ড. মো: নাজমুল হক নদভী	৬৭-৭১
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম : ভবিষ্যত পরিকল্পনা - ড. মোহাম্মদ রিয়াজ মাহ্‌মুদ	৭২-৭৮
শিক্ষা বিস্তার ও দক্ষ মানবসম্মদ উন্নয়নে আইআইইউসি'র ভূমিকা - ড. মো: শরীফুল হক	৭৯-৮২
গবেষণায় এগিয়ে আইআইইউসি - প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান খান	৮৩-৮৪
আইআইইউসি'র নিয়মিত প্রকাশনাসমূহ	৮৫
নারী শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে আইআইইউসি - রিজিয়া রেজা চৌধুরী	৮৬-৮৭
কাতার সেন্ট্রাল লাইব্রেরি আইআইইউসি - মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	৮৮-৯০
আইআইইউসি : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জল পাদপীঠ - মোহাম্মদ এমদাদ হোসেন	৯১-৯২
আইআইইউসি : নিসর্গঘেরা আধুনিক ক্যাম্পাস - মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ	৯৩-৯৬
IQAC-IIUC: ভবিষ্যত পরিকল্পনা - প্রফেসর ড. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন	৯৭-১০০
মোর‌্যালিটি ডিভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (MDP): আইআইইউসি - মোহাম্মদ আমিন নদ্‌ওয়ী	১০১
বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের আস্থার ঠিকানা আইআইইউসি - মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান	১০২-১০৫
দেশী-বিদেশী প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত	১০৬-১১৬
পিএইচডি ডিগ্রীধারী আইআইইউসি এ্যালামনি	১১৭-১২৩
শিক্ষক - আইআইইউসি এ্যালামনি	১২৪-১৩৩
বিদেশী পত্র পত্রিকায় আইআইইউসি সংবাদ	১৩৪-১৩৬
এ্যালবাম : ফিরে দেখা ২৫	১৩৭-১৫৭
নিউজ কোলাজ	১৫৮-১৬১
২৫ বছর পূর্তি উৎসব উদযাপন কমিটি	১৬২-১৬৭

مهرجان الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ على مرور ٢٥ عاما
25th
IIUC
Anniversary
2022

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আইআইইউসি) প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তিতে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জাতি গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম মৌলিক বুনিয়াদ হিসেবে কাজ করছে। দেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রসারে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালসমূহকেও যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাদান এবং গবেষণার মানোন্নয়ন ও ক্ষেত্র সম্প্রসারণে এগিয়ে আসতে হবে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে উচ্চশিক্ষার প্রসারে যে অবদান রেখেছে তা প্রশংসনীয়। আমি আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে উচ্চতর শিক্ষায় সমৃদ্ধ একটি জ্ঞানভিত্তিক ও কল্যাণময় সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে যোগ্য অংশীদার হবে।

আইআইইউসি'র রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পদচারণায় প্রাণবন্তও উৎসবমুখর হয়ে উঠবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। সকলের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য এ আয়োজন হয়ে উঠুক আরো রঙিন ও সফল - এ কামনা করছি।

আমি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ আবদুল হামিদ)

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম- এর ২৫ বছর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্নাতক ছাত্র-ছাত্রী, তাঁদের পিতা-মাতা, বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী, অনুষদ সদস্য এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা দর্শনের আলোকে আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এর সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের সরকারের বিগত সাড়ে ১৩ বছরে গৃহীত বিভিন্ন সময়োপযোগী উদ্যোগের ফলে শিক্ষা খাতে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আমাদের সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০' এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করতে 'বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭' প্রণয়ন করেছে। উচ্চশিক্ষার সুবিধা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে দেশে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বহুলাংশে বাড়ানো হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকার উচ্চ শিক্ষার মান উন্নত করতে এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য উচ্চশিক্ষার জন্য 'কৌশলগত পরিকল্পনা: ২০১৭-২০৩১' গ্রহণ করেছে। শিক্ষাদান, শিখন এবং গবেষণায় একাডেমিক উদ্ভাবনীকে গুরুত্ব প্রদান করে উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য 'হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট' বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃজনশীলতা ও গবেষণার উন্নয়নের জন্য একটি একাডেমিক উদ্ভাবনী তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য 'বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক' প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের প্রভাব কাটিয়ে শিক্ষার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে আমরা প্রযুক্তিনির্ভর, আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছি। আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে, বিশেষ করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR) মাথায় রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)- এর ৪ নম্বর লক্ষ্য 'মানসম্মত শিক্ষা' অর্জনের জন্য আমাদের সরকার সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ প্রদান, নারী-পুরুষ-প্রতিবন্ধী শিশু, আদিবাসীদের শিক্ষার বৈষম্যের অবসান ঘটানো, শিক্ষা সম্প্রসারণ ইত্যাদি কর্মসূচি সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে প্রতিপালন করছে।

আমি আশা করি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম রজতজয়ন্তীর এই শুভক্ষণে শিক্ষার্থীদের উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন এবং মানবিক কল্যাণবোধে উজ্জীবিত করে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে এবং পাঠদান, শিখন ও গবেষণার গুণগত মান বাড়িয়ে উচ্চশিক্ষায় আমাদের সরকারের 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। আমি বিশ্বাস করি, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত জ্ঞান, মেধা ও সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখবে।

আমি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম- এর রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা, এম.পি)

বাণী

ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আমি ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষার সুষ্ঠু সমন্বয়ের স্বপ্ন নিয়ে **১৯৯৫** সালের **১১** ফেব্রুয়ারি বন্দর নগরী চট্টগ্রামে এই বিশ্ববিদ্যালয় তার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আর্ন্তজাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ইতোমধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পঠন-পাঠন, উচ্চতর গবেষণা ও একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুগোপযোগী শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাসহ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমান সরকার উচ্চশিক্ষার প্রসার ও গুণগত মান সংরক্ষণে অত্যন্ত আন্তরিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানব সম্পদ রূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এই লক্ষ্যে গৌরবময় ভূমিকা পালন করছে।

চারিদিকে যখন জ্ঞানের বিশ্বায়ন ঘটছে তখন আমাদের মেধা ও যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম সেই প্রতিযোগিতায় নিজেদের স্থান নিশ্চিত করতে পারবে বলে আমরা আশা রাখি। ভারত, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, চীন, সোমালিয়া, সুদান, ইথিওপিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন। আগামীতে সাফল্যের এই মুকুট আরো সুশোভিত হবে বলে আশা করা যায়।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও কর্মপ্রণালী দ্বারা সন্ত্রাস, মাদক, জঙ্গীবাদ ও নকলমুক্ত পরিবেশে শিক্ষা বিস্তার ও গৌরবময় ঐতিহ্য বিনির্মাণে সতত সচেষ্ট জেনে আমরা আনন্দিত। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে পেশাগত জীবনে মেধা ও জ্ঞানের অব্যাহত চর্চার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

আমি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের সামগ্রিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এম.পি)

বাণী

ড. হাছান মাহমুদ, এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। এদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ অদ্যম গতিতে এগিয়ে চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশের শিক্ষাখাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সাইন্স এন্ড আইসিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সৃজনশীলতায় উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একাডেমিক ইনোভেশন ফান্ড থেকে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড এডুকেশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সংযুক্ত থেকে আরো সমৃদ্ধ হবার সুযোগ পাচ্ছে। বিগত দুই যুগ ধরে সমাজের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশে বিদেশে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনুসরণীয় অবদান রেখে চলেছেন। দেশের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাফল্যের অংশীদার হতে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের আশাবাদ। উচ্চতর নৈতিক মান অর্জনের পাশাপাশি অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমান সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প ২০৪১' এর বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন বলে আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

আমি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট সকলের মঙ্গল কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. হাছান মাহমুদ, এম.পি)

বাণী

সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আইআইইউসি) প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থী, অভিভাবকবৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তারে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে এবং জাতি গঠনে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। ১৯৯৫ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে আইআইইউসি যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানে ব্রতী হয়ে দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে জেনে প্রীত হলাম। মানসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উন্নত নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এই বিশ্ববিদ্যালয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দিকে অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা 'রুপকল্প ২০৪১' - এর মাধ্যমে প্রিয় মাতৃভূমিকে বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। পদ্মা সেতু প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন, মেট্রোরেল প্রকল্পের সমাপ্তি, বঙ্গবন্ধু টানেল নির্মাণ, ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন ইত্যাদি বর্তমান সরকারের বিশাল সাফল্যগাথার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। আমি আশা করি, সরকারের গণমুখী প্রচেষ্টাসমূহ সফল করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর শিক্ষার্থীবৃন্দ তাঁদের নিবেদন ও মেধা সংযুক্ত রাখবেন।

আমি আরও আশা করি, তাঁরা মহান মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনায় উজ্জীবিত হয় একটি অসাম্প্রদায়িক ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের ব্রত নিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর ২৫ বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠানের সকল আয়োজনের আমি সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

(সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম.পি)

বাণী

মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এম.পি.
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চট্টগ্রামের সবচেয়ে বৃহদায়তন এবং দেশের অন্যতম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আইআইইউসি) প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তিতে আমার অভিনন্দন রইল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আমাদের দেশকে উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে নেয়ার জন্য শিক্ষিত জনবলের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সুশিক্ষিত নাগরিক দেশের সম্পদ। আর এই সুশিক্ষিত নাগরিক তৈরিতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

আমি আশা করছি, আর্ন্তজাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের উচ্চতর শিক্ষায় সমৃদ্ধ ও দক্ষ নাগরিক উপহার দিবে। দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাদীপ্ত এই সরকারের সকল উদ্যোগে এই বিশ্ববিদ্যালয় অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি আশা করি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম শুধু রজতজয়ন্তী নয়, শত সহস্র বছর উদযাপন করুক সে কামনা রইলো।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আইআইইউসি) এর সম্মানিত সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সার্থক হোক, সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এম.পি)

বাণী

মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.
মাননীয় উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৈতিকতার সাথে উৎকর্ষের সম্মিলন প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় নিয়ে দেশ-বিদেশের এক ঝাঁক বিদ্যোৎসাহীর সাহসী নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম তার পথচলা শুরু করে। বন্দর নগরী চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির খ্যাতি ইতোমধ্যে দেশের সীমা অতিক্রম করে বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছে। স্বপ্নযাত্রার এই প্রান্তিকে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ২৫ বৎসর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি সবিশেষ আনন্দিত।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশে উচ্চশিক্ষার প্রসারে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। আমরা নতুন নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। স্নাতক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে ''প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট'' ফান্ড গঠন করা হয়েছে। যার ফলে দেশে উচ্চশিক্ষার হার ও মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বহমান বৈশ্বিক পরিমন্ডলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে মেধা, মনন ও সৃজনশীলতার বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম থেকে ডিগ্রী অর্জনকারী শিক্ষার্থীরা সে প্রতিযোগিতায় সার্থকতা লাভ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই বিদ্যাপীঠের মেধাবী শিক্ষার্থীরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে মানবিক মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতা দিয়ে সর্বদা দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিবেদিত হবেন বলে আমাদের আশাবাদ।

জয়ন্তী উৎসব যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। নবীন প্রবীণের এই মিলনমেলা একদিকে শিক্ষার্থীদের সাফল্য ও অর্জনের স্বীকৃতির সুযোগ, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক কর্মকান্ডের মূল্যায়নের আয়োজন।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের এই মাহেন্দ্রক্ষণে সকল শিক্ষার্থী, তাঁদের অভিভাবক, সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী, কর্মকর্তা কর্মচারীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সবার প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি)

বাণী

এ কে এম এনামুল হক শামীম, এম.পি.
মাননীয় উপমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আইআইইউসি) প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তিতে রজতজয়ন্তী উদযাপনের আনন্দঘন ক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বর্তমান সরকার দেশের শিক্ষাখাতের উন্নয়নকে সবসময় অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে নতুন নতুন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগকে স্বাগত জানানোর কারণে আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ অধিক সহজতর হয়েছে। সরকারের উপবৃত্তি প্রদান, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন, বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি, দেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধিসহ বর্তমান সরকারের বহুমুখী দূরদর্শী পদক্ষেপের ফলে দেশের শিক্ষাখাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একটা শৃংখলা ও জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসায় নিজস্ব ক্যাম্পাস গড়ে তোলা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সুনিশ্চিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২৫ বছর ধরে এই শিক্ষাসহায়ক পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখেছে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর সার্বিক উন্নয়ন কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ কে এম এনামুল হক শামীম, এম.পি)

Message

Deputy Minister of Education
Ministry of Education,
Culture and Higher Education
Southwest State of Somalia

It is my pleasure to congratulate the entire family of International Islamic University Chittagong as it is celebrating today the 25th anniversary of the University.

It was late 2008 when I and other Somalian colleagues get admitted to the University through the scholarship of Islamic Development Bank (IDB), which I am so privileged and humbled to receive and sponsored me thoughout my study journey at IIUC. Initially I enrolled in the Department of Computer and Communication Engineering. Later on I got tranferred to the Department of Electronic and Telecommunications Engineering (ETE). I'd like to take this opportunity to thank my teachers in ETE Department including Professor Razu Ahmed, Mr. Isma'il Chowdhury, and late Abddalla Masud (May allah grant him in Jannah) and all those who, with their hard work, talent, or ordinary human kindness, contributed to the development of our university every day.

In fact, this stage of today couldn't be reached. It is a combined efforts and dedication of the university higher authority, professors, academic teachers, administrative staff, retired employees, and especially, by the great number of students and graduates. I am convinced that without the talent, creative work, and commitment of a wide group of people, the University would not have been able to make it the best private university in Chittagong, Bangladesh. I want to thank these people greatly today. In addition to that, I am also expressing my deepest appreciation to Staff Development & Student's Welfare Division for giving us a proper guidance and helping us during our stay and difficult times in Bangladesh.

Let us also gratefully remember all those international partners of the IIUC, who are present here today, and whose support at this university not only contributed to its development but also changed and shaped its campus.

At the end, as a graduate student from IIUC, I confirm that graduates were equipped with academic excellence, knowledge, skills and the ability to think beyond their study areas, and thus we became successful young leaders for global community.

Engr. Abdifatah Isak Mohamed

বাণী

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যার অবারিত এবং অগণিত নেয়ামত আমাদেরকে প্রতিনিয়ত ঘিরে রেখেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তিনি এক - অদ্বিতীয়, আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসূল। দরুদ পেশ করছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবারবর্গ, তার সাহাবাগণের প্রতি।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর অতিক্রম করেছে। যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠার পিছনে ভূমিকা রেখেছেন তাদের অনেকেই গত হয়ে গিয়েছেন এবং অনেকে বেঁচে আছেন। আমি সবার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমিএ প্রতিষ্ঠানটির নির্মাণ থেকে শুরু করে এর মানহাজ, একাডেমিক পলিসি, এর পরিধি, বিস্তৃতি, স্টুডেন্ট, শিক্ষক, অফিসার্স সবাইকে আমি দেখেছি।

আমি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করছি এবং তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা বাংলাদেশের অন্যতম একটি লিডিং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং যাত্রাকে ১৯৯৫ সালে সহজ করে দিয়েছেন।

আমরা আশা করছিলাম যে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি পাকিস্তান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং মালয়েশিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এর মতো সমান তালে এগিয়ে যাবে। আল্লাহতালার অশেষ মেহেরবানীতে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি তার বিস্তৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর গবেষণার জন্য বিশেষায়িত বিভাগসমূহ, ছাত্র সংখ্যা, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক একাডেমিক স্বীকৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় এ বিশ্ববিদ্যালয়টি মালয়েশিয়া এবং পাকিস্তানি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বেশ অগ্রগতি সাধন করেছে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়টি তার ইসলাম এবং আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে সমন্বিত একটি যুগোপযোগী সিলেবাস, এক্সিলেন্ট শিক্ষা কার্যক্রম, সাইন্টিফিক ইনভেশন্স, গবেষণা, প্রচুর সংখ্যক উচ্চতর ডিগ্রিধারী শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ, এবং সব ধরনের আধুনিক শিক্ষাসহায়তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি পাইওনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নিজেকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পিছনে যে বা যাঁরাই অবদান রেখেছেন, চাই সেটি কায়িক শ্রম বা অর্থ সহায়তা প্রদান অথবা অন্য যেকোন উপায়ে, আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আল্লাহতালার কাছে দোয়া করছি আল্লাহতায়ালা যেন তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমি একইভাবে আল্লাহতালার কাছে কায়োমনে দোয়া করছি যাতে তিনি সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত দান করেন। তাদের জ্ঞান যেন তাদের কে উপকৃত করে এবং তাদের জন্য আগামীর পথ চলাকে সহজ করে দেয়।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং দোয়া করছি সে সমস্ত শিক্ষকমন্ডলীর জন্য যাঁরা শিক্ষকতার এই বিশাল দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অকাতরে জ্ঞান বিতরণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। মহান আল্লাহ যাতে তাঁদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন দাতা সংস্থা এবং অর্গানাইজেশনসমূহের প্রতি যাঁরা এই মহৎ প্রতিষ্ঠান নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছেন।

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার কাছে বিশেষভাবে দোয়া করছি এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের জন্য, তাদেরকে আল্লাহতা'আলা উত্তম প্রতিদান দান করুক এবং এই মহতী কাজকে আল্লাহ তায়ালা মিজান হাসানের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে রাখুন।

আমিন।।

(প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল মোসলেহ)
জেনারেল সেক্রেটারি
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী দাওয়া এন্ড ত্রাণ পরিষদ

বাণী

প্রফেসর ড. আবু রেজা মো: নেজামুদ্দিন নদভী, এম.পি
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর ২৫ বছর পূর্তির আনন্দময় আয়োজনের এই শুভ মূহুর্তে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিবাদন।

দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জাগরণ ও তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের অঙ্গীকার নিয়ে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ সালে দেশী-বিদেশী একদল শিক্ষানুরাগী সমাজকর্মীর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম যাত্রা শুরু করে। পর্যায়ক্রমে বহু কীর্তিমান মনীষী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। তাঁদের দূরদর্শী-সাহসী নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। প্রায় দুই যুগ আগে পূণ্যভূমি চট্টগ্রামে উপ্ত জ্ঞানবৃক্ষের সেই চারাটি আজ ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে বিশাল মহিরুহে পরিণত হয়েছে। জ্ঞান আহরণ, বিতরণ ও সৃজনের গৌরবগাথা নিয়ে ২৫টি বছর পাড়ি দিয়েছে আমাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

সাধারণ শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আইআইইউসি দেশের কোটি মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন। একুশ শতকের বহুবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুগের চাহিদাকে ধারণ করে উন্নত নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন একদল দেশপ্রেমিক মানবসম্পদ তৈরি করা আইআইইউসির অন্যতম উদ্দেশ্য। মাত্র ৪৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে প্রায় ১২০০০ শিক্ষার্থীর পদভারে মুখরিত। ৬ টি অনুষদের অধীনে ১৪টি বিভাগে ৪ শতাধিক বরেণ্য শিক্ষকের নিবিড় ও আন্তরিক তত্ত্বাবধানে আইআইইউসি শিক্ষার্থীগণ নিজেদেরকে গড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। ইতোমধ্যে প্রায় ৩ শতাধিক বিদেশী শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ শেষে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানবকলাণে ব্রত আছেন। নিকট ভবিষ্যতে এই সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকগণ তাঁদের মেধা, মনন, দেশপ্রেম, প্রজ্ঞা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে বিশ্বমানবতার কল্যাণে নিজেদের আত্মনিয়োগ করবে এবং নতুন পৃথিবী গড়তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

বিদ্যার্থীদের উন্নত নৈতিকমানে সমৃদ্ধ করতে আমাদের রয়েছে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও প্রতিশ্রুতি। তাই শাখাভিত্তিক তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি তাঁদের উঁচু আত্মিক মান বিনির্মাণে আমরা Morality Development Program (MDP) সহ বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছি।

মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় চেতনাকে লালন করে একটি দেশপ্রেমিক প্রজন্ম তৈরি করা আইআইইউসির অন্যতম অঙ্গীকার। এটি একটি সর্বজনীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সকল বিশ্বাসের জনগোষ্ঠীর জন্য এর জ্ঞান-জানালা উন্মুক্ত। একটি সন্ত্রাস-মাদক- জঙ্গীবাদমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, নারীবান্ধব, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইতোমধ্যেই এর সুনাম দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিসর্গ ঘেরা এই ক্যাম্পাস সবুজায়নের জন্য দুই দুইবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে।

বর্তমান বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (BoT) দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে আইআইইউসি কে একটি বিশ্বমানের শিক্ষায়তন হিসেবে উন্নীত করতে অহর্নিশ পরিশ্রম করে যাচ্ছে। বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি এটির শিক্ষা-পরিবেশ ও শিক্ষামান উত্তীর্ণ করতে আমরা সতত সচেষ্ট আছি। দেশপ্রেমের আদর্শ ধারণ, সততা ও নিষ্ঠার সাথে অর্জিত জ্ঞানের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করে দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত সুন্দর-সমৃদ্ধ পৃথিবী বিনির্মাণে এই বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে সবার প্রত্যাশা। আইআইইউসির সেই দূরগামী স্বপ্নযাত্রায় আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের আরো প্রাণময় অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করছি।

২৫ বছরপূর্তির এই মাহেন্দ্রক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(প্রফেসর ড. আবু রেজা মো: নেজামুদ্দিন নদভী, এম.পি)

বাণী

رابطة العالم الإسلامي
MUSLIM WORLD LEAGUE

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২৯/১০/২০২২ ইং তারিখে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে যাচ্ছে শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ৩১/০৭/২০২২ ইং তারিখে আমন্ত্রণপত্রটি হাতে পেয়ে নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত ও সৌভাগ্যবান মনে করেছি।

এ মহতী অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আইআইইউসি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিশেষে বর্ণাঢ্য এ আয়োজনের পূর্ণ সফলতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

আমার পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ সালাম ও অভিবাদন গ্রহণ করুন। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মুহাম্মদ বিন আব্দুল কারিম আল-ঈসা
সেক্রেটারি জেনারেল, মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ
চেয়ারম্যান, অ্যাসোসিয়েশান অব মুসলিম স্কলারস।

বাণী

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য। দরুদ ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি, যাঁর পর কোন নবী আসবেন না এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি এমন একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষাকেও ধারণ করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় একটি সমন্বিত ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতি উপস্থাপন করেছে যা ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল থেকে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষার সাথে সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে সমান গুরুত্ব দিয়েছে।

এটি রাবেতাতুল আলম আল ইসলামী এর সাথে সংযুক্ত। এর পরিচালনায় রয়েছেন একদল আলেম ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ। যাঁদের ভূষণ হচ্ছে সততা ও তাকওয়া। এটি তাঁদের প্রতি আমার সুধারণা ও বিশ্বাস। আল্লাহ তা'আলাই সবার গোপন বিষয় ও মনের হিসাব নিবেন। কারো ব্যাপারে তার স্বীকৃতি ও সত্যায়নই চূড়ান্ত।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে তিনি পছন্দ করেন এবং সন্তুষ্ট হন এমন কথা, কাজ ও শিক্ষার তৌফিক দান করুন। সবাইকে সর্বক্ষেত্রে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সাফল্য দান করুন।

আপনাদের ভাই

(ড. সালেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ)
ইমাম ও খতীব,
মসজিদে হারাম, মক্কা মুকাররমা।

Message

Chairman of the
Islamic Development Bank Group

'Education will never become as expensive as ignorance.'

Since its inception in 1995, the International Islamic University Chittagong (IIUC) has been making a noble contribution to developing the human potential of IsDB member countries and Muslim communities across the globe. IIUC has produced thousands of graduates contributing to social cohesion and stability, fueling sustainable growth, and thriving in their communities.

I sincerely hope the university alumni are imbued with a desire to bridge the gap within the Ummah today on the march towards progress and prosperity through quality education.

I also call upon IIUC to provide quality education to students from the Muslim communities to prepare committed Muslim and competent professionals who can dedicate themselves to the development of their respective communities and countries.

Undoubtedly, the foresight of IIUC's leadership and the commitment, dedication, and sincerity of faculty members, staff, and students will contribute to shaping a more peaceful, prosperous future for our society and, indeed, the entire world.

On this occasion, I am pleased to extend my heartiest and warmest congratulations to IIUC on its 25th anniversary.

I wish the International Islamic University Chittagong every success in all its future endeavors.

Dr. Muhammad Al Jasser,

বাণী

যে কোনো সভ্যতার সূচনার শুরু থেকে সে সমাজ বা সভ্যতা বিনির্মাণের অগ্রপথিকেরা এমন কিছু মানুষের জন্ম দেয় যারা সে সমাজ বা সভ্যতাকে সামনের দিকে নিয়ে যায়, সমাজ কে আলোর দিশা দেয়, গাইড করে। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পৃথিবী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বেঁধে দেওয়া নীতিমালার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে, একই সাথে সে সমাজ এবং সভ্যতাকে উন্নতি এবং অগ্রগতির সোপানে নিয়ে যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা প্রেরিত নবী এবং রাসূলদের যুগে যুগে কাজ ছিল মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করা এবং তাঁদেরকে সত্য এবং ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করা এবং তাদের মধ্যে উত্তম চরিত্র এবং জ্ঞানের বীজ বপন করা।

যদি আপনি পৃথিবীতে উন্নত মানব সভ্যতা সৃষ্টির কোন পন্থার কথা ভেবে থাকেন, যেটি মানুষকে উত্তরোত্তর সফলতার দিকে নিয়ে যায় এবং মানুষকে মানবীয় এবং চারিত্রিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করে, সেটি হচ্ছে একমাত্র সভ্যতা এবং একমাত্র পন্থা যেটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা নবী এবং রাসূলদের মধ্য দিয়ে পুরো পৃথিবীর মানুষের সুখ নিশ্চিত করার জন্য পাঠিয়েছেন□। তার মূল কারণ একটাই যে এটি আল্লাহ প্রদত্ত।

"আর আপনি পর্বতমালা দেখছেন, মনে করছেন, সেটা অচল, অথচ ওগুলো হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান। এটা আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি-নৈপুণ্য, যিনি সমস্ত কিছুকেই করেছেন সুষম । তোমরা যা কর নিশ্চয় তিনি সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। যে কেউ সৎকাজ নিয়ে আসবে, সে তা থেকে উৎকৃষ্ট প্রতিফল পাবে এবং সেদিন তারা শংকা থেকে নিরাপদ থাকবে । আর যে কেউ অসৎকাজ নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে আগুনে। তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে। আমি তো আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি এ নগরীর রবের ইবাদাত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। আর সমস্ত কিছু তাঁরই। আরো আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই। আমি আরো আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, কুরাআন তিলাওয়াত করতে অতঃপর যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, সে সৎপথ অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর কেউ ভুল পথ অনুসরণ করলে, আপনি বলুন, আমি তো শুধু সতর্ককারীদের একজন। আর বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই । তিনি তোমাদেরকে সত্বর দেখাবেন তাঁর নিদর্শন; তখন তোমরা তা চিনতে পারবে । আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আপনার রব গাফিল নন"। (সূরা নামাল, আয়াত ৮৮-৯৩)

সভ্যতা বিনির্মাণের কার্যকরী ভূমিকা রাখা, আল্লার দ্বীনকে পৃথিবীতে কায়েম করা এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পূর্ণ জাগরণের জন্য দুনিয়াবী বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন করা একটি অপরিহার্য বিষয় । আল্লাহতালা কুরআনে কারিমে বলছেন:

বস্তুত আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি কিতাব ও তুলাদণ্ড, যাতে মানুষ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আমি অবতীর্ণ করেছি লোহা, যার ভেতর রয়েছে রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এই জন্য যে, আল্লাহ জানতে চান, কে তাকে না দেখে তাঁর (দ্বীনের) ও তাঁর রাসূলগণের সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক। (সূরা হাদীদ, আয়াত: ২৫)

সভ্যতা বিনির্মাণে যে স্পৃহা ও সূত্র আমাদের আকীদাকে দৃঢ় করে, সেটিই সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। আল্লাহর চেয়ে বেশি সত্যবাদী আর কেউ হতে পারে না, তিনিই একমাত্র সঠিক পথের দিশারী।

(আল সায়ীদ আলী আল হাসেমী)
অ্যাডভাইজার রিলিজিয়াস এন্ড জুডিশিয়াল অ্যাফেয়ার্স - অফিস অফ হিজ এমিনেন্স

বাণী

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের, নবী (সা.) এর ওপর দরুদ ও সালাম, নবী (সা.) এর পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, সাহাবী ও আজ অবধি সকল অনুসারীদের ওপরও সালাম।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ বিশেষ করে আইআইইউসি পরিবারের সকল সদস্যকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আইআইউসি দেশ-বিদেশের শিক্ষক-শিক্ষিকা, গবেষক, চিন্তাবিদ ও শুভাকাংখীদের প্রচেষ্টায় যে উন্নতির সুউচ্চ মিনারে পৌছেছে এ জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আমি আইআইইউসি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হওয়ায় এর অনেক অর্জন চোখে পড়েছে। শিক্ষাখাতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়ার কারণে আইআইইউসি ১০৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 'শিক্ষার গুণগত পরিবেশ ও মান' বিবেচনায় ১ম স্থান অর্জন করেছে। দেশ ও বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়টির বেশ সুনাম রয়েছে। আইআইইউসি আধুনিক সাবজেক্ট পাঠদানের পাশাপাশি ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি ভাষা শিক্ষাদানের ওপর বেশ গুরুত্বারোপ করে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বারো সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে। এখানে ছাত্রীদের জন্য আলাদা একাডেমিক ক্যাম্পাস ও হোস্টেল আছে। বিভিন্ন দেশের বেশকিছু শিক্ষার্থী এখানে পড়াশুনা করছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা চার শতাধিক।

ইসলামী দাওয়াহ প্রচার-প্রসার, ইসলামী শিক্ষাসম্প্রসারণ ও গবেষণাধর্মী বই প্রকাশনায় বিশাল অবদান রেখে চলেছে আইআইইউসি। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টি অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়কে পেছনে ঠেলে সামনের সারিতে চলে এসেছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব করার মত আরেকটি বিষয় হচ্ছে, এটি আরব বিশ্বের সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করছে; বিশেষ করে সৌদি আরবের সরকার ও বড় বড় মাশায়েখের সাথে এর সম্পর্ক অনেক সুগভীর।

আইআইউসির ট্রাস্টি বোর্ডের অনেক সদস্য সৌদি আরব ও অন্যান্য আরব দেশের বড় বড় ইসলামিক ব্যক্তিত্ব; যা প্রমাণ করে মুসলিমরা যেখানেই থাকুন তাদের সম্পর্ক অনেক মজবুত।

আমি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ধনাঢ্য, স্কলার এবং দাঈ ইলাল্লাহদেরকে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সহযোগিতা করার জন্য আহবান করছি যাতে বিশ্ববিদ্যালয়টি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আরো বেশি বেশি সার্ভিস দিতে পারে এবং যত ধরনের সমস্যা আছে তা মোকাবেলা করে উন্নতির উঁচু শিখরে পৌছতে পারে।

আইআইইউসির বিকাশ ও উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে সহযোগিতা দিয়ে যাওয়ার জন্য আমি বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের ও ধন্যবাদ জানাই যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও ছাত্র-ছাত্রীদের মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ উপহার দেয়ার জন্য অনবরত কাজ করে যাচ্ছেন। আল্লাহ উত্তম তাওফিক দাতা। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

(ড. সালেহ বিন সোলায়মান আল ওহাইবি)
জেনারেল সেক্রেটারি
ওয়ার্ল্ড এ্যাসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ূথ, রিয়াদ

বাণী

মান্যবর চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ; বোর্ড অব ট্রাস্টিজ , আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সুধীমহল, একাডেমিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা!

সবাইকে জানাচ্ছি ইসলামের শাশ্বত অভিবাদন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আপনাদের অভিনন্দন জানাতে পেরে হৃদয়ের গভীরে পুলক অনুভব করছি। মহান আল্লাহর দরবারে ইসলাম ও মুসলমানদের সেবার নিমিত্তে এই বরকতময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর সাফল্য, অগ্রগতি, মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

বস্তুতপক্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয় কল্যাণমুখী ইসলামী কার্যক্রমের অন্যতম ফসল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মহান মিশনের ধারাবাহিকতায় মুসলিম বিশ্বের একদল বিজ্ঞ আলেম, চিন্তাবিদ, ধর্ম সাধক, সংস্কারক, সুশীল ও শিক্ষানুরাগীর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ১৯৯৫ সালে বাংলার আকাশে এই আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত হয়।

এটি একটি প্রতিশ্রুতিশীল ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইসলামের গৌরবময় চিত্র ও ঐতিহ্যমন্ডিত দ্বীনি ও জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞান প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, অবদান রাখছে এমন একদল মুক্তমনা, মধ্যপন্থী ও উচ্চ মানসিকতাসম্পন্ন ইসলামিক স্কলার গড়ার প্রত্যয়ে- যাঁরা জীবন পরিচালনায় ফলপ্রসূ কর্মকৌশল প্রণয়ন ও এর যথার্থ প্রতিফলন ঘটাতে পারঙ্গম, বিশুদ্ধ চিন্তার মাধ্যমে বাস্তবতা নিরুপণ এবং যোগ্যতা বলে মানবতার উন্নয়নে অগ্রনায়ক হিসেবে অবদান রাখতে সক্ষম।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানের কল্যাণমুখী ফল্গুধারা প্রবল বেগে বয়ে চলছে। সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভাগুলো পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে । ছাত্রদের বর্তমান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের উদ্দেশ্যে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশনকে পূর্ণ করার লক্ষ্যে তার শিক্ষাতরী এগিয়ে চলছে। এমনকি এটি বাংলাদেশ তথা এশিয়া মহাদেশে শিক্ষা বিপ্লবের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে তিনটি একাডেমিক বিভাগ নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম সূচনা হলেও বর্তমানে আল্লাহর অপার করুণা, আন্তরিক মহলের সার্বিক সমর্থন ও ট্রাস্টি বোর্ডের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন বিষয়ে ছয়টি ফ্যাকাল্টি এবং ১৪ টি বিভাগ নিয়ে ইউনিভার্সিটি সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। ইসলামিক স্টাডিজ, বিজ্ঞান , ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজনেস স্টাডিস, সামাজিক বিজ্ঞান, কলা ও মানববিদ্যা এবং আইনসহ নানা বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এটি বড় সাফল্য যে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে, এবং তার এই সফল যাত্রায় প্রায় ৫৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেছে। পাশাপাশি গবেষণা কেন্দ্র, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, কম্পিউটার শিক্ষা, গবেষণাপত্র প্রকাশ সহ নানা সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছে। ২৫ বছরে উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত উন্নয়ন ইউনিভার্সিটিতে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা কেবল আন্তরিক ও পরিকল্পিত প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে।

আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, তার ট্রাস্টি বোর্ড, সাধারণ পরিষদ, শিক্ষা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সকল শিক্ষার্থী বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে । জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় আলেম, সৃজনশীল গবেষক এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের পৃষ্ঠপোষকতা, তাদের জন্য ফেলোশিপ এবং বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে রচনা, অনুবাদ এবং প্রকাশনার আন্দোলনকে উৎসাহিত করতে সক্ষম হবে, যা সমাজের সেবা এবং উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

যেহেতু আমরা অগ্রাধিকার নীতির ভিত্তিতে শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনাকে স্থান দিয়েছি, তাই বাংলাদেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক

প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক ইসলামী কল্যাণ সংস্থা - কুয়েত সাহায্য সংস্থা ও কিছু আঞ্চলিক মানবিক ও কল্যাণ সংস্থার অংশীদারিত্বে ৩৬৭৫০ জন ব্যক্তির অনুকূলে ১৯ টি মাদ্রাসা ও একটি ইসলামী শিক্ষা কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন গত শতাব্দীর আশির দশকের মাঝামাঝিতে একটি বিশ্বব্যাপী এনডোমেন্ট ধারণা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কুয়েত সরকার এটিকে সার্বক্ষণিক তদারকির মাধ্যমে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করে আসছে, এমনকি এটি মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম দাতব্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং বিশ্বের ৮০ টির বেশি দেশে এর কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।

এটি সবচেয়ে বেশি অভাবগ্রস্ত দেশগুলিতে ১০টি বহিরাগত অফিস ও কুয়েতে ১৮টি শাখার মাধ্যমে সারা বিশ্বের ২০০ টিরও বেশি স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে, সংস্থাটি শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনাকে একটি বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছে, কারণ এটি কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আরবসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য গুণগত ফলাফলসহ শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। উদাহরণস্বরূপ, ২০২০-২০২১ সালে, এর শিক্ষামূলক উদ্যোগের ফলে ৫৩টি দেশে ১২০টিরও বেশি প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে যার ফলে ৫৭১৬০ জন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং প্রশাসক উপকৃত হয়েছেন। এটি বুনিয়াদি, মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার পর্যায়ে সবচেয়ে অভাবী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, স্কুল নির্মাণ, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পৃষ্ঠপোষকতা, টেকসই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন ল্যাবরেটরি, পরীক্ষাগার, শ্রেণীকক্ষ এবং প্রশাসনিক অফিস, ভবন নির্মাণ এবং শিক্ষা বিষয়ক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন করা, ভ্রাম্যমান স্কুল চালু করা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রকল্পসহ নানামুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়, ট্রাস্টি বোর্ড, প্রশাসনিক ও একাডেমিক কর্মকর্তা ও ছাত্র কর্মচারী সহ সকলের জন্য আল্লাহর কাছে সার্বিক তৌফিক, সাফল্য ও উপযোগিতা কামনা করছি। আশা করছি বিশ্ববিদ্যালয় স্বীয় অবিচলিত পদক্ষেপের মাধ্যমে উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখবে, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাঠ্যমঞ্চে অসামান্য অবদান রাখবে এমন একটি সিলেবাস প্রণয়নের মাধ্যমে যা অতিরঞ্জন ও শিথিলতা থেকে দূরে এসে মৌলিকত্ব ও আধুনিকতার মাঝে সমন্বয় সাধন করে, যুগের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ব্যাক্তির শিক্ষা ও গবেষণা জীবনকে সমৃদ্ধ করে সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, মানবিক ও প্রযুক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদেরকে সক্ষম করে তুলবে, যাতে তারা সমাজ পরিবর্তন, সংস্কার ও বিনির্মাণে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে পারে।

সব কিছুই আল্লাহর আয়ত্ত্বাধীন।

ড. আবদুল্লাহ মা'তুক আল - মা'তুক
সহ সভাপতি: সাধারণ পরিষদ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।
সভাপতি: আন্তর্জাতিক ইসলামী কল্যাণ সংস্থা।
বিশেষ উপদেষ্টা: মহাসচিব, জাতিসংঘ।

বাণী

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। দরুদ ও সালাম রাসূল (স.) এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের ওপর।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের মত ইলমী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে লিখতে পারাটা আমার কাছে অনেক আনন্দের। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে চোখ বুলালেই আমার আনন্দ লাগে এই ভেবে যে, ইসলামের আলোয় আলোকিত হবে মানুষ; তারা অন্ধকার থেকে আলোর পথ পাবে।

কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চিন্তার ফসল এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা পায়। দেশে প্রচলিত সাধারণ ও ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সিলেবাসে আমূল পরিবর্তন এনে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এমন সিলেবাস প্রস্তুত করে যা অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অনুকরণীয়। গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় আইআইইউসি শিক্ষা সেন্টারে পরিণত হয় বিশেষ করে আশেপাশে থাকা সংখ্যালঘু মুসলিম দেশগুলোর জন্য।

আইআইইউসির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগুলো আমাকে খুব বিমোহিত করেছে। এগুলো শিক্ষার্থীর মাঝে ইসলামী রুহ বপন করছে। তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে দ্বীনি শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটছে। তারা ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করা শিখছে এবং মন-মানসে নিজেকে ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে তৈরি করতে পারছে। বিশ্ববিদ্যায়টি শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন মডেল উপস্থাপন করেছে যেটি কুরআন-সুন্নাহ থেকে উৎসরিত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় করে জাতির সামনে উপহার দিতে পেরেছে যার কারণে শিক্ষার্থীরা আধুনিক টেকনোলজি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি পড়াশুনা করছে ইসলামী মূল্যবোধ ধরে রেখেই। তারা ফেতনা-ফাসাদ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

(إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا)(سورة الإسراء: ٩).

অর্থাৎ-: "এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদেরকে সু-সংবাদ দেয় যে, তাঁদের জন্যে মহা পুরস্কার রয়েছে।" (সূরা আল-ইসরা:৯)।

এই ধরনের মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় নিঃসন্দেহে ইসলামী সভ্যতার জন্য চমৎকার সংযোজন বলা চলে। ইসলামী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সবকিছুকে মধ্যপন্থার সাথে অর্ন্তভুক্ত করা। দ্বীন-দুনিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যক্তি-সমাজ, রাষ্ট্র সবকিছুতেই কল্যাণ সাধন করা। ইসলামী সভ্যতা প্রথম সভ্যতা যা বর্ণবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সকল মানবকে এক চোখে দেখার মহান মূল্যবোধের ওপর।

ইসলামী সভ্যতা অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানী উপহার দিয়েছে। এই সভ্যতা বিশ্বকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে নতুন নতুন অনেক কিছু উপহার দিয়েছে; চাই তা ইসলামী শিক্ষা, মহাকাশ, বায়োলজি, ফিজিক্স কিংবা ক্যামেস্ট্রি শিক্ষা।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যখন জেনেছি আইআইইউসি একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে সকল সাবজেক্ট ও প্রোগ্রামগুলোকে ইসলামী ভাবধারায় সাজানো হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানী আর মূর্খ সমান হতে পারে না। আল্লাহ বলেন:

(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون-إنما يتذكر أولوا الألباب) (سورة الزمر: ٩)

অর্থাৎঃ "বলুন, যাঁরা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তাঁরাই করে, যাঁরা বুদ্ধিমান।" (সূরা আয-যুমার:৯)।

আল্লাহ আরো বলেন:

(يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير) (سورة المجادلة: ١١).

অর্থাৎ: "তোমাদের মধ্যে যাঁরা ঈমানদার এবং যাঁরা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাঁদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর।" (সূরা আল-মুজাদালাহ: ১১)।

উপরোক্ত বাণীগুলো থেকে প্রতিয়মান হয় যে, জ্ঞানের সাথে ঈমানের সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ বলেন: "একমাত্র জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে" (সূরা ফাতির:২৮)।

আমি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকদেরকে অভিবাদন জানাই যাঁরা আইআইইউসিকে তাওহীদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছে। আইআইইউসি সত্যিকার অর্থে ভালো কাজ করেছে যেটি শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষাকে তুলনা করে স্টাডি করার সুযোগ করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে সবকিছু তুলনা করে শিক্ষার্থীরা ইসলামকেই সকল উন্নতির কারণ হিসেবে মানতে পারছে।

আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করে শেষ করছি।

(ড. উসামাহ আল আবদ)
সেক্রেটারি জেনারেল, অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক ইউনিভার্সিটিজ;
সাবেক ভিসি, আল-আযহার ইউনিভার্সিটি; প্রতিনিধি, রিলিজিয়াস অ্যাফেয়ার্স, পার্লামেন্টারি বোর্ড, মিশর

বাণী

আসসালামু আলাইকুম।

২৯ অক্টোবর ২০২২ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য উৎসবে যোগদানের জন্য আপনার আমন্ত্রণ আমরা অত্যন্ত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করেছি।

তবে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির কারণে, আমরা উপস্থিত হতে ও অংশগ্রহণ করতে পারছিনা বলে দুঃখিত।

আমি আপনার বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট সকলের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

আন্তরিক শুভেচ্ছা সহ

আবদুল ইলাহ আব্দুল্লাহ আল-আলী আল মুতাওয়া

বাণী

প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম আরিফ
উপাচার্য
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর ২৫ বছর পূর্তিতে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। ২৫ বছরের গৌরবময় অগ্রযাত্রার বর্ণিল আনন্দ উৎসবের শুভক্ষণে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা থেকে এই পর্যন্ত নানা পর্যায়ে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী-অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি।

পূর্তি উৎসবের এই মাহেন্দ্রক্ষণে, আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি আমাদের স্বাধীনতার অবিসংবাদিত মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে; রক্তস্নাত একাত্তরের ৩০ লক্ষ শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের, অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার তিন লক্ষ মা-বোনদের। আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি ১৯৭৫ এর নারকীয় হত্যাকান্ডের শিকার বঙ্গবন্ধু পরিবারের শহিদ সদস্যদের। '৭১ এবং'৭৫ এর সকল শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমাদের সকলের সম্মিলিত ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে বঙ্গবন্ধুর 'সোনারবাংলা' যেন বাস্তবে রূপায়িত হয়- এই কামনা করি।

শহর থেকে অনতিদূরে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর নয়না ভিরাম ক্যাম্পাস। একদিকে বঙ্গোপসাগরের দৃষ্টিনন্দন বেলা ভূমি এবং অন্যদিকে পর্বত শ্রেণীর মৌনতা এই ক্যাম্পাসের নৈসর্গিক অনন্যতা। এই শিক্ষা বান্ধব স্নিগ্ধ পরিবেশে সুবিশাল আয়তন জুড়ে আইআইইউসি'র ক্যাম্পাস। ১৯৯৫ সালে মাত্র ৪৭ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শুরু হয়ে বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় সতের হাজার। পঁচিশ বছরের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আজ তরুলতা থেকে মহিরুহে পরিণত। বর্তমানে ছয়টি অনুষদে এবং চৌদ্দটি বিভাগে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। আমাদের শিক্ষকদের বর্তমান সংখ্যা ৪২৫ এবং প্রশাসনিক স্টাফের সংখ্যা ৩৫৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইয়ের সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০।

ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম দেশের শীর্ষ স্থানীয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সর্বমহলে স্বীকৃত। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ট্রাস্টের সুযোগ্য পরিচালনায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার প্রমাণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রার্থীর সংখ্যা অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তবুও আমরা আত্মতুষ্ট নই; আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো গতিশীল ও উন্নত করার জন্য আমরা নিবেদিত। শিক্ষাদানের মানোন্নয়ন, প্রশাসনিক দক্ষতাবৃদ্ধি, গবেষণার অগ্রগতি, কাঠামোগত উন্নয়ন, বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে MoU স্বাক্ষরসহ সকল পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

সভ্যতার প্রযুক্তিগত ও বস্তুগত সমৃদ্ধি সত্ত্বেও আমাদের সমাজ ও পৃথিবী নানা সমস্যায় জর্জরিত। আইআইইউসি এ প্রেক্ষাপটে সুচিন্তিতভাবে তাই লক্ষ্য ঠিক করেছে- 'যোগ্যতার সাথে নৈতিকতার সমন্বয়।'

আমি আশাকরি-শহিদের রক্তস্নাত বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর 'সোনারবাংলা'কে বাস্তবে রূপ দিতে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম যুগোপযোগী, সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক মানবসম্পদ উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে, ইনশাআল্লাহ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

Arif

(প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম আরিফ)

বাণী

প্রফেসর ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ
ভাইস চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
ও আহ্বায়ক, আইআইইউসি ২৫ বছর পূর্তি উৎসব কমিটি

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর রজত জয়ন্তী উদযাপনের ঐতিহাসিক মুহূর্তে মহান রাব্বুল আলমীনের দরবারে বিনয়াবনত মস্তকে শোকরিয়া জানাই এবং আইআইইউসি পরিবারের সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ ও অভিনন্দন।

নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে পবিত্র মক্কাতুল মুকাররমা থেকে শুরু করে দেশী বিদেশী বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজ হিতৈষীদের মহতী প্রচেষ্টায় ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে সরকারী অনুমোদন নিয়ে আনুষ্ঠানিক পথ চলা শুরু হয় আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর। ২৫ বছর পূর্বে জাতি গঠনের অনন্য কারখানা আন্তর্জাতিক মানের এ উচ্চবিদ্যাপীঠের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারায় ধন্য মনে করছি। সেদিন অনেক আশা আকাংখা নিয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয় আমরা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম এটি আজ ফুলে ফলে মহিরুহে পরিণত হয়েছে। সৌরভ ও গৌরব ছড়াচ্ছে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে দেশান্তরে-আলহামদুলিল্লাহ।

নৈতিক ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে একটি চৌকস প্রজন্ম তৈরীর মহান লক্ষ্যে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে আইআইইউসি। ৪৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল বিগত পঁচিশ বছরে ৪৩ হাজার কৃতী শিক্ষার্থী এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে দেশ বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বেসরকারী ও বহুজাতিক কোম্পানীতে অত্যন্ত দক্ষতা ও সততার সাথে কাজ করছেন। কর্পোরেট জগতে আইআইইউসি গ্র্যাজুয়েটদের রয়েছে বিশেষ চাহিদা ও মর্যাদা। এ বিশ্ববিদ্যালয় আজ এতদঞ্চলের অভিভাবকদের প্রথম পছন্দ। বিশেষত: অভিভাবকগণ তাঁদের প্রিয় কন্যা সন্তানকে আইআইইউসিতে ভর্তি করিয়ে চিন্তামুক্ত ও নির্ভার থাকেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট ও চমৎকার শিক্ষার পরিবেশের কারণে।

আইআইইউসি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় একটি আন্তর্জাতিক মানের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষা ও গবেষণায় বিশ্বমানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যে শিক্ষকদের উচ্চতর ডিগ্রী তথা পিএইচডি অর্জনে স্কলারশীপ সহ সবধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে যা আগামীতে আরো বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ৫০ একর ভূমির উপর নিজস্ব সবুজ ক্যাম্পাসে অবকাঠামোগত যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তা যুগের চাহিদা অনুযায়ী অনন্য। এছাড়া আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে দশ-সালা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশী বিদেশী সহযোগিতায় মাননীয় বিওটি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সে পরিকল্পনাও আমরা শতভাগ বাস্তবায়ন করবো ইনশাআল্লাহ। বিশেষত: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সুনজরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যত বিশাল কর্ম পরিকল্পনা দ্রুততম সময়ে সফলতা লাভ করবে এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

২৫ বছর পূর্তির এ শুভক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে আজকের এ অগ্রগতির পেছনে যাঁদের ভূমিকা ও অবদান রয়েছে আমি তাঁদেরকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং তাঁদের মাগফেরাত কামনা করছি। যাঁরা বেঁচে আছেন তাদের নেক হায়াত ও সুস্থতা কামনা করছি। আইআইইউসির উত্তরোত্তর সাফল্য ও অগ্রগতির জন্যে মহান আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করছি।

পরিশেষে ২৫ বছর পূর্তি উৎসবের আহবায়ক হিসেবে এ বর্ণাঢ্য আয়োজনকে সফল করতে যে সকল সম্মানিত বিওটি সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক মন্ডলী, কর্মকর্তা কর্মচারীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

(প্রফেসর ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ)

বাণী

মোহাম্মদ খালেদ মাহমুদ
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ
এবং চেয়ারম্যান, প্রেস, মিডিয়া, পাবলিকেশন
এন্ড এডভার্টাইজমেন্ট কমিটি
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

মহাকাল নিরন্তর, নিরবধি। মহাকাল সাক্ষ্য বহন করে অতীতের মহৎ সাধনা কিংবা সৃজনশীল সৃষ্টির। বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে নয়,কালের পটে সগৌরবে মাথা উঁচু করে স্বীয় মহিমায় উদ্ভাসিত হতে। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ঐতিহ্যের ২৫ বছরে পদার্পণ করে ইতিহাস সৃষ্টিকারী রজতজয়ন্তী পালন করছে। এটি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড ও কর্তৃপক্ষ দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমিক, সুনাগরিক ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য কাজ করছে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম হাঁটি হাঁটি পা পা করে দেশের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এ পঁচিশ বছরের পথচলায় শিক্ষা ও গবেষণায় অনন্য অবদান রেখে চলেছে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটরা দেশে- বিদেশে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফলতার স্বাক্ষর রাখছেন।

আমি আশা করি, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সহ সকল শিক্ষক- শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা- কর্মচারী সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আইআইইউসি বিশ্ব জগতে বিশেষ স্থান করে নিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এ পঁচিশ বছরের বন্ধুর পথচলায় যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল অতিথিবৃন্দ,শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

২৫ বছর পূর্তি উদযাপন কমিটির সকল সদস্য, বিশেষ করে প্রেস, মিডিয়া, পাবলিকেশন ও এডভার্টাইজমেন্ট কমিটির সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে আশা করছি,এ স্মারকে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলো আপনাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি লাভ করবে।

এ রজতজয়ন্তী উদযাপন বিস্মৃতির মুক্তি নয়,হোক স্মৃতির বন্ধন ও সফলতায় পরিপূর্ণ এক আনন্দ আয়োজন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোহাম্মদ খালেদ মাহমুদ)

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের ২৫ বছর পূর্তি উৎসব আমাদের জন্য এক আনন্দঘন ও গৌরবময় আয়োজন। ১৯৯৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারিতে যাত্রাশুরু করা এই বিশ্ববিদ্যালয় আজ এক বিশাল মহিরুহে পরিণত হয়েছে। আমরা মহান প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কালের সুদীর্ঘ প্রবাহমান উঠানামা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম আজ তার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে। ২৫ বছরের মাইলফলকের সামনে দন্ডায়মান এই প্রতিষ্ঠান দেশ ও জাতির চেতনায় সঞ্চারিত করছে এক মহান প্রণোদনা। এই অর্জিত সম্মান ও গৌরব বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্যের।

২৫ বছর পূর্তি উদযাপন উৎসব ঘিরে পুরো ক্যাম্পাস আজ নব সাজে প্রস্তুত। বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাই উচ্ছ্বসিত। নবীন-প্রবীণের এই মিলনমেলায় যুক্ত হবার জন্য সবাই ব্যাকুল হয়ে আছেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জয়ন্তী উৎসবসমূহ প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আত্মিক বন্ধন সুদৃঢ় করার এবং বর্তমান শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরীর একটি অন্যতম সুযোগ। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্বাবদ্যালয় চট্টগ্রামের অসংখ্য কৃতী ও গুণী শিক্ষার্থী দেশ-বিদেশে যে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন, ২৫ বৎসব পূর্তির এ আয়োজনের মাধ্যমে তা আরো বেগবান হবে।

বিশাল এ বর্ণাঢ্য আয়োজনকে একটি স্মরণিকায় ধরে রাখা সহজসাধ্য নয়। স্মৃতিবিধুর এই প্রাণের সম্মিলনকে কাগজ ও কালিতে বন্দী করার দায়িত্ব পড়েছে আমাদের উপর। স্মরণিকা প্রকাশে যে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

২৫ বৎসর শেষ হয়ে যাবে কিন্তু এর রেশ থেকে যাবে 'রজত জয়ন্তী' স্মরণিকায় এবং কালের সাক্ষী হয়ে তা আগামী প্রজন্মকে আমোদিত করবে। অনাগত দিনে আসবে কোন এক 'সুবর্ণ স্মারক'। কালের পরিক্রমায় আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম নিজেকে প্রকাশ করবে আরো উজ্জ্বলতর ভূমিকায় ইনশাআল্লাহ।

স্মারকটি নির্ভুল ও দৃষ্টিনন্দন করতে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। তবুও কোন ভুল থেকে থাকলে তার দায়ভার পুরোটাই আমাদের।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

বিনীত
সম্পাদনা পরিষদ
২৫ বছর পূর্তি উৎসব স্মারক প্রকাশনা কমিটি।

Board of Trustees

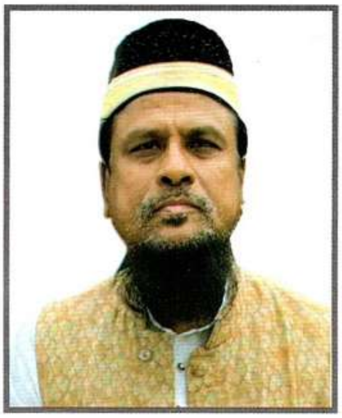

Prof. Dr. Abu Reza Md. Nezamuddin Nadwi, MP
Chairman

Prof. Anwarul Azim Arif
Vice Chancellor
Member (Ex-officio)

Mrs. Khadizatul Anwar (Sony), MP
Member

Prof. Dr. Kazi Deen Mohammad
Vice Chairman

Dr. Eng. Rashid Ahmed Chowdhury
Member
Chairman, Finance Committee

Moulana Alhaj Abdul Hai Nadwi
Member

Prof. Dr. Mohammad Fashiul Alam
Member

Board of Trustees

Mrs. Rizia Sultana Chowdhury
Member
Chairman, Female Academic Zone

Mohammed Khaled Mahmud
Member
Chairman- Media, Press, Publication & Advertisement Committee

Abu Sufian
Member

Prof. Helal Uddin Nizami
Member

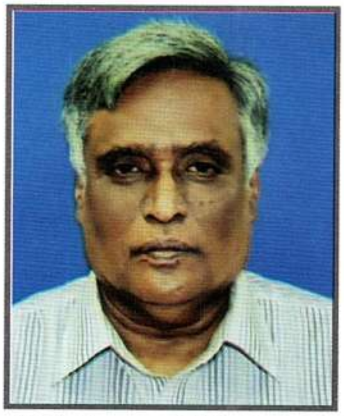

Prof. Mohammad Abdur Rahim
Member

Dr. Md Shamsuzzaman
Member

Alhaj Md. Ismail Meah (Manik)
Member

Mr. Abdul Matin Bhuiyan
Member

Barrister Anita Gazi Islam
Member

Board of Trustees

Barrister Sameera Mahmud
Member

Prof. Dr. Saleh Jahur
Member

Mrs. Jaman Ara Begum
Member

Badiul Alam
Member

A.M.M. Tipu Sultan Chowdhury
Member

মরহুম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দ

শাহ মাওলানা আবদুল জব্বার
পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম
মৃত্যু : ১৯৯৮ সাল

মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী
শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক
মৃত্যু : ২২জুন ২০১৯ সাল

মাওলানা মুহাম্মদ শামছুদ্দিন
সভাপতি, ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ, চট্টগ্রাম
মৃত্যু : ২৫ জানুয়ারী ২০০৯ সাল

মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের
শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক
মৃত্যু : ৯ই মে ২০২০ সাল

আলহাজ্ব মুহাম্মদ বদিউল আলিম
প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
মৃত্যু :১২ জুলাই ২০০৯ সাল

প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ
প্রফেসর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
মৃত্যু : ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সাল

মরহুম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দ

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান
সাবেক ট্রেজারার
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
মৃত্যু : ২৪ জুন ২০১১ সাল

প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান
শিক্ষাবিদ ও গবেষক এবং প্রফেসর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
মৃত্যু : ২৮ মার্চ ২০২১ সাল

১০. জনাব মুহাম্মদ নূরুল্লাহ
সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী
মৃত্যু : ২৫ এপ্রিল ২০২১ সাল

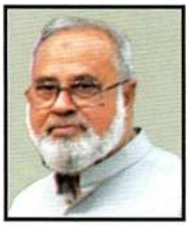

ড. আবদুল্লাহ আবদুর রশিদ
লেকচারার
ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী,সৌদি আরব
মৃত্যু : ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ সাল

এডভোকেট ফিরোজ আহমদ চৌধুরী
রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক

জনাব এ এফ এম হাসান
সমাজসেবক

আলহাজ্ব আজিজুর রহমান
রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক

আইআইইউসি বিদেশী ট্রাস্ট সদস্যদের মধ্যে যাঁরা আল্লাহর জিম্মায়

শায়খ ইউসুফ জাসেম আল হাজ্জী

সাবেক মন্ত্রী, কুয়েত

শায়খ আবদুল্লাহ আলী আল মুতাওয়া

কুয়েত

শায়খ নাদের আল নূরী

কুয়েত

ড. মানে হাম্মাদ আর জুহানী

সাবেক জেনেরাল সেক্রেটারী, ওয়ামী

সৌদি আরব

List of Foreign Guests for 25th Anniversary of IIUC-2022

Prof. Dr. Abdullah Abdul Aziz Al-Moslih
Prominent Islamic Scholar in KSA.
General Secretary, International Islamic Council for Dawaah and Relief, Cairo, Egypt

H.E. Youcef Adjissa, Deputy Speaker, Algeria.
Member of the Permanent Committee for Palestine in the parliaments of the Islamic Cooperation Countries (OIC).
Policy Maker, and Islamic Scholar of Algeria

H. E Prof. Dr. Ibrahim Abu Abaat,
Ex- Shurah Member, KSA.
Ex-Former Head of the Guidance and Guidance Authority of the National Guard, KSA.

H. E. Sayed Ali Sayed Abdur Rahman Al-Hashem,
Religious and Judiciary Advisor, Presidential Affairs Palace. UAE.

H. E. Ambassador Nasser Hamdan Al-Zaabi,
Abu Dhabi, UAE Chairman of the Permanent Council, Islamic Solidarity Fund, OIC.

List of Foreign Guests for 25th Anniversary of IIUC-2022

H.E. Prof. Dr. Usama AL ABD
Member of Parliament, Egypt.
General Secretary, Islamic Universities League, Cairo, Egypt.
Ex- Chancellor of Al-Azhar University Cairo, Egypt.

H.E Engr. Abdi Fatah Isak Mohamed
Deputy Education Minister, Somalia.
Alumni of International Islamic University Chittagong.

H.E Sayeed Muhammad Sayeed Al-Sanany
Member of Parliament, Sultanate of Oman.

H.E. Mr. Anwar Hamad Al-Sanany
Chairman,Board of Directors of the Amman Chamber of Commerce and Industry, South Al Sharqiah Governorate Branch, Oman.

Prof. Dr. Kudret BULBUL
Hon'ble President, Foreign Relations and Protocol, National Assembly of Turkey.

List of Foreign Guests for 25th Anniversary of IIUC-2022

Mr. Nourelden Muhammad Abdul Warith
Representatives of Ministry of Islamic Affairs and Awqaf, Egypt.
Head of Central Department, Ministry of Islamic Affairs and Awqaf, Egypt.

H.E Prof. Dr. Saleh bin Hossain Al-Ayeed,
Vice Chairman, Al-Rajehi Charitable Foundation, KSA.

Engr. Bader Saoud Al-Sumait.
Director General, International Islamic Charitable Organization (IICO), Kuwait.
(The most famous and biggest international humanitarian organizations in the world)

Prof. Dr. Omar Jah
Pro Vice Chancellor
Islamic University of Technology (IUC), OIC.

Prof. Dr. Adnan Mohamed Yusoff, Deputy Vice Chancellor
Students and Alumni Affairs, University Sains Islam Malaysia.

List of Foreign Guests for 25th Anniversary of IIUC-2022

Prof. Dr. Akram Nadwi, Prominent Islamic Scholar
Researcher at Islamic Studies College, Oxford. Dean,
Cambridge College for Islamic Studies. Rector, Al-Salam Academy.

Prof. Dr. Saud Mastoor Abdul Hadi As-Sulami
Professor and Dean, Deanship of Graduates Studies.
King Abdul Aziz University (World Ranking 101), KSA.

Prof. Dr. Yasir Abdur Rahman Al-Ahmadey.
King Abdul Aziz University (World Ranking 101), KSA.

Prof. Dr. Muwaffaq Abdullah Al-Gamdhy
King Abdul Aziz University (World Ranking 101), KSA

H.E. Dr. Ahmed Abdullah Sorour Al-Sabban
Former Deputy Minister of Islamic Affairs. KSA.

List of Foreign Guests for 25th Anniversary of IIUC-2022

H. E Rizwan Ansari
Honorable Former Minister, Home Affairs, Nepal.

Prof. Dr.Ibrahim Az-Zaid,
Former General Secretary,
Supreme Council of Islamic Affairs Ministry, KSA

Dr. Ibrahim Abdulalh Al-Khuzayem.
Executive Director, Islamic Solidarity Fund, OIC.

Dr. Abdul Aziz Al-Faleh,
Director, Educational Department,
World Assembly of Muslim Youth (WAMY), KSA.

Representative of Education Ministry, Maldives.

List of Foreign Guests for 25th Anniversary of IIUC-2022

Prof. Dr. Hamza Zeep Mustafa Abu Sabiha
Dean, Al Quran Faculty, Al Quds University, Palestine.

Dr. Aftab Alam Nadwi,
Rector, Jamia Umme Salma, Jharkhand, India.

Prof. Dr. Ashraf Abdur Rafee Ad-Darfalee,
Executive Director, AfroAsia Universities Union. Egypt.

Mr. Nassir Muhammad Yakubu,
Operation Team Leader, IDB Regional Office, Bangladesh.

Prof. Dr. Farid Al Hadi
Professor, Bahrain University, Kingdom of Bahrain.

List of Foreign Guests for 25th Anniversary of IIUC-2022

Prof. Dr. Yasir Mohammad Abduho Yamani,
Chairman, Iqraa Foundation for Humanitarian Relation, KSA.

Prof. Dr. Ahmed Saleem Bahammam.
Chairman, Rayah Al-Huda for Academic Consultation
Foundation. KSA.

Dr. Yousuf Rashed Al-Gufyli.
Famous Academician and Islamic thinker, and Renowned philanthropist.

Prof. Dr. Ewadh As-Thubaity.
General Secretary, Iqraa Foundation for Humanitarian Relation, KSA.

His Excellency Ambassador
Prof. Dr. Beqir Ismaili
General of the Diplomatic Academy
at the Ministry of Foreign Affairs and Diaspora of the Republic of Kosova

List of Foreign Guests for 25th Anniversary of IIUC-2022

Prof. Jumaa bin Khadem Al Ulyee
Renowned Businessman, Sultanate of Oman

Prof. Dr. Abakar Abdul Banat
Bahri University, Sudan.

Moulana Eliyas Jakti Nadwi
Renowned Academician and Islamic thinker, India.

Dr. Ali Abdullah Al-Otaibi
Chairman, Arak Institute for Development, KSA.

Prof. Dr. Ahmed Al-Bannani.
Ex- Professor of Ummul Qura University, KSA.

List of Foreign Guests for 25th Anniversary of IIUC-2022

Dr. Mahmoud Khaleel.
Director, Al-Quran Radio, Egypt.

Mr. Akmal Shareef,
Country Director, Islamic Relief Bangladesh and Nepal Office.

Dr. Basher As-Shaikhy
Renowned Academic Person, KSA.

Professor Dr. Adnan Bassam
Professor, University of Bahrain.

Prof. Dr. Yakub Civelek
Hon'ble Chairman, Edurese Academy

List of Foreign Guests for 25th Anniversary of IIUC-2022

Prof. Dr. Hesham Al-Bannani.
Former Professor of Ummul Qura University, KSA.

Mr. Hassan Al-Hammadi
Representative, Presidential Affairs Palace, UAE.

Mr. Sayeed Muhammad Sayeed Al-Kuwaitee
Representative, Royal Court, UAE.

Mr. Arafat Simsek
Vice Chairman, Verenel Association, Turkey.

Prof. Walid Abdul Munayim as sayeed Ibrahim
Islamic Universities League, Egypt.

List of Foreign Guests for 25th Anniversary of IIUC-2022

Mr. Delon Dawoud
Hon'ble PRESIDENT OF SOURIRE D'ORPHELINS, France.

Mr. Ali Muhammad Al-Khayyal,
Sharjah Charity House, United Arab Emirates.

Mr. Sultan Muhammad Al-Khayyal,
Sharjah Charity House, United Arab Emirates.

Mr. Rahman Moton.
President, Hawa Foundation, USA.

Dr. Ahmed Hassan
Professor and Renowned Businessman, Sultanate Oman.

List of Foreign Guests for 25th Anniversary of IIUC-2022

Engr. Khaled Helal Al Hashemi
Renowned Businessman, Sultanate of Oman

Mr. Jiyauddin Khan
President, Helping Hand for Relief and Development, Nepal

Dr. Sayd Khaleel Ahmed Hasani.
Professor, Nadwatul Ulama Lakhnow, India.

Dr. Engr. Mazen Salim
Chairman, Islamic Center of Japan.

Mr. Mehmet Fatih Altaş
International Education Services Specialist
Turkiye Diyanet Foundation

List of Foreign Guests for 25th Anniversary of IIUC-2022

Engr. Taleb Syeed Al kharuchi
Businessman, Sultanate of Oman

Mr. Afzalur Rahman
Country Director
Turkiye Diyanet Foundation, Bangladesh.

এক নজরে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

মোহাম্মদ ছরওয়ার আলম

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আই আই ইউ সি) বাংলাদেশের সরকার-অনুমোদিত শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি।এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাহাড় এবং সমুদ্রের কোলে অবস্থিত, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দর সবুজ ক্যাম্পাসটি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সীতাকুণ্ড উপজেলার কুমিরায় অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়টি চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং ছাত্র, শিক্ষক এবং স্টাফদের জন্য নিজস্ব একটি অনন্য পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে। ১১০ টিরও বেশি যানবাহন সুষ্ঠুভাবে পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্টের বোর্ড অব ট্রাস্টিস্ সংস্কার করা হয়েছে।বিওটি এখন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব দ্বারা সমৃদ্ধ।

নীতি: বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি হল "নৈতিকতার সাথে গুণমান সমন্বিত করা।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদসমূহ:
নিম্নলিখিত ছয়টি অনুষদ এখন আইআইইউসি--তে আছেঃ

১. শরীয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ ২. বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ ৩. ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ৪. কলা ও মানবিক অনুষদ ৫. আইন অনুষদ ৬. সামাজ বিজ্ঞান অনুষদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগসমূহ:

ক) চার বছরের ব্যাচেলর প্রোগ্রামঃ
১. কুরআনিক সায়েন্সেস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ (কিউএসআইএস) ২. দাওয়াহ এবং ইসলামিক স্টাডিজ (ডিআইএস) ৩. হাদিস ও ইসলামিক স্টাডিজ(এইচ আইএস) ৪. কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) ৫. ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) ৬. কম্পিউটার এবং কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (সিসিই) ৭. ইলেকট্রনিক ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইটিই) ৮. সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিই) ৯. ফার্মেসি ১০. ব্যবসায় প্রশাসন ১১. অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ১২. ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য (ইএলএল) ১৩. আইন (এলএল.বি) অনার্স ১৪. আরবি ভাষা ও সাহিত্য (এএলএল)

খ) মাস্টার্স প্রোগ্রামঃ
১. অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ে এমএসএস ২. দাওয়াহ এবং ইসলামিক স্টাডিজ ৩. ব্যবসায় প্রশাসন (নিয়মিত) ৪. ব্যবসায় প্রশাসন (সন্ধ্যাকালীন) ৫. ব্যাংক ব্যবস্থাপনা ৬. ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষা (ইএলটি) (এমএ এবং প্রিলিমিনারি) ৭. আইন (এলএলএম প্রিলিমিনারি এবং ফাইনাল) ৮. ইসলামিক স্টাডিজ ৯. কম্পিউটার সায়েন্সে (এমএসসি) ১০. হাদিস এবং ইসলামিক স্টাডিজ ১১. কুরআন বিজ্ঞান এবং ইসলামিক স্টাডিজে এমএ

গ) ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম:
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা।

সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন (সিআরপি):
আইআইইউসি-এর সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন (সিআরপি) সব ধরণের গবেষকদের জন্য এবং বিশেষ করে আইআইইউসি একডেমিকদের জন্য গবেষণার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সিআরপি শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের জন্য পিএইচডি/উচ্চ শিক্ষা প্রোগ্রামের সমন্বয় করে এবং বার্ষিক নিম্নোক্ত পিয়ার রিভিউড পর্যালোচনা জার্নাল প্রকাশ করে:

ক) আইআইইউসি স্টাডিজ (ইংরেজি) খ) দিরাসাল আল-জামিয়াহ আল-ইসলামিয়াহ আল আলমিয়াহ (আরবি)

গ) আইআইইউসি বিজনেস রিভিউ (ইংরেজি)।

গত পাঁচ বছর ধরে আইআইইউসি শিক্ষকদের দ্বারা বার্ষিক প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধের গড় সংখ্যা ১৬০ টিরও বেশি।
বঙ্গবন্ধু রিসার্চ সেন্টার ফর ইসলাম অ্যান্ড ইন্টারলিজিয়াস ডায়ালগ (বিআরসিআইআইডি)

বঙ্গবন্ধু রিসার্চ সেন্টার ফর ইসলাম অ্যান্ড ইন্টারলিজিয়াস ডায়ালগ (বিআরসিআইআইডি) নামে একটি বিশেষ গবেষণা কেন্দ্র আইআইইউসি-তে ১লা এপ্রিল ২০২১৪-এ উদ্বোধন করা হয়েছে। বিশ্বের মহান ধর্মগুলোর গভীর ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিশ্ব ধর্ম বিশেষ করে ইসলামের মানবিক কল্যাণ চিন্তা সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট (আইএমএল):

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামে (আইআইইউসি) ইনস্টিটিউট অব মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজেস (আইএমএল) আধুনিক ভাষা অধ্যয়নের প্রচার এবং সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক নাগরিক হয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষমতা এবং সংবেদনশীলতা তৈরী করা যায়। .

আইআইইউসি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার:

আইআইইউসি-এর একটি ৩-তলা (৩১,০০০স্কয়ার ফিট) সুন্দর সেন্ট্রাল লাইব্রেরি রয়েছে যেখানে এসি এবং লিফট সুবিধা রয়েছে। এটিতে একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এবং ওয়েব-ভিত্তিক ডিজিটাল লাইব্রেরি রয়েছে যা Koha এবং DSpace সফটওয়্যার দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। লাইব্রেরিতে ১৫০০০টি শিরোনামের প্রায় ৮৫৫০০টি বই, ১৭৫০টি জার্নাল এবং ৫১৫টি অডিও-ভিজ্যুয়াল সামগ্রী রয়েছে।

প্রায় ৩৫০০০টি অনলাইন জার্নাল, ১৫৫০০টি ইবুক এবং চার মিলিয়ন ই-থিসিসের অ্যাক্সেস এবং ডাউনলোড সুবিধা এখানে রয়েছে। লাইব্রেরির ওয়েবসাইটের URL: library.iiuc.ac.bd।

বর্তমান পপুলেশন:

i) ছাত্র - ১২০০০ (প্রায়) ii) শিক্ষক - ৪২৫ iii) প্রশাসনিক স্টাফ: ১৩০ iv) সাধারণ স্টাফ: ২২৭

মুজিব কর্নার:

মুজিববর্ষের বছরব্যাপী উদযাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরতে আইআইইউসি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রথম তলায় মুজিব কর্নার উদ্বোধন করা হয়েছে।

গবেষণাগার:

বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের শিক্ষার্থীদের জন্য বিদেশ থেকে যন্ত্র দিয়ে সজ্জিত ৩৮টি স্ট্যান্ডার্ড ল্যাব রয়েছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টারনেট সুবিধাসহ বিভিন্ন প্রোগ্রামের জন্য ১৩টি কম্পিউটার ল্যাবরেটরি রয়েছে।

ওয়েব ও আইটি সুবিধা:

আই আই ইউ সি এর ব্যবহারকারীদের জন্য একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট (www.iiuc.ac.bd) রয়েছে। ওয়েবসাইটগুলি পরিদর্শন করে, শিক্ষার্থীরা নিবন্ধন, অর্থ প্রদান, একাডেমিক কর্মক্ষমতা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সুবিধা নিতে পারে। পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে রয়েছে ওয়াই-ফাই সংযোগ। ইন্টারনেট পরিষেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে, আই আই ইউ সি ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের জন্য প্রায় ৩৩৫ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ ব্যবস্থা করেছে।

মর্যাদাপূর্ণ সংস্থার সদস্যপদ:

আই আই ইউ সি ISESCO এর অধীনে ফেডারেশন অফ দ্য ইউনিভার্সিটিজ অফ ইসলামিক ওয়ার্ল্ড (FUIW) এবং কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিজ (ACU) ইত্যাদির মতো মর্যাদাপূর্ণ সংস্থাগুলির সদস্যপদ অর্জনে সফল হয়েছে।

আইআইইউসি সম্প্রতি IEEE এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে এবং বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের অধীনে IEEE শাখা (পুরুষ ও মহিলা) খুলতে সফল হয়েছে। আইআইইউসি-তে ব্রিটিশ কাউন্সিল স্যাটেলাইট লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিসিই, সিএসই এবং ইইই-এর স্নাতক প্রোগ্রামগুলি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনিক্যাল এডুকেশনের জন্য বোর্ড অফ অ্যাক্রিডিটেশন (BAETE) দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে এবং ফার্মেসি প্রোগ্রাম বাংলাদেশ ফার্মাসি কাউন্সিল দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন: আইআইইউসি শিক্ষা, নৈতিকতা, জ্ঞানের ইসলামিকরণ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ১৪টি আন্তর্জাতিক সম্মেলন সফলভাবে আয়োজন করেছে।

বিদেশী সহযোগিতা এবং সমঝোতা স্মারক:

আইআইইউসি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীন, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, কেএসএ সহ বিভিন্ন দেশের ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আনুষ্ঠানিক একাডেমিক সহযোগিতা চুক্তি, সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে।

আই আই ইউ সি-এর নবগঠিত বিওটি এবং এর যুগান্তকারী পদক্ষেপ:

বিওটি, তার স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে একাডেমিক এবং অবকাঠামোগত উভয় স্তরেই শক্তিশালী করার জন্য যুগোপযোগী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি হল:

- গবেষণা ও প্রকাশনাকে শক্তিশালী করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে
- বিশ্বের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একাডেমিক সহযোগিতা চালু করা হয়েছে
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিদেশী বৃত্তি ব্যবস্থা করা হয়েছে
- সরকারি তহবিল দ্বারা ক্যাম্পাসে রাস্তার উল্লেখযোগ্য উন্নতি করা হয়েছে
- ৫নং একাডেমিক বিল্ডিংয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে
- মহিলা একাডেমিক জোনে আইন বিভাগের জন্য ভবন নির্মাণ
- একাডেমিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দাতা থেকে অনুদান সংগ্রহ
- আইটি ল্যাবরেটরির উন্নয়নের জন্য আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক অনুদান
- হতাশাজনক কোভিড পরিস্থিতির পরেও সমস্ত এমপ্লয়ীদের জন্য ২০শতাংশ মহার্ঘ ভাতা
- "বঙ্গবন্ধু রিসার্চ সেন্টার ফর ইসলাম অ্যান্ড ইন্টারলিজিয়াস ডায়ালগ" (BRCIID) নামে একটি বিশেষ গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা
- কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে "মুজিব কর্নার" স্থাপন
- আই আই ইউ সি ট্রেন স্টেশনের জন্য নেওয়া প্রচেষ্টা
- বিশ্বের উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

ওয়েবসাইট:
http://www.iiuc.ac.bd/
অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ:
https://www.facebook.com/iiuc.ac.bd

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আইআইইউসি

আইআইইউসি প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা

প্রফেসর ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ

মরহুম মাওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর স্বপ্ন ছিল চট্টগ্রামে একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। ধর্মপ্রাণ বৃহত্তর চট্টগ্রামবাসীও আশা করেছিলেন চট্টগ্রামে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। অন্যদিকে আশির দশকের শুরুতে মক্কায় ওআইসির সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ৩টি পৃথক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। কিন্তু মালয়েশিয়া ও ইসলামাবাদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলেও বাংলাদেশে নানা কারণে সেই সময় ওআইসির পরিকল্পনা অনুযায়ী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গাজীপুরে যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটিও বাংলাদেশের একপ্রান্তে কুষ্টিয়াতে স্থানান্তর করাতে সবার স্বপ্ন হোঁচট খায়। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, আলেম ওলামা ও সমাজকর্মীগণ তখন থেকেই মনে প্রাণে কামনা করছিলেন মালয়েশিয়ার মতো একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার।

আশির দশকের শেষের দিকে আমি সৌদি আরবে কর্মরত এবং বর্তমান বোর্ড অব ট্রাষ্টিজের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী চট্টগ্রাম দারুল মা'আরিফ আল ইসলামীয়াতে শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকা অবস্থায় এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন সময় ফোনে কথা হয়। কথোপকথনে চট্টগ্রামবাসীর লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়নে কোন উদ্যোগ নেয়া যায় কিনা এসব বিষয়ে আলাপ হয়। দু'জনেই একমত হই যে, দেশী বিদেশীদের সমন্বয়ে এ বিষয়টিকে বাস্তব রূপ দেয়া গেলে মুসলিম উম্মাহ সহ চট্টগ্রামবাসী উপকৃত হতো। একই সময় চট্টগ্রামের আরো অনেকে একই ধরণের চিন্তা করছিলেন বলে জানা যায় কিন্তু সবার চিন্তা এক জায়গায় করে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি তখনো। পরবর্তীতে নব্বই দশকের শুরুর দিকে ওআইসির মডেল অনুসরণ করে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চিন্তা মাথায় রেখে ঢাকা IIRO অফিসে এবং চট্টগ্রাম শহরের বায়তুশ শরফে, স্টেশন রোডে হোটেল মিসকাহতে কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সে সব বৈঠকে আমরা ২জন ছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, আলেম ও সমাজসেবক উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (প্রস্তাবিত

১৯৯১ সালে চট্টগ্রাম থেকে বিশিষ্ট সমাজকর্মী জনাব আলহাজ মুহাম্মদ বদিউল আলিম সৌদি আরব সফর করেন। চট্টগ্রাম মীরসরাইয়ের অধিবাসী মাওলানা সাইফুল্লাহ মক্কায় ওয়ামীতে চাকরী করতেন। তিনি জনাব আলহাজ মুহাম্মদ বদিউল আলিমকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। জনাব আলহাজ মুহাম্মদ বদিউল আলিম তখন চট্টগ্রামের স্বনামধন্য একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছিলেন। উনাকে সহযোগিতা করার জন্য জনাব সাইফুল্লাহ আমাকে অনুরোধ করেন। সে সুবাদে উনাকে সৌদি আরবের বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল ও বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলারদের সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিই এবং উনার উপস্থিতিতে আমি বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্বশীলদেরকে বাংলাদেশে একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করি। সংস্থার দায়িত্বশীলদের আগ্রহ দেখে আশ্বস্ত হয়ে জনাব আলহাজ মুহাম্মদ বদিউল আলিম দীর্ঘ একমাস পর বাংলাদেশে চলে আসেন এবং বাংলাদেশে একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করতে থাকেন।

ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের একটি অনুষ্ঠানে সৌদি আরবের বিশিষ্ট ৩ জন স্কলার ও দা'ঈ যথাক্রমে প্রফেসর ড. সাঈদ বিন মিসফর, ড.

আবদুল্লাহ আবদুর রশিদ সহ তিন সৌদি মেহমানকে নিয়ে আমি বাংলাদেশ সফর করি। আমি সহ সৌদি আরবের ঐ তিনজন মেহমান ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের ঘরবাড়ি নির্মাণসহ বিভিন্ন সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সফর শেষে সৌদি আরব যাওয়ার প্রাক্কালে একটি বৈঠকে উনারা চট্টগ্রামে একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একটি আধুনিক মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। উনাদের আগ্রহ ও প্রতিশ্রুতির আলোকে জনাব আলহাজ মুহাম্মদ বদিউল আলিম চট্টগ্রামের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুরব্বী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বায়তুশ শরফের তৎকালীন পীর সাহেব মরহুম শাহ মাওলানা আবদুল জব্বার (রাহঃ) এর সভাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন করেন। সভায় যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইত্যবসরে ১৯৯২ সালে জাতীয় সংসদে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটি বিল পাশ হয়। জাতীয় সংসদে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিল পাশ হওয়ায় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। সাথে সাথে ১৯৯২ সালে জনাব আলহাজ মুহাম্মদ বদিউল আলিম ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান সাহেব আবার সৌদি আরব সফর করেন। উনাদের দু'জনকে নিয়ে ড. আবদুল্লাহ আবদুর রশিদ সহ আমি IIRO এর তৎকালীন মক্কা অফিসের প্রধান প্রফেসর ড. আহমদ বিন নাফেয় আল মুরঈ এর সাথে সাক্ষাত করি। প্রফেসর ড. আহমদ বিন নাফেয় আল মুরঈ চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে আমাদেরকে সাধুবাদ জানান এবং সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। IIRO এর জেদ্দা হেড অফিসে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও বিশ্ববিদ্যালয়কে কিভাবে IIRO এর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করা যায় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। ঐ সভায় ট্যাকনিক্যাল ও আর্থিক বিষয়ে একটি প্রস্তাবনাও দেয়া হয়। সে বিষয়ে প্রায় ১ বছর আলোচনা হয় এবং IIRO এর সাথে চিঠি আদান প্রদান করা হয়। কিন্তু আইনী জটিলতার কারণে সে প্রস্তাবনা বেশী দূর এগোতে পারেনি।

অন্যদিকে বায়তুশ শরফের তৎকালীন পীর সাহেব মরহুম শাহ মাওলানা আবদুল জব্বারের উৎসাহের একটুও কমতি ছিল না। এরই ধারাবাহিকতায় ১৫.০৯. ১৯৯২ তারিখে বায়তুশ শরফের পীর সাহেব মরহুম মাওলানা আবদুল জব্বার (রাহঃ) কে আহবায়ক এবং জনাব আলহাজ মুহাম্মদ বদিউল আলিমকে সেক্রেটারী, অধ্যাপক এ.এ. রেজাউল করিম চৌধুরী ও প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান সহ চট্টগ্রামের শিক্ষাবিদ ও জনহিতৈষী ব্যক্তি নিয়ে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। কমিটি গঠনের পর একটি সভা আহবান করা হয় এবং ১৯৯২ সালে বায়তুশ শরফের পীর সাহেবের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণের কথা উঠে। সভায় উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়" চট্টগ্রাম নামকরণের ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রফেসর এ.এ. রেজাউল করিম চৌধুরীকে আহবায়ক করে একটি একাডেমিক কমিটি গঠন করা হয়। প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খাঁন, প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ ও প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমানও উক্ত কমিটির সদস্য ছিলেন।

অন্যদিকে প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমানকে আহবায়ক করে সিলেবাস কমিটি করা হয়। উক্ত কমিটি কুরানিক সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স ও বিবিএ এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে পুরোদমে কাজ শুরু করেন। উল্লেখ্য,বিওটি'র বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড.

আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভীর নেতৃত্বে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে কুরানিক সায়েন্স এর সিলেবাস প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয় । এর পরে ১৯৯৩ সালে জনাব আলহাজ মুহাম্মদ বদিউল আলিম ও প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান ইউজিসিতে তিনটি বিভাগের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্য আবেদন করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালে প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান কে প্রজেক্ট ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়, যা ১৯৯৭ সন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম সরকারী অনুমতি লাভের পর নামের সামঞ্জস্যতার কারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার পক্ষ থেকে আপত্তি করা হয়। ফলশ্রুতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নাম পরিবর্তনের জন্যে পরামর্শ দেয়। এরপর নামের পূর্বে আন্তর্জাতিক শব্দ জুড়ে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করা হয়।

১৯৯২ সালে যে তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল সেই দিনই তথা ০১.০৬.১৯৯২ তারিখে আলহাজ মুহাম্মদ বদিউল আলিমকে আহবায়ক করে একটি সাইট নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়। তিনি কমিটির সদস্যদের নিয়ে নাসিরাবাদ, হাটহাজারী, আনোয়ারা দেয়াং পাহাড় পরিদর্শন করেন। দীর্ঘ ২২ মাস যাবত চেষ্টা করার পরও ঐ কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারায় দাতারা বিরক্তি প্রকাশ করেন। অবশেষে ২১ এপ্রিল ১৯৯৪ সনে স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হয় কমিটি। অর্থাৎ চট্টগ্রাম শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে কুমিরায় স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়।

ইউজিসিতে আবেদনের পর জনাব আলহাজ মুহাম্মদ বদিউল আলিম ও প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান আর্থিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলেন। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পদযাত্রায় আর্থিক সমস্যা নিয়ে আমার সাথে টেলিফোনে জনাব আলহাজ মুহাম্মদ বদিউল আলিমের সাথে কথা হয় এবং জনাব আলহাজ মুহাম্মদ বদিউল আলিম ও প্রসেফর ড. মোহাম্মদ লোকমান আবার সৌদি আরব আসার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ঐ সময় IIRO এর তৎকালীন প্রধান প্রফেসর ড. আহমদ বিন নাফেয় আল মুরঈ এর মাধ্যমে বর্তমান সাধারণ পরিষদের প্রধান প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ আল মুসলেহ এর সাথে পরিচয় হয়। তিনি IIRO এর শিক্ষা ও দাওয়াহ বিভাগের প্রধান ছিলেন। আমি সে সূত্র ধরে প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ আল মুসলেহ সাহেবকে ফোন করি। তিনি আমাকে সৌদি আরবের আবাহা'তে সরাসরি সাক্ষাত করতে বলেন। আমি কাল বিলম্ব না করে আবাহা'তে গিয়ে উনার সাথে সাক্ষাত করি এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয় তুলে ধরি এবং জনাব আলহাজ মুহাম্মদ বদিউল আলিম ও প্রফেসর ড. লোকমান সাহেবদের সৌদি আরবে আসার ইচ্ছার কথা জানাই। উনি আগ্রহ সহকারে সবকিছু শুনলেন এবং আমার উপস্থিতিতে চট্টগ্রাম থেকে উনাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। ১৯৯৩ সালের হজ্জের সময়ে জনাব আলহাজ বদিউল আলিম ও প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান সৌদি আরব পৌঁছার পর আমরা তিনজন প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ আল মুসলেহসহ সৌদি আরবের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সাথে সাক্ষাত করি এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা করি ও সহযোগিতা কামনা করি। উনারা সকলেই সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এর পরে উনারা সৌদি আরব থেকে ফিরে বায়তুশ শরফের তৎকালীন পীর সাহেব মরহুম শাহ মাওলানা আবদুল জব্বার (রাহ:) এর

সভাপতিত্বে আরেকটি সভা আহবান করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সৌদি আরবে যাদের সাথে সাক্ষাত হয়েছে তাদের সহযোগিতা ও আগ্রহের কথা অবহিত করেন। ইতোমধ্যে ১৯৯৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসির অনুমোদন লাভ করে। এর পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদনের আগ পর্যন্ত একটি আরবী ভাষা কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৯৪ সালে এই কোর্সের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন সে সময়ের এতদঞ্চলে আরবীতে অত্যন্ত দক্ষ ও স্বনামখ্যাত শিক্ষক আল্লামা সুলতান জওক নদভী, প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী, ড. আবু উমর ফারুক আহমেদ এবং মাওলানা মুনিরুল মান্নান। এই আরবী ভাষা কোর্সের সিলেবাসও অত্যন্ত সুন্দর ও সুনিপুণভাবে প্রণয়ন করেন প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী। উনারা অল্প দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরবী ভাষা কোর্স শিক্ষার ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এরিমধ্যে ১১.০২.১৯৯৫ তারিখে কুরানিক সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স ও বিবিএ বিভাগের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসসহ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাভ করে।

উল্লেখ্য যে, সৌদি আরবের মক্কা মুকার্‌রামার হেরেম শরীফের প্রধান ইমাম, সাবেক স্পীকার ও প্রধান বিচারপতি প্রফেসর ড. সালেহ বিন হুমাইদ এর বাসায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয়। এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. আবদুর রজ্জাক আহমদ জফর, শায়খ সাঈদ বিন মিসফর, ড. আবদুল আজীজ আল হুমাইদি, প্রফেসর ড. আহমদ আল মুরঈ, প্রফেসর ড. নাসের আল মায়মান, প্রফেসর ড. আহমদ আবদুল লতিফ, ড. আবদুল্লাহ আবদুর রশিদ। সভায় সকলে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে সভায় বিশদ আলোচনা করা হয় এবং সভার পক্ষ থেকে আমাকে জনাব বদিউল আলিমের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে সার্বিক বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে অনুরোধ করা হয়।

এরপর আমি রিয়াদে গিয়ে সৌদি পার্লামেন্টের সাবেক ডেপুটি স্পীকার ও আইআইইউসির সাধারণ পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ ওমর নসীফের সাথে সাক্ষাত করি এবং উনাকে বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টের সদস্য হতে প্রস্তাব পেশ করি। তখন তিনি এমন মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ট্রাস্টের সদস্য হতে রাজি হয়ে গেলেন। এর পরে আমি এবং প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী শায়খ সালেহ বিন হুমায়দ এর বাসায় যাই এবং ট্রাস্টের সদস্য হতে প্রস্তাব দিই। তিনিও সাথে সাথে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সম্মতি প্রদান করেন।

সবাই অত্যন্ত আনন্দের সাথে এ প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতার হাত বাড়ান। ইতোমধ্যে প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ মুসলেহ সাহেব IIRO এর দাওয়াহ ও শিক্ষা বিভাগ থেকে বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি ঢাকায় IIRO অফিসে বাছাই করা ২২০ জন আলেমদেরকে দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োগ দেন। তিনি সৌদি আরব ফেরত যাওয়ার পর আমাকে IIRO এর তত্ত্বাবধানে দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের কাজে যোগদান করতে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন। তখন আমি অন্য একটি সংস্থায় চাকুরি করতাম। এ সময় আমি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্টের সদস্য হিসেবে সভায় উপস্থিত থাকতাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতার জন্য বিদেশে কাজ করতাম। ঐ সময় প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী যখন ঢাকায় আসতেন, IIRO এর ঢাকা অফিসে আসতেন এবং উনার সাথে বহুবার সাক্ষাৎ ও এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা হয়। তিনি আমাকে আইআইইউসিতে পূর্ণাঙ্গভাবে চলে আসার জন্য প্রস্তাব দেন এবং বলেন আপনি যদি আইআইইউসিতে পুরোদমে যোগদান করেন তাহলে দু'জনে মিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে মধ্যপ্রাচ্য সহ বিদেশে অনেক কাজ করা যাবে। আমি বর্তমান সাধারণ পষিদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ মুসলেহ সাহেবের সাথে পরামর্শ করি এবং উনার সম্মতিক্রমে IIRO এর চাকুরী থেকে অব্যাহতি নিয়ে ১৯৯৮ সালে আইআইইউসিতে পূর্ণাঙ্গভাবে যোগদান করি। ঐ সময় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ছিলেন প্রফেসর ড. আবদুর রজ্জাক আহমদ জফর ও ট্রাস্টের সেক্রেটারী ছিলেন আলহাজ মুহাম্মদ বদিউল আলিম। আমাকে এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। নিয়োগ পাওয়ার পর পরই ওমরা করতে সৌদি আরব গমন করি। সেখানে কুয়েতের সাবেক মন্ত্রী এবং International Islamic Charitable Organization (IICO) প্রধান শায়খ ইউসুফ জাসেম আল হাজ্জী এর সাথে যোগাযোগ করি। আমি উনাকে International Islamic Charitable Organization (IICO) এর কুয়েতস্থ অফিসে ট্রাস্টের সভা করতে আলোচনা করি। উনি তা সাদরে গ্রহণ করেন।

ঐ মিটিংয়ে যোগদান করতে বাংলাদেশ থেকে বর্তমান বিওটি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী, আলহাজ মুহাম্মদ বদিউল আলিম, ইঞ্জিনিয়ার শাহেদ কুয়েত গমন করেন। সৌদি আরব থেকে আমি সহ প্রফেসর ড. আবদুর রজ্জাক আহমদ জফর, ড. আবদুল আজীজ আল হুমায়দি, ড. নাসের আল মায়মান, ড. শায়খ সাঈদ বিন মিসফর, ড. আহমদ আবদুল লতিফ, ড. আবদুল্লাহ আবদুর রশিদ কুয়েতে ট্রাস্টের মিটিংয়ে যোগদান করি। বিদেশে আইআইইউসি ট্রাস্টের এটিই প্রথম বৈঠক। এই বৈঠকে কুয়েত থেকে প্রফেসর ড. আদেল ফালাহ, শায়খ নাদের নূরী, শায়খ আবদুল্লাহ আলী আল মুতাওয়াহ, ড. হামাদ ফালেহ আর রশীদসহ আরো কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বিওটি'র বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভীর সাথে কুয়েতের উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের আগে থেকে সম্পর্ক ছিল বিধায় আইআইইউসির উন্নয়ন কাজের ক্ষেত্র বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং সবার সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া যায়।

বিদেশের মাটিতে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্টের প্রথম সভা কুয়েতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আইআইইউসির ব্যাংক জামানতের ১ কোটি টাকা ব্যবস্থা হয়। এ ছাড়া দেশী বিদেশী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য এশিয়া মুসলিম কমিটির পক্ষ থেকে স্কলারশীপের ব্যবস্থা হয়। আর এ মিটিংয়ের মাধ্যমে কুয়েত থেকে সাহায্য লাভের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ সভা অনুষ্ঠিত হবার পরপরই কুয়েতের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক চেরিটেবল অর্গানাইজেশন এর চেয়ারম্যান মরহুম শায়খ ইউসুফ জাসেম আল হাজ্জী ট্রাস্ট সদস্য হবার ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করেন। তিনি ছাড়াও কুয়েতের প্রখ্যাত দানবীর শায়খ আবদুল্লাহ আলী মুতাওয়া, ওয়াকফ ও ধর্মমন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব ড. আদেল আবদুল্লাহ আল ফালাহ ও নাদের আবদুল আজিজ নূরী সম্মতি প্রদান করেন। উক্ত মিটিংয়ের সূত্র ধরে কুয়েতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বড় বড় কয়েকটি প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়।

এর পরবর্তী বৎসর প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভী সাহেবের নেতৃত্বে কাতারে সরকারী মেহমান হিসেবে সফর করা হয় এবং কাতার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আতিথেয়তার ব্যবস্থা করা হয়। সেই সফরে কাতার সরকারের পক্ষ থেকে কাতার সেন্ট্রাল লাইব্রেরী প্রজেক্ট অনুমোদন লাভ করে। এ প্রজেক্ট অনুমোদনের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন কাতার ইসলামিক এ্যাফেয়ার্সের তৎকালীন ডাইরেক্টর জেনারেল ড. খলিফা জাসেম আল কাওয়ারী। এরপর কাতার চ্যারিটির প্রধান শায়খ আবদুল্লাহ দাব্বাগের সাথে সাক্ষাত হয় এবং তিনি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সহযোগিতা প্রদান করেন।রাতে উনার বাসায় হারাম শরীফের প্রধান ইমাম প্রফেসর ড. সালেহ বিন হুমায়দসহ সবাইকে দাওয়াত করা হয় এবং সেখানে আইআইইউসির বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সকলে আইআইইউসিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

পরবর্তী বৎসর প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভীর নেতৃত্বে আরব আমীরাত সফর করা হয়। সেই সফরে শায়খ যায়েদ ফাউন্ডেশনের নেতৃবর্গের সাথে সাক্ষাত করা হয়। এই সফরে শায়খ যায়েদ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সায়েন্স ফ্যাকাল্টি ভবন অনুমোদিত হয়। উক্ত সফরে শারজাহ চ্যারিটি হাউজের চেয়ারম্যান এর সাথে মিটিং হয়। আর সেই বৈঠকে বিজনেস ফ্যাকাল্টি ভবনের অনুমোদন পাওয়া যায়। শায়খ যায়েদ ফাউন্ডেশনের বর্তমান উপদেষ্টা জনাব আতীক আহমদ আল মুহাইরীর সাথে বৈঠক হয়। তার সহযোগিতায় ল'ফ্যাকাল্টি ভবন নির্মিত হয়।

উল্লেখ্য, মালদ্বীপের একটি সফরে প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভীর নেতৃত্বে মালদ্বীপের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল কাইয়ূমের সাথে আইআইইউসির একটি টিম সৌজন্য সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে আইআইইউসি ট্রাস্টের সদস্য হবার প্রস্তাব করলে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন। সেই টিমে আইআইইউসির সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর মরহুম প্রফেসর মোহাম্মদ আলী ও ট্রাস্টের তৎকালীন সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ বদিউল আলিমও ছিলেন।

১৯৯৯ সালে প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী'র নেতৃত্বে আইআইইউসির একটি টিম ভারত সফর করেন। সফরকারী টিমের সদস্য আরো ছিলেন আলহাজ মুহাম্মদ বদিউল আলিম, প্রফেসর ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ ও কক্সবাজার আদর্শ বালিকা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী। উক্ত সফরে নদওয়াতুল উলামা লাখনৌর রেক্টর বিশ্ব বরেণ্য আলেমে দ্বীন আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভীর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি সফরকারী টিমের সদস্যদের আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তাজকিয়া প্রদান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু থেকে প্রতিষ্ঠার জন্যে যাঁরা নানাভাবে ভূমিকা রেখে আসছিলেন তাঁদের উদ্যোক্তা সদস্য হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত হয়। এ পর্যন্ত যাদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা ছাড়াও উদ্যোক্তা সদস্যদের মধ্যে বিশিষ্ট সমাজসেবক মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী, জনাব মুহাম্মদ নুরুল্লাহ'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন ডিভিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা ও দেখাশুনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। উদ্যোক্তা সদস্যদের অধিকাংশই ইন্তেকাল করেছেন। তাঁদের আল্লাহ রাব্বুল আলমীন জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করে নিন। আমীন।

পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সুবিধার্থে ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স তথা বিদেশ বিভাগের কাজকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। কুয়েত, কাতার, আরব আমীরাতের কাজগুলো দেখাশুনা করতেন বর্তমান বিওটি'র চেয়ারম্যান ও তৎকালীন বিদেশ বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী। আর সৌদি আরব, বাহরাইন, ওমান এর কাজ দেখাশুনার দায়িত্ব ছিল আমার উপর।এ ছাড়াও প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভী ইউরোপ, আমেরিকা, সাউথ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশও সফর করেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করার ব্যবস্থা করেন। তন্মধ্যে যুক্তরাজ্যের লেস্টার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মার্কফিল্ড ও ল্যাফবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করা হয় এবং ল্যাবের জন্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কম্পিউটার সহযোগিতা করেন। আর আমেরিকার পোর্টল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করা হয়। প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভীর নেতৃত্বে পরিচালিত দেশগুলোর মধ্যে কুয়েত ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সেন্ট্রাল অডিটোরিয়াম ভবন এবং কুয়েত পাবলিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সেন্ট্রাল জামে মসজিদ প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হয়।কুয়েতের ইসলামিক হ্যারিটেজ সোসাইটির চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার তারেক ইসার সাথে সাক্ষাত হয়। সেই সংস্থার মাধ্যমে ২টি বিল্ডিং অনুমোদন হয়। একটি একাডেমিক ভবন বর্তমান সিএসই ভবন এবং আরেকটি হল শিক্ষক ডরমিটরি।

আরো উল্লেখ থাকে যে, প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভীর নেতৃত্বে প্রতি বছর ২বার বিদেশ সফর কর্মসূচী পালিত হত। বিশেষ করে কুয়েত, কাতার, আরব আমীরাত ও অন্যান্য দেশে সফর করা হত। সেখানে উল্লেখযোগ্য ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচী ও গরীব মেধাবী ছাত্রদের জন্য স্কলারশীপের ব্যবস্থা করা হত। অন্যদিকে সউদি আরব, ওমান, বাহরাইন ও তুরস্কে একটি টীম আমার নেতৃত্বে প্রতি বছর সফর করা হত। উল্লেখ্য যে, আমি এবং বিওটির বর্তমান চেয়ারম্যান যৌথভাবে মাঝে মধ্যে একসাথে উপরোল্লিখিত দেশগুলোতে সফর করে থাকি। এই সফর গুলোতে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা পাওয়া যায়।

১৯৯৮ সালে পূর্ণকালীনভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পর আমি সউদি আরব সফর করি। সেই সফরে সর্বপ্রথম একটি সংস্থার পক্ষ থেকে ১ম একাডেমিক ভবনের জন্য অনুদান পাওয়া যায়। সে সফরে পরবর্তীতে প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী ফোনে খবর জানান, ওআইসি'র ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ডের একটি মিটিং হবে। সে মিটিংয়ে ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ডের চেয়ারম্যানশায়খ নাসের হামদান আল জাআবী উপস্থিত থাকবেন। এ'খবর জানার পর সে সময়ের আইআইইউসিটি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবদুর রজ্জাক আহমদ জফরসহ শেখ নাসের হামদাদ আল জাআবীর সাথে সাক্ষাত করি এবং সে সময় তিনি জেদ্দার হোটেল আল সালাম এ অবস্থান করছিলেন এবং আমাদের পক্ষ থেকে একটি বিল্ডিংয়ের জন্যে সহযোগিতা করার প্রস্তাব করা হয়। একদিন পরেই তিনি মিটিংয়ে একটি একাডেমিক ভবনের অনুমোদন দেন। ওআইসি ইসলামী সলিডারিটি ফান্ডের পক্ষ থেকে একটি একাডেমিক ভবনের জন্য অনুদান লাভ করা হয়। ওআইসি এর উক্ত ফান্ড থেকে আরো একটি ছাত্রী হলের অনুমোদন পাওয়া যায়। আর ১৯৯৮সালের মাঝামাঝি সময়ে কুমিরা স্থায়ী ক্যাম্পাসে সর্বপ্রথম এ ভবনগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। আরো একটি সফরে রিয়াদ ওয়ামীর হেড অফিসে ওয়ামীর সেক্রেটারী জেনারেল ড. মানে হাম্মাদ আল জুহানীর নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ আরো কয়েকজন ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান বিওটি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী। এ সংস্থা গরীব ও মেধাবী ১০০ জন ছাত্রের স্কলারশীপ মঞ্জুর করেন। আরো অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানেও সম্মত হন এবং তিনি আইআইইউসি ট্রাস্টের সদস্যপদ লাভে সম্মতি প্রদান করেন।

এরপর জেদ্দা ইকরা চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের এডুকেশন কামিটির প্রধান প্রফেসর ড. এওয়াজ আল সুবাইতির সাথে বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে ল্যাংগুয়েজ ভবনের জন্য অনুদান মঞ্জুর করা হয়। আর গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য স্কলারশীপ মঞ্জুর করা হয়। সউদি আরবের আরেকটি সংস্থা থেকে শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষার জন্য স্কলারশীপ অনুমোদন করা হয়। উক্ত সংস্থা কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের জন্য ৪০টি কম্পিউটার দিয়ে সর্বপ্রথম ল্যাব প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান করে। জেদ্দার যে সংস্থা ১ম একাডেমিক ভবন মঞ্জুর করেছিল তাদের পক্ষ থেকে আরো একটি একাডেমিক ভবন (ফার্মেসী ভবন) এর অনুদান প্রদান করা হয়।

সৌদি আরবের জনৈক দানশীল ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি ছাত্রী হোস্টেলের জন্য অনুদান লাভ করা হয়। যা বর্তমানে ছাত্রী একাডেমিক ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর ক্যাম্পাসে আরো একটি ছাত্র হোস্টেলের জন্য অনুদান পাওয়া যায়। কুয়েতের পাবলিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে একটি ছাত্র হোস্টেলের ২য় তলার অনুদান পাওয়া যায়।

আরেকটি সফরে ওমানের গ্র্যান্ড মুফতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করা হয়। সেখানে আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাত হয়। সেখান থেকেও একটি ছাত্র হলের ফান্ডের অনুমোদন পাওয়া যায়। এছাড়াও আরো অন্যান্য সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া যায়।

বাহরাইন থেকে শিক্ষকদের স্কলারশীপ বাবদ এবং গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের স্কলারশীপ বাবদ উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা পাওয়া যায়।

২০০৭ সালে সৌদি আরবের আরেকটি সফরে সৌদি পার্লামেন্টের সাবেক ডেপুটি স্পীকার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্টের সাধারণ পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ ওমর নসিফের নেতৃত্বে আইআইইউসি ট্রাস্ট সাধারণ পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ মুসলেহ, আইআইইউসির সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এ.কে.এম আজহারুল ইসলাম এবং আমি সৌদি আরবের আইডিবির সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. আহমদ মোহাম্মদ আলীর সাথে সাক্ষাত করি। সাক্ষাতে আইআইইউসির গরীব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশীপের জন্যে একটি প্রকল্পের প্রস্তাব করি। সাথে সাথে ঐ মিটিংয়েই সহজ শর্তে ৩০ কোটি টাকার লোনের মাধ্যমে একটি ১৫ তলা বিশিষ্ট ভবনের অনুমোদন দেন। যার ইনকাম শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গরীব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশীপ ও দাতব্য কার্যক্রম বাবদ ব্যয় হবে মর্মে আইডিবির পক্ষ থেকে সভায় সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। ২০১১ সালে নির্মিত আইআইইউসি টাওয়ার, যা বর্তমানে আগ্রাবাদে সবচেয়ে আধুনিক ও সৌন্দর্যমন্ডিত একটি বাণিজ্যিক টাওয়ার।

আইআইইউসি টিম কয়েকবার তুরস্ক সফর করেন। সেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের সাথে মিটিং হয়। চারটি স্বনামখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে MoU করা হয়। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা থেকে গরীব মেধাবীদের স্কলারশীপ সহ আরো অন্যান্য সহযোগিতা পাওয়া যায়। তুরস্কের একটি সংস্থার মাধ্যমে আইআইইউসি স্কুল এন্ড কলেজের একটি প্রজেক্ট প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আইআইইউসির অপর একটি টিম চীন সফর করেন। সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে MoU করা হয় এবং বিভিন্ন মুসলিম কমিউনিটির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করা হয়। ঐ সব প্রতিষ্ঠান থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ছাত্র/ছাত্রী লেখাপড়া করার জন্য আইআইইউসিতে আগমন করে। তাদের জন্য স্কলারশীপের ব্যবস্থা করা হয়।

ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপে আইআইইউসির একটি টিম সফর করে। সেখান থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ছাত্র/ছাত্রী আইআইইউসি-তে অধ্যয়ন করার জন্য আসে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সূচনার তারিখ:

১. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কর্তৃক সুপারিশ পত্র লাভ-১৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ ইং

২. শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমিত পত্র লাভ-১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ ইংরেজি

৩. প্রথম ভর্তি পরীক্ষা-২৪ জুন, ১৯৯৫ ইংরেজি

৪. প্রথম ক্লাস শুরু-১ আগস্ট, ১৯৯৫ ইংরেজি

৫. কুরানিক সায়েন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ- ক্লাস শুরু- ১লা আগস্ট, ১৯৯৫

৬. কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (CSE)-১লা আগষ্ট, ১৯৯৫

৭. ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ)- ১লা আগস্ট, ১৯৯৫

৮. দাওয়াহ এন্ড ইসলামীক স্টাডিজ (DIS)-অটাম সেমিস্টার, ১৯৯৮ ইংরেজি

৯. এক্সিকিউটিভ এমবিএ (EMBA)- সামার, ১৯৯৮ ইংরেজি

১০. কম্পিউটার এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (CCE)- স্পিং সেমিস্টার, ১৯৯৯ ইংরেজি

১১. স্থায়ী ক্যাম্পাসে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন-১৭ মার্চ, ১৯৯৯ ইংরেজি

১২. ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ এন্ড লিটারেচার (ELL)-অটাম সেমিস্টার, ২০০০ ইংরেজি

১৩. ঢাকা ক্যাম্পাসে ক্লাস শুরু- ১লা জানুয়ারী, ২০০০ ইংরেজি

১৪. এমবিএ (MBA)- স্পিং সেমিস্টার, ২০০১ ইংরেজি

১৫. এম, এ (QSIS)-স্পিং সেমিস্টার, ২০০১ ইংরেজি

যে মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তা অনেকাংশে সফল হতে চলেছে আলহামদুলিল্লাহ। আজ দেশ বিদেশে এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানের সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। হাজার হাজার শিক্ষিত চৌকস গ্র্যাজুয়েট সততা ও দক্ষতার সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো অনেকদূর এগিয়ে নিতে হবে। আইআইইউসিতে প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী, এমপি বরাবরই একজন প্রতিভাবান, সৃজনশীল ও নিবেদিত

প্রাণ শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গবেষণাকর্মে এবং শ্রেণী কক্ষে পাঠদান কাজে তিনি অনন্য। যার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনিই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। যদিও পূর্ববর্তী প্রশাসনের বৈরী মনোভাবের কারণে তাঁকে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়েছিল, তবুও তিনি পাঠদান কার্যক্রম ও গবেষণা কর্ম থেকে কখনোই বিরত থাকেননি। আজকে আইআইইউসি আবার তাঁর নেতৃত্বে হারানো গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরে পেয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে বর্তমান ট্রাস্টিবোর্ড এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজ এটি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়।

বিওটি'র বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা নদভীর গতিশীল নেতৃত্বে আমরা আইআইইউসি'র মিশন ভিশন শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছি। বিশেষত: বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্ন থেকে প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী এবং আমি মিলে যেভাবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে দেশ হতে দেশান্তরে ছুটেছি, তা নতুন উদ্যমে চলমান রয়েছে। সকলের সহযোগিতায় মাননীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে আমরা আইআইইউসি কে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সেরা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবো ইনশাআল্লাহ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী এমপি'র নেতৃত্বে আইআইইউসি ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হওয়ার পর IIUC তে সরকারী, বেসরকারী ও বিদেশী অনুদানে উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিবরণ:

১. স্বল্প সময়ে বিশ্ববদ্যািলয়ের ভিসি, প্রোভিসি ও ট্রেজারার পদে যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নিয়োগ দান করা হয়েছে যা দেশের অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়েরই নেই।

২. ইউজিসি, শিক্ষামন্ত্রণালয় সহ সরকারী দপ্তর সমূহে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ইমেজ ও আস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

৩. মক্কা মদিনার হারামাইন এর ইমামসহ আরব দেশ সমুহের সরকারী উচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও শিক্ষানুরাগী ২০ জন ব্যক্তিবর্গ আইআইইউসি ট্রাস্ট সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

৪. দেশের সরকারী পর্যায়ে আস্থার সংকট দূরীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৫. ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধু রিসার্চ সেন্টার ও মুজিব কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

৬. দেশের একমাত্র বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে শাটল ট্রেনের সাথে যুক্ত হয়েছে আইআইইউসি এবং আইআইইউসি ট্রেন স্টেশন এর ভিত্তি প্রস্থর ফলক উম্মোচন হয়েছে।

৭. LGED মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ও বাইরের রাস্তা সমূহের কার্পেটিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৮. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইআইইউসির মাঝখানে প্রবাহিত খালকে লেকে পরিণত করে ২৫ কোটি টাকার প্রজেক্ট এর কাজ শুরুর ফাইনাল পর্যায়ে আছে।

৯. ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বিদেশী ব্যাপক স্কলারশীপ আসা শুরু হয়েছে।

১০. আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক থেকে সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ল্যাবের জন্যে ১৩০ টি কম্পিউটার সহযোগিতা পাওয়া যায়।

১১. ওয়ামী থেকে ২০ জন ছাত্রছাত্রীর Full Scholarship ও শরীয়া ফ্যাকাল্টির ছাত্রীদের কম্পিউটার ল্যাবের জন্যে ৩০টি কম্পিউটার সহযোগিতা পাওয়া যায়।

১২. বাংলাদেশের একজন দানবীরের কাছ থেকে একটি ভবনের অনুদান পাওয়া যায়। যেটির নির্মাণ কাজ চলমান

১৩. ফ্রান্সের একটি সংস্থার সহযোগিতায় ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে শরীয়াহ ফ্যাকাল্টি ভবনের কাজ অতি শীঘ্রই শুরু হবে।

১৪. বহদ্দারহাটে একটি ১৫ তলা ওয়াকফ বিল্ডিং এর জন্যে কনসালটেন্ট নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।

১৫. কুয়েতের অনুদানে বহদ্দারহাটে ১০০০ ছাত্রীর জন্যে একটি ছাত্রী হল নির্মাণের জন্যে কনসালটেন্ট নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

১৬. আইআইইউসির অবকাঠামোগত উন্নয়নে ১০ সালা পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রায় ২০০ কোটি টাকার ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ডের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ভাইস চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, আইআইইউসি

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর ২৫ বছর পূর্তি উৎসবে প্রদত্ত অভিভাষণ

প্রফেসর ড. আবু রেজা মোঃ নেজামুদ্দিন নদভী, এমপি
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর।

উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সাধারণ সভার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে সালাম জানাই- আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।

সম্মানিত উপস্থিতি!

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তির এই মহান উৎসবে যোগদান এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজের একাদশ সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনারা যে কষ্ট সহ্য করেছেন তার জন্য আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এই মহা উৎসবে আপনাদের অংশগ্রহণ আমাদের সকলের জন্য আনন্দ ও গর্বের বিষয়। আপনাদের উপস্থিতি এই উৎসবকে আনন্দময় করে তুলেছে। আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন।

প্রিয় অতিথিবৃন্দ!

আমি আপনাদেরকে একটু পেছনে নিয়ে যেতে চাই। আমি আপনাদের সামনে চট্টগ্রাম শহরের গুরুত্ব ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরছি। চট্টগ্রাম একটি ঐতিহাসিক শহর; যার সাথে প্রাচীনকাল থেকে আরবদের দীর্ঘ ইতিহাস এবং সম্পর্কের গভীর শেকড় যুক্ত রয়েছে। এটি এমন একটি বন্দর নগরী যা বঙ্গোপসাগরকে সংযুক্ত করেছে। আরব বণিকরা এখানে আসতো এবং থামতো। আরব থেকে চীনে বাণিজ্যিক যাত্রার সময় তাদের বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে নোঙ্গর করতো।

ঐতিহাসিকরা নিশ্চিত করেছেন যে যখন আরব উপদ্বীপে ইসলামের প্রথম সূর্য উদিত হয় তখনই এই অঞ্চলে ইসলাম প্রবেশ করেছিল। এই শহরটিকে বাংলা অঞ্চলের জন্য ইসলামের প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বলা হয় যে, এই অঞ্চলে আরবদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র ছিল। চট্টগ্রাম শহরের গুরুত্বের কারণে শায়খ মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর মতো এই অঞ্চলের অনেক আলেম, দা'ঈ ইলাল্লাহ, সংস্কারক ও চিন্তাবিদদের হৃদয়ে স্বপ্ন ছিল আন্তর্জাতিক মানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু দীর্ঘদিন এই স্বপ্ন স্বপ্নই ছিল, বাস্তবতার মুখ দেখতে পারেনি।

১৯৯২ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার যখন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নেয় তখন একদল পণ্ডিত, দা'ঈ ইলাল্লাহ ও চিন্তাবিদ মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবেন। যেখানে ইতিহাস ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার সুন্দর সমন্বয় থাকবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা বের হবেন তারা বিশ্বমানের ইসলামিক স্কলার, মুসলিম বিজ্ঞানী ও দা'ঈ ইলাল্লাহ হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত হবেন।

সরকারী অনুমোদন নিয়ে ১৯৯৫ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে মাত্র ৩টি বিভাগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। মহান আল্লাহর প্রশংসা ও অনুগ্রহ যে, এটি এখন দেশের প্রথম সারির অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এটি দেশ-বিদেশের ছাত্র, শিক্ষক, পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবীসহ সকল মহলে সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যালঘুসহ প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে পড়তে আসে। বর্তমানে আইআইইউসিতে ৬টি অনুষদ এবং ১৪টি বিভাগ রয়েছে যেখানে ১২ হাজারের অধিক ছাত্র ছাত্রী দুটি পৃথক ক্যাম্পাসে অধ্যয়ন করছে। ৫০০ জনেরও বেশি শিক্ষকমণ্ডলী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অবদান রাখছেন।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, পূর্ববর্তী প্রশাসন ও এর কর্মকর্তারা প্রশাসনিক ও আর্থিক দুর্নীতির সাথে জড়িত ছিল এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তাদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের প্লাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করেছিল; যার ফলে শিক্ষার মান এবং প্রশাসনিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমতে শুরু করে এবং তাদের গ্রহণযোগ্যতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, করোনা মহামারীর সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দরজা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সাবেক প্রশাসন শিক্ষক, কর্মচারী, শ্রমিকদের বেতন এবং অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করতে পারেনি; এমনকি বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ট্যাক্স, সরকারী ফি ইত্যাদিও পরিশোধ করতে পারেনি।

সর্বনাশ ও পতনের অনিবার্য দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচাতে বর্তমান সরকার হস্তক্ষেপ করে পূর্ববর্তী ট্রাস্টি বোর্ড বিলুপ্ত করে নতুন ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের আদেশ জারি করে। এ বিশেষ কাজটি করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আল্লাহ তার মঙ্গল করুন। বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড আমার সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল; কারণ আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শুরু থেকে যুক্ত ছিলাম। বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে সমাজের খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, দা'ঈ ইলাল্লাহ, চিকিৎসক, জাতীয় সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদসহ দেশের বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বর্গ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

প্রিয় সুধীবৃন্দ!

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার দেশ ও জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়ন, ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে বেশ কিছু কর্মসূচি ও বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন সারা দেশে ৫৬০টি মসজিদ কমপ্লেক্স স্থাপনের প্রকল্প, গবেষণা ও অধ্যয়ন কেন্দ্র, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ইসলামিক স্কুল ও কনফারেন্স হল নির্মাণ ইত্যাদি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং কওমী মাদরাসার দাওরার সনদকে মাস্টার্সের সমমান দিয়ে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদের হৃদয় জয় করেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের প্রতিও মনোযোগ দিয়েছেন। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের যত সমস্যা ছিল তা তিনি দূর করে দিয়েছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য শাটল ট্রেন এবং ক্যাম্পাসে ট্রেন স্টেশন চালু করার অনুমোদন দিয়েছেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছোট ছোট নালাগুলোকে লেকে পরিণত করে সৌন্দর্য্য বর্ধনের প্রকল্পও অনুমোদন করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে তাদের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে।

সুধীজন!

আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার আমাদের রোহিঙ্গা শরণার্থী ভাইদের প্রতি যে সম্মান এবং সহায়তা প্রদান করেছেন তা অবিস্মরণীয়। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ার কারণে এদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেললেও সরকার ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও মানবিকতাবোধকে সমুন্নত রাখতে এই সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ!

গত ২১শে সেপ্টেম্বর ২০২২ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া পাঁচ দফা প্রস্তাব বাস্তবায়নের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। যা নিম্নরূপ:

১. রাখাইন রাজ্যে সহিংসতা এবং জাতিগত নিধন অবিলম্বে এবং নিঃশর্তভাবে বন্ধ করতে হবে।

২. জাতিসংঘের মহাসচিবের অবিলম্বে মিয়ানমারে একটি পরিদর্শন টিম পাঠানো উচিত, যারা সেখানকার সত্য ঘটনাগুলো উদঘাটন করবে।

৩. মায়ানমারে ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে সকল বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষা করতে হবে, এবং জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আরাকানে নিরাপদ এলাকা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪. জোরপূর্বক বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া সকল রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারে তাদের নিজ ভূমিতে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে হবে।

৫. কফি আনান রিপোর্টের সুপারিশ নিঃশর্ত এবং সম্পূর্ণরূপে অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসনে সাহায্য, দাঈ ইলাল্লাদের সাপোর্ট, কুরআনের শিক্ষকদের সার্বিক সহযোগিতাসহ সকল ধরনের মানবিক সহায়তা করে যাচ্ছে।

প্রিয় সম্মানিত ভাইয়েরা!

এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়, বিভিন্ন একাডেমিক বিল্ডিং স্থাপনে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শুভাকাঙ্খী দানশীল ভাই এবং সরকারী-বেসরকারী সমবায় সংস্থাসমূহের কৃতিত্ব রয়েছে। ভ্রাতৃপ্রতিম আরব দেশগুলি থেকে আমরা যাদের থেকে বেশি সহযোগিতা পেয়েছি তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন: আন্তর্জাতিক ইসলামিক দাতব্য সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি শায়খ ইউসুফ জাসেম আল-হাজ্জি

(র.), শেখ আবদুল্লাহ আলী আল-মুতাওয়া, এবং ওয়ার্ল্ড অ্যাসেম্বলি অব ইসলামিক ইয়ুথের প্রাক্তন মহাসচিব বিশিষ্ট শায়খ ড. মানি' হাম্মাদ আল-জুহানি। আল্লাহ তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আরো যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই– তারা হলেন: ড. আবদুল্লাহ ওমর নাসিফ, ড. আব্দুল্লাহ আল-মুসলেহ, সম্মানিত রাষ্ট্রদূত নাসের হামদান আয জায়াবি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত যে সংস্থাগুলি বিশেষভাবে সহায়তা করেছে তন্মধ্যে কুয়েতের ওয়াকফ ও ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রণালয়, কাতারের ওয়াকফ ও ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রণালয়, সৌদি আরবের সুপ্রীম কাউন্সিল অব ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স, শেখ জায়েদ ফাউন্ডেশন, কুয়েত আন্তর্জাতিক ইসলামিক দাতব্য সংস্থা, ওয়ার্ল্ড অ্যাসেম্বলি অব মুসলিম ইয়ুথ, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশন, জেনারেল সেক্রেটারিয়েট কুয়েত এনডোমেন্টস, সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ চ্যারিটেবল হাউস ফাউন্ডেশন এবং ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ড অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশনসহ অন্যান্য বিভিন্ন দাতব্যসংস্থাসমূহ অন্যতম। আল্লাহ তায়ালার কাছে এই সকল ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থাগুলোর জন্য প্রতিদান কামনা করছি।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ!

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ট্রাস্টি বোর্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর। আমরা আমাদের সহযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করেছি:

১. স্থগিত হওয়া একাধিক একাডেমিক প্রোগ্রাম ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের (UGC) অনুমোদন নেওয়া।

২. সরকারী অর্থায়নে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের প্রধান সড়ক ও অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি প্রাইভেট ট্রেন স্টেশন স্থাপন এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শাটল ট্রেন পরিচালনার জন্য সরকারের অনুমোদন।

৪. বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিদ্যমান চুক্তিগুলি নবায়ন করা।

৫. জ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও অধ্যয়নের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বৃদ্ধি করা। বই লেখা ও সেগুলি প্রকাশ করা। আরবি ও ইংরেজিতে জার্নাল প্রকাশ করা।

৬. ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি বৃদ্ধি করা।

৭. ওয়ার্ল্ড অ্যাসেম্বলি অব মুসলিম ইয়ুথ এবং স্থানীয় ইসলামিক ব্যাংক অব আরাফার অর্থায়নে দুটি কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা।

৮. ফ্রান্স থেকে জনাব ডিলান দাউদের অর্থায়নে শরীয়াহ অনুষদের একাডেমিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু করা।

৯. কুয়েত অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহরের ক্যাম্পাসে ১৫ তলা আবাসিক ভবনের কাজ শুরু করা।

১০. বাংলাদেশ থেকে নোমান গ্রুপের অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিমেল একাডেমিক জোনে একটি একাডেমিক ভবন স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে অনেক স্থানীয় ব্যবসায়ী বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক ও নৈতিকভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

১১. বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ওয়াকফ প্রকল্পের জন্য আমরা প্রিন্স ড. ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন তুর্কি বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদের কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি পেয়েছি।

১২. ১৫, ৩৬১ জন ছাত্র-ছাত্রীর গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী কনফার্মের জন্য ইতোমধ্যে ৫ম কনভোকেশন প্রোগ্রাম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে শিক্ষা-উপমন্ত্রী জনাব মুহিবুল হাসান নওফেল উপস্থিত ছিলেন। আগামী এক বছরের মধ্যে আরেকটি কনভোকেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

১৩. বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, যা আগের সংখ্যার তিনগুণেরও বেশি।

সুধীমন্ডলী!

কৃতজ্ঞতার দায়বদ্ধতা থেকে এই পর্যায়ে আমি একজন মহান পরোপকারী, কুয়েত আন্তর্জাতিক ইসলামিক দাতব্য সংস্থার সাবেক চেয়ারম্যান, শেখ আবু ইয়াকুব ইউসুফ জাসিম আল-হাজ্জির কথা উল্লেখ করছি। তিনি আমাদের একজন মহান সহযোগী ছিলেন। মৃত্যুর এক বছর আগে আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমি আরো স্মরণ করছি, বিশিষ্ট শায়খ আবদুল্লাহ আলী আল-মুতাওয়া,

বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ড. ইউসুফ আল-কারাদাভী, ওয়ার্ল্ড অ্যাসেম্বলি অফ মুসলিম ইয়ুথ এর সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল ড. মানি' বিন হাম্মাদ আল-জুহানিকে। মহান আল্লাহ তাঁদের সবাইকে ক্ষমা করে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ!

এই বরকতময় মুহূর্তে আমরা খুবই আনন্দিত, কারণ বিশ বছরেরও বেশি সময় পর আমরা আরব ও ইসলামিক দেশ থেকে আমাদের প্রিয় ভাইদের পেয়েছি। তাঁরা আমাদের আনন্দ-বেদনার অংশীদার। আমরা তাদের দ্বিতীয় দেশ। ইসলামের প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম শহরে আমি তাঁদের জন্য কল্যাণ কামনা করছি। আরব ও ইসলামিক দেশ থেকে আমাদের ভাই, বন্ধু এবং প্রিয়জনদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আরও বেশি সাক্ষাতের আশা করছি।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ!

আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টির কার্যভার গ্রহণ করি, তখন এর প্রশাসনিক, একাডেমিক এবং আর্থিক অবস্থা এমন নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় অচল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এ বিষয়ে কিছু তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই:

- প্রাক্তন কর্মকর্তারা প্রশাসনিক ও আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ ও অর্থের অপ-ব্যবহার করেছেন।
- শিক্ষক-কর্মচারীদের এক মাসের বেতন দেয়ার মত যথেষ্ট ফান্ড রিজার্ভে ছিল না।
- তারা ২৯ মাস ধরে শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রোভিডেন্ড ফান্ডের অর্থ প্রদান করেনি।
- তারা শিক্ষকদের বকেয়া পঞ্চাশ কোটি টাকা পরিশোধ করেনি।
- তারা একশ কোটি টাকার সরকারি কর দেয়নি।
- এছাড়াও, তারা পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিলের বড় অঙ্কের টাকা পরিশোধ করেনি।
- তারা বিভিন্ন একাডেমিক প্রোগ্রামের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদন নিতে পারেনি।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন মানের একাডেমিক কার্যক্রমের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করেছিল।
- প্রয়োজনীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ভবন নির্মাণ করতে পারেনি।
- বিদেশী রাষ্ট্রের সহযোগিতা শূন্যে পৌঁছেছিল।

মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া যে, মাত্র এক বছরে আমরা কঠিন সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি এবং শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নত করতে পেরেছি। আমরা প্রচুর সংখ্যক যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করেছি। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের স্প্রিং সেমিস্টারে দুই হাজার পাঁচ শতাধিক পরীক্ষার্থীর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আবেদন থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বাড়ার সাথে সাথে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ!

বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় দুটি বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা হল:

১. মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল এবং ডেন্টাল কলেজ প্রকল্প। দানবীর আবদুল্লাহ আলী আল-মুতাওয়ার অর্থায়নে একটি বৃহৎ দশ তলা ভবন নির্মিত হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এবং তাঁর ছেলেকে এই উত্তম কাজের সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন।

২. চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ওয়াকফ বিল্ডিং প্রকল্প। প্রকল্পটি সৌদি আরবের জেদ্দায় ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় ঋণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। এখান থেকে যা আয় হচ্ছে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে ব্যয় করা হচ্ছে।

সম্মানিত উপস্থিতি!

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলী, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য পরিচালনা ব্যয় মেটানোর জন্য আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন নেই। ছাত্রদের থেকে প্রাপ্ত টিউশন ফি দিয়ে শিক্ষক-স্টাফদের যাবতীয় বেতন মেটানো হচ্ছে। শরীয়াহ অনুষদের শিক্ষর্থীদের থেকে টিউশন ফি নেওয়া হয় না তাদের কাছ থেকে শুধুমাত্র সেমিস্টার ফী ও ভর্তি ফী নেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো একাডেমিক ভবন ও আবাসিক ভবন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিদেশ থেকে আগত সংখ্যালঘু মসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল সুবিধা দেয়া প্রয়োজন। এছাড়াও বিদেশ থেকে স্নাতক ও ডক্টরেট পড়াশোনা শেষ করতে ইচ্ছুক

শিক্ষকমন্ডলীর বৃত্তি দেওয়া প্রয়োজন। এসব কাজের জন্য আমাদের শুভাকাঙ্খী দানশীল ব্যক্তিবর্গ থেকে আরো প্রচুর সাহায্য প্রয়োজন। আশাকরি এ ব্যাপারে আপনারা সু নজর রাখবেন।

প্রিয় ভাইয়েরা!

এখন আমি আপনাদের কাছে অগ্রাধিকার অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যতের জন্য কিছু প্রকল্প এবং প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করছি:

১. বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ প্রয়োজন। বর্তমানে একাডেমিক ভবনে অস্থায়ীভাবে প্রশাসনিক কাজ চলছে ।

২. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং শরীয়াহ অনুষদের জন্য বিল্ডিং তৈরি করা। আইআইইউসি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রজেক্টটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখান থেকেই অনেক ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। আমরা সুন্দর-মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে আন্তর্জাতিক মানের একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

৩. ইউনিভার্সিটি রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন সেন্টার তৈরি করা। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় কাজগুলির মধ্যে একটি হল গবেষণা করা এবং গবেষণামূলক বই লেখা ও প্রকাশ করা।

৪. শেখ জায়েদ বিজ্ঞান ও প্রকৌশল কমপ্লেক্স সম্পূর্ণ করার জন্য দ্বিতীয় ভবন নির্মাণ করা। উল্লেখ্য যে, প্রথম বিল্ডিংটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের শেখ জায়েদ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে নির্মিত হয়েছিল। আমরা ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের কাছে এই বিষয়ে একটি আবেদন জমা দিয়েছি। আশা করছি ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

৫. শিক্ষকদের আবাসিক ভবন তৈরি করা। আমরা এই প্রজেক্টের জন্য ব্রুনাই সরকারের কাছে ঢাকাস্থ দূতাবাসের মাধ্যমে একটি আবেদন জমা দিয়েছি।

৬. কাতার সেন্ট্রাল লাইব্রেরির তৃতীয় এবং চতুর্থ তলার কাজ সম্পন্ন করা। কাতার সরকারের ওয়াকফ্ এবং ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল। আমরা কাতারের ঢাকাস্থ দূতাবাসের মাধ্যমে এ বিষয়ে একটি আবেদন জমা দিয়েছি।

৭. ১,০০০ ছাত্রী থাকার জন্য ছাত্রী হোস্টেল করার জন্য প্ল্যান নিয়েছি। এজন্য আমরা কুয়েত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে একটি আবেদন জমা দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রকল্পটির অর্থায়নের জন্য অনুমোদন পেয়েছি এবং শীঘ্রই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাজ শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।

৮. শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি বৃদ্ধি করা। এজন্য ওয়ামী এবং তুরস্কের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে বিশেষ ফাইল জমা দেওয়া হয়েছে। আমরা উভয় পক্ষ থেকে বেশ কিছু বৃত্তি পেয়েছি। ভবিষ্যতে তাদের কাছ থেকে আরও বেশি শিক্ষাবৃত্তি পাওয়ার আশা রাখি।

৯. একটি ল্যাংগুয়েজ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে বিশ্বের ৫ টি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। ভাষাগুলো হচ্ছে : আরবি, ইংরেজি, ফরাসি, তুর্কি এবং চাইনিজ।

১০. বিদেশ থেকে শরীয়াহ ও সাইন্স ফ্যাকাল্টির জন্য দক্ষ শিক্ষকদের স্পন্সর করা।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ!

আমি এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের চ্যারিটেবল ওয়ার্কস এবং রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন এর জন্য আপনাদের একান্ত সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। এই ফাউন্ডেশনটিকে দেশের সব অংশে পরিচালিত বৃহত্তম মানবিক ও সামাজিক দাতব্য সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটি সমাজ কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দেশের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিবন্ধিত। কুয়েতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও এটি নিবন্ধিত। আমি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলাম। বর্তমানে এটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ডঃ আবুল-আলা মুহাম্মদ হুসাম উদ্দীন। এটি সারা বিশ্ব থেকে সাহায্য ও অনুদান পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধার জন্য বিদেশী সাহায্য গ্রহণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে এই ফাউন্ডেশন।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলির সাথে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাজ করে থাকে। রিয়াদের কিং সালমান সেন্টারের একমাত্র বাংলাদেশী অংশীদার হচ্ছে আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন। আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে ত্রিশ হাজারেরও বেশি প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে:

১. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য ২০,০০০ বাড়ি বা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।

২. সারা দেশে ১,০০০ এর বেশি মসজিদ নির্মাণ।

৩. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে বাংলাদেশ ও মায়ানমার সীমান্তে বসবাসকারী হত দরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ।

৪. কোরবানির গোশত বিতরণ।

৫. ইফতার সামগ্রী বিতরণ।

৬. রোজাদারদের ইফতারির ব্যবস্থা।

৭. ভাসানচর দ্বীপে বসবাসকারী রোহিঙ্গা এবং অন্যান্য রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্য করা।

৮. দাঈ ইলাল্লাহদের দ্বারা পাহাড়ী এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ইসলামিক কেন্দ্র স্থাপন করা, এবং এই এলাকায় বৃহত্তর আর্থিক ও নৈতিক সহায়তা প্রদান করা।

৯. দরিদ্র মেয়েদের বিবাহে সহায়তা, মেশিন প্রদান, হস্তশিল্প, বিভিন্ন ব্যবসা, কারুশিল্পের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স এবং সারা দেশে অন্যান্য দাতব্য ও মানবিক সহায়তা প্রদান করা।

প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ!

উপসংহারে আমি বলতে চাই, ইসলাম, মুসলমান এবং সমগ্র মানবতার কল্যাণে আপনারা সবাই সেবা করে যাচ্ছেন। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির চাকাকে আরও গতিশীল করার জন্য সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবেন।

আল্লাহ আপনাদেরকে পুরস্কৃত করুন। আমাদের সকল আমলগুলো কবুল করুন এবং অধিক দান করার তাওফিক দান করুন।

২৫ বছরে আইআইইউসি'র অর্জনসমূহ: একটি পর্যালোচনা

প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী

বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের ইসলাম প্রিয় সংগ্রামী ও ত্যাগী একদল শিক্ষানুরাগী ও সমাজ সেবকদের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ও তাঁদের নিরলস পরিশ্রমের ফসল এবং চট্টগ্রামের প্রাণপুরুষ মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ১৯৯৫ সালে শরীয়াহ অনুষদসহ ব্যবসা অনুষদ ও আধুনিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে তিনটি বিভাগে মোট ৪৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করে। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম শুরুতে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়াকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই যোগ্যতা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে শিক্ষার মানোন্নয়ন, আধুনিক শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধনে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন টেকসই মানবসম্পদ উপহার দেওয়াই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই স্বপ্ন বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ ২৫ বছর পূর্তির পর তিনটি অনুষদের অধীনে তিনটি বিভাগে মোট ৪৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করা বিশ্ববিদ্যলয়টি তার প্রাপ্তি ও অর্জনের তালিকা কতটা দীর্ঘায়িত করতে সক্ষম হয়েছে তা পর্যালোচনা করা সময়ের দাবি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পিছনের দিকে তাকালে যে চিত্র দৃশ্যমান হচ্ছে তা নিম্নরূপ:

আইআইইউসি'র অবকাঠামোগত অর্জনসমূহ

চট্টগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্র চকবাজারস্থ প্যারেড ময়দানের উত্তর-পশ্চিম কর্ণারে দ্বিতল ভবনের মাত্র তিনটি কক্ষ নিয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ১৯৯৫ সালে শরীয়াহ অনুষদসহ ব্যবসা অনুষদ ও আধুনিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে তিনটি বিভাগে মোট ৪৭ জন শিক্ষার্থী, ৬ জন শিক্ষক ও ৩ জন কর্মকর্ত-কর্মচারী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। আজ ২৫ বছরের ব্যবধানে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চট্টগ্রাম শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে ঢাকা-চট্টগ্রাম (বাংলাদেশের প্রধান মহাসড়ক) মহাসড়কের পূর্বপাশে কুমিরাস্থ স্থানে অত্যন্ত প্রাকৃতিক সুন্দর মনোরম পরিবেশে নিজস্ব অর্থায়নে স্থাপিত শতাধিক একর জমিতে চল্লিশের অধিক ভবন নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডল ক্যাম্পাসে অবস্থিত কাতার সরকারের অর্থায়নে নির্মিত দৃষ্টি নন্দন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও ঠিক এর বিপরীতে অবস্থিত কুয়েতের দাতাসংস্থার অর্থায়নে নির্মীত বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ও এর সামনের লনের রকমারী ফুলের শোভা ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ ক্যাম্পাসের পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছাত্রদের ২টি হল যতাক্রমে আবু বকর (র) হল ও ওমর (র) হল, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিং, সায়েন্স ফ্যাকাল্টি বিল্ডিং এবং পূর্বদিকে অবস্থিত বিজনিস ফ্যাকাল্টি বিল্ডিং, মিডল ক্যাম্পাসে অবস্থিত শরীয়াহ ফ্যাকাল্টি বিল্ডিং-১ ও বিল্ডিং-২ এবং এর পিছনে প্রশাসনিক ভবন, এর পিছনে ফার্মেসী ভবন, এর পাশে সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া ও এর পূর্বে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও কুয়েত সরকারের অর্থায়নে নির্মিত দৃষ্টিনন্দন লেকচার থিয়েটার ক্যাম্পসের অবকাঠামো উন্নয়নের মাইলফলক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ ক্যাম্পাসে অবস্থিত নিরাপদ ফিমেল জোন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম'র সম্মানের প্রতীক। এই নিরাপদ ফিমেল জোনের কারণে শুধু চট্টগ্রামের অভিভাবকবৃন্দ নয় সমগ্র বাংলাদেশের সর্বস্তরের অভিভাবকবৃন্দ নিজের মেয়ে সন্তানের উচ্চশিক্ষার নিরাপদ একাডেমিক অভয়ারণ্য জ্ঞান করে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পছন্দের তালিকায় প্রথম স্থানে রাখেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অনেক অমুসলিম অভিভাবকও নিরাপদ ফিমেল জোনের কারণে আইআইইউসিতে মেয়ে সন্তানকে ভর্তি করিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

ক্যাম্পসের অবকাঠামো উন্নয়নের বর্ণনায় দৃষ্টি নন্দন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও লেকচার থিয়েটার এর মাঝখানে অবস্থিত কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ, পূর্বকর্ণারে অবস্থিত আইআইইউসি স্কুল এন্ড কলেজ এবং মিডল ক্যাম্পাসের সর্বপূর্বে অবস্থিত টিচার ডরমিটরিসহ দক্ষিণের অতিরিক্ত ৫০ একর জমি যা এখন ক্যাম্পাস সম্প্রাসরণের অপেক্ষায় রয়েছে তা বর্ণনায় স্থান পায়নি। তবে নিঃসন্দেহে চকবাজারস্থ প্যারেড ময়দানের উত্তর-পশ্চিম কর্ণারে দ্বিতল ভবনের মাত্র তিনটি কক্ষ নিয়ে যাত্রা শুরু করা আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম'র বর্তমান অবকাঠামো উন্নয়ন বাংলাদেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অগ্রগতির পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম'র অভ্যন্তরীণ সবুজায়নের জন্য দুবার "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবুজায়ন পুরস্কার" পদকপ্রাপ্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সাফল্যের স্বীকৃতি বহন করে।

আইআইইউসি'র একাডেমিক অর্জনসমূহ

সর্বজন স্বীকৃত যে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন অপরিহার্য হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ অবশ্যই নয়। অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি একাডেমিক পর্যায়ে উন্নয়ন না হলে কখনো বিশ্ববিদ্যালয় সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলা যাবে না। বরং বলা যেতে পারে একাডেমিক পর্যায়ের উন্নয়নই বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতির প্রধান কারণ। সুতরাং যে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠালগ্নে ৩টি অনুষদের অধীনে তিনটি বিভাগে মোট ৪৭ জন শিক্ষার্থী, ৬ জন শিক্ষক ও ৩ জন কর্মকর্ত-কর্মচারী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল তার বর্তমান অবস্থা হলো বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ৬টি অনুষদের অধীনে ১৪টি বিভাগে ২৫টি প্রোগ্রামে পরিচালিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪ হাজারের অধিক যা নিঃসন্দেহে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় অর্জন হিসেবে গণ্য করা যায়। অনুষদ, বিভাগ ও প্রোগ্রামের বিস্তারিত নিম্নরূপ:

(১) শরীয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ

(ক) বি এ অনার্স ইন কুরআনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
(খ) বি এ অনার্স ইন দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
(গ) বি এ অনার্স ইন সায়েন্সেস অব হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
(ঘ) এম এ ইন কুরআনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
(ঙ) এম এ ইন দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
(চ) এম এ ইন সায়েন্সেস অব হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
(ছ) এম এ ইন ইসলামিক স্টাডিজ

(২) বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ

(ক) বি এসসি অনার্স ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
(খ) বি এসসি অনার্স ইন ইলিক্ট্রিকেল এন্ড ইলিক্ট্রোনিক ইঞ্জিনিয়ারিং
(গ) বি এসসি অনার্স ইন ইলিক্ট্রোনিক এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
(ঘ) বি এসসি অনার্স ইন কম্পিউটার এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
(ঙ) বি এসসি অনার্স ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
(চ) বি এসসি অনার্স ইন ফার্মেসী
(ছ) এম এসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

(৩) ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ

(ক) ব্যাচলর অব বিজনিস এডমিনিস্ট্রেশন
(খ) মাস্টার্স অব বিজনিস এডমিনিস্ট্রেশন
(গ) মাস্টার্স অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট

(৪) কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ

(ক) বি এ অনার্স ইন ইংলিশ লেঙ্গুয়েজ এন্ড লিটরিচার
(খ) বি এ অনার্স ইন এরাবিক লেঙ্গুয়েজ এন্ড লিটরিচার
(গ) মাস্টার্স ইন ইন ইংলিশ লেঙ্গুয়েজ এন্ড লিটরিচার
(ঘ) মাস্টার্স ইন ইন ইংলিশ লেঙ্গুয়েজ টিচিং
(ঙ) পোস্ট গ্রেজুয়েট ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরী এন্ড ইনফরমিশন সায়েন্স

(৫) আইন অনুষদ

(ক) ব্যাচলর অব ল (এল এল বি অনার্স)

(খ)) মাস্টার্স অব ল (এল এল এম প্রিলিমিনারী এন্ড ফাইনাল)

(৬) সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ

(ক) বিএস এস অনার্স ইন ইকনোমিকস এন্ড ব্যাংকিং

(খ) এমএস এস ইন ইকনোমিকস এন্ড ব্যাংকিং

(৭) আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট

(ক) ইলিমেন্টারী এন্ড এডভান্স কোর্সেস ইন এরাবিক লেঙ্গুয়েজ

(খ) ইলিমেন্টারী এন্ড এডভান্স কোর্সেস ইন ইংলিশ লেঙ্গুয়েজ

(গ) ইলিমেন্টারী এন্ড এডভান্স কোর্সেস ইন তার্কিশ লেঙ্গুয়েজ

(৮) জেনারেল এডুকেশন বিভাগ

তাছাড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা যেমন জ্যামিতিকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যাও যৌক্তিকহারে বেড়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্নে যেখানে ৩টি অনুষদের অধীনে তিনটি বিভাগের মোট ৪৭ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদানের জন্য ৬ জন শিক্ষক এবং তাদের সেবা প্রদানের জন্য ৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল বর্তমানে সেখানে ১৪০০০ শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য স্থায়ী শিক্ষক-৩৩০ জন অতিথি শিক্ষক-১১২, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৩০ ও সাধরণ কর্মচারী-২২৭ সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। তাছাড়া শিক্ষকদের মধ্যে শতাধিক শিক্ষক দেশ-বিদেশ থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রোগ্রামে ভর্তি সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা-৭০৬৪১ এবং ৫ম সমাবর্তন (১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ অনুষ্ঠিত) পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম থেকে বিভিন্ন প্রোগ্রামে একাডেমিক কার্যক্রম সমাপ্ত করে ৪২৬৫৮ শিক্ষার্থী ডিগ্রী অর্জন করেছেন। ২৫ বছরে ৪২৬৫৮ শিক্ষার্থীর একাডেমিক কার্যক্রম সমাপ্ত করে ডিগ্রী অর্জন ও একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনশতাধিক স্থায়ী শিক্ষক ও শতাধিক পিএইচডি ডিগ্রীধারী নিঃসন্দেহে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বড় একাডেমিক অর্জন হিসেবে গণ্য করা যায়।

কাতার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

একাডেমিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে গ্রন্থাগারের কার্যক্রমও একাডেমিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিধায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কার্যক্রম পর্যালোচনা হওয়া অপরিহার্য। কাতার সরকারের অর্থায়নে নির্মিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডল ক্যাম্পাসে অবস্থিত দৃষ্টিনন্দন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আইআইইউসির সবচেয়ে বড় সম্পদ ও ক্যাম্পাসের সম্মানের প্রতীক। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম একাডেমিক পর্যায়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ৩ ফ্লোরে ৩১০০০ বর্গফুট, সম্মানিত শিক্ষকদের জন্য বরাদ্ধ কক্ষসমূহ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এবং লিফ্ট সমৃদ্ধ। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ১৫০০ শিরোনামে ৮৫৫০০ বই, ১৭৫০ জার্নাল, ৫১৫ অডিও-ভিজুয়েল মেটেরিয়েল, ৩৫০০০ অনলাইন জার্নাল, ১৫৫০০ ই-বুকস ও ৪০০০ হাজার ই-থিসিস ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। ৩য় ফ্লোরে ছাত্রীদের স্টাডির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ১ম ফ্লোরে ছাত্রদের স্টাডির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ২য় ফ্লোরের একটি অংশ সম্মানিত শিক্ষকদের সংরক্ষিত। তবে অন্য অংশে ছাত্রদের স্টাডির সুযোগ আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে গ্রন্থাগারকে সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যা অত্যন্ত প্রসংশনীয়।

সেন্টার ফর রিচার্স এন্ড পাবলিকেশন

বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার মতো শুধুমাত্র পাঠদান বা জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান বিতরণের পাশাপাশি জ্ঞান সৃষ্টির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সম্মানিত শিক্ষকদের গবেষণামুখী করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষ সেন্টার ফর রিচার্স এন্ড পাবলিকেশন শিরোনামে একটি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই গবেষণা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করে জ্ঞান সৃষ্টির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সম্মানিত শিক্ষকদের গবেষণা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থিক সাপোর্টও প্রদান করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান কর্তৃপক্ষ সম্মানিত শিক্ষকদের আরো বেশী

গবেষণামুখী করার উদ্দেশ্যে "গবেষণা এওয়ার্ড' প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা সম্মানিত শিক্ষকদের গবেষণামুখী হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সেন্টার ফর রিচার্স এন্ড পাবলিকেশন এর অধীনে ৩টি রিসার্চ জার্নাল নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে যা নিম্নরূপ:

(ক) আইআইইউসি স্টাডিজ, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, সমাজ বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং ইসলামী সাহিত্য ও ধর্মীয় বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধ উক্ত জার্নালে সায়েন্টিফিক গবেষণারীতি অনুসরণ করে

ইংরেজী ভাষায় ২০০২ সাল থেকে বৎসরে একবার করে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

(খ) দিরাসাত আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া আল-আলামিয়্যা, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, সমাজ বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং ইসলামী সাহিত্য ও ধর্মীয় বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধ উক্ত জার্নালে সায়েন্টিফিক গবেষণারীতি অনুসরণ করে আরবী ভাষায় ২০০২ সাল থেকে বৎসরে একবার করে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

(গ) বিজনিস রিভিও, ব্যবসায় শিক্ষা, সাধারণ অর্থনীতি এবং ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধ উক্ত জার্নালে সায়েন্টিফিক গবেষণারীতি অনুসরণ করে ইংরেজী ভাষায় ২০০৫ সাল থেকে বছরে একবার করে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

তাছাড়া সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন ও বিভিন্ন অনুষদের সমন্বয়ে যৌথভাবে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে ১৪টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

বঙ্গবন্ধু রিসার্চ সেন্টার ফর ইসলাম এন্ড ইন্টাররিলিজিয়াস ডায়ালগ

বর্তমান কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধু রিসার্চ সেন্টার ফর ইসলাম এন্ড ইন্টাররিলিজিয়াস ডায়ালগ শিরোনামে ব্যতিক্রমধর্মী এই সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। গত ১ম এপ্রিল, ২০২১ সালে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ সেন্টারটি উদ্বোধন করেন। মাননীয় শিক্ষা উপ-মন্ত্রী ব্যরিস্টার মুহিবুল হাসান, আইআইইউসি'র বিওটি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন, এমপি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মান্যবর উপাচার্য উক্ত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ফরেন কলোবরেশন ও সমঝোতা স্মারক

আন্তার্জাতিক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচার-প্রসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথ মসৃণ করার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যলয় কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক সম্পন্ন করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে প্রদান করা হলো:

১) ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা

২) পোর্টল্যান্ড স্টেইট ইউনির্ভাসিটি, আমেরিকা

৩) কেপ ব্রেটন ইউনির্ভাসিটি, কানাডা

৪) আল-ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সৌদি আরব

৫) আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া, মালয়েশিয়া

৬) মাল্টিমিডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া, মালয়েশিয়া

৭) ইউনির্ভাসিটি সেইন ইসলাম মালয়েশিয়া, মালয়েশিয়া

৮) ইউনির্ভাসিটি মালয়েশিয়া পার্লিস, মালয়েশিয়া

৯) এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজী, থাইল্যান্ড

১০) হুবী ইউনির্ভাসিটি অব টেকনোলোজী, চায়না

১১) ইসলামিক ইউনির্ভাসিটি অব টেকনোলোজী, গাজীপুর, ঢাকা

১২) ত্রি-শক্তি ইউনির্ভাসিটি, জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া

১৩) ইস্তাম্বুল সাবাহাত্তীন যাঈম ইউনির্ভাসিটি, তুরস্ক

১৪) আঙ্কারা ইউনির্ভাসিটি, তুরস্ক

১৫) মারমার ইউনির্ভাসিটি, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক

১৬) ফাতিহ সুলতান মুহাম্মদ ভ্যাকিফ ইউনির্ভাসিটি, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক

১৭) ত্রিভূবন ইউনির্ভাসিটি, নেপাল

১৮) আল-আযহার ইউনির্ভাসিটি, আল-যাঈম, সুদান

১৯) ইউনির্ভাসিটি টেকনোলোজী মারা, মালয়েশিয়া

উপসংহারে বলা যায় আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম একাডেমিক, প্রশাসনিক, অবকাঠামো ও শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এই সাফল্যের পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিওটি'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সিন্ডিকেটের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, প্রক্টোরিয়াল বডী, অনুষদসমূহের ডীনগণ, বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলের অবদান রয়েছে। ২৫ বছরপূর্তি উদযাপনকালে সকলের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মহান রাব্বুল আলামীন আইআইইউসি পরিবারের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন! আমীন।

চেয়ারম্যান-সাইন্সেস অব হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামঃ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ড. মোহাম্মদ রিয়াজ মাহ্মুদ

ভূমিকা (Introduction):

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম হল চট্টগ্রামের সেরা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর মধ্যে একটি হিসেবে স্বীকৃত। ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫-এ প্রতিষ্ঠার পর, IIUC এখন পর্যন্ত ১৪ (চৌদ্দ) টি স্নাতক এবং এগার (১১) টি স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম অফার করার জন্য ১৪ (চৌদ্দ) টি বিভাগের সমন্বয়ে ০৬ (ছয়) টি পূর্ণাঙ্গ অনুষদ স্থাপন করেছে। আমাদের ক্যাম্পাসটি একটি সবুজ ও নির্মল পরিবেশে অবস্থিত। এটা চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার দূরে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে সীতাকুন্ডের কুমিরায় প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার এই স্বনামধন্য এবং আদর্শ স্থানটি ৩৩০ জন উচ্চ-শিক্ষিত নিয়মিত শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা সমৃদ্ধ। যারা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দ্বারা নির্ধারিত Outcome Based Education (OBE) পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে মান সম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করছেন। নিয়মিত শিক্ষকমণ্ডলীদের মধ্যে ৭৬ জন দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ১২,০০০ এরও বেশি শিক্ষার্থী এখানে অধ্যয়ন করছে। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর গ্রাজুয়েটরা স্থানীয় ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

ভিশন (Vision):

বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিভঙ্গি হল জাতীয় ভাবে প্রতিযোগিতামূলক এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ডিগ্রী অফার করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য IIUC প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বর্তমানে এখানে শরীয়াহ এবং ইসলামিক স্টাডিজ, বিজনেস স্টাডিজ, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং, কলা ও মানবিক, এবং আইন অনুষদ চালু রয়েছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য অনুষদ চালু করা হবে। IIUC এর দরজা জাতি ও অঞ্চল নির্বিশেষে সারা বিশ্বের ভর্তি প্রার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। আমাদের স্বপ্ন হল IIUC কে দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা।

মিশন (Mission):

IIUC এর অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে দক্ষতা, সংবেদনশীলতা এবং বুদ্ধিমত্তা গড়ে তোলা- যাতে তারা সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নৈতিক উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে। IIUC এর লক্ষ্য হল প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ তৈরি করা যারা অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলোর বাইরে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা রাখবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে।

উদ্দেশ্য (Objective):

IIUC এর উদ্দেশ্য হল নতুন প্রজন্মের যোগ্য তরুণ তৈরি করা, যারা একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব, পেশাদারী দক্ষতা এবং নৈতিক উচ্চতায় সমৃদ্ধ হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান এবং একাডেমিক পাঠ্যক্রমের অব্যাহত আধুনিকীকরণের নীতি অনুসরণ করে যাতে এর শিক্ষার্থীরা তাদের পেশা ও দৈনন্দিন জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের প্রকৃত চেতনাকে আত্মস্থ করতে পারে।

IIUC এর লক্ষ্য এমন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা যারা বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে বিশ্বব্যাপী চাকরির বাজারে দেশকে ভালভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। এদেশের নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস সঠিকভাবে জানা আমাদের ছাত্রদের জন্য অপরিহার্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে সকল স্নাতক ছাত্রদের জন্য বাংলাদেশের উত্থানের ইতিহাস-শীর্ষক একটি বাধ্যতামূলক কোর্স অফার করছে। এছাড়া IIUC এ অঞ্চলে ইসলামের সুমহান চেতনা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে টিকে থাকার জন্য IIUC হাইটেক জ্ঞানকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিজ্ঞান শিক্ষা মূল জ্ঞানের একটি অপরিহার্য উপাদান যা আমাদের সমাজের প্রতিটি সদস্যের প্রয়োজন। আমাদের সমাজে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি মানবসম্পদ উন্নয়নে নিবেদিত একটি সুসজ্জিত জাতি গড়ে তুলতে চায়।

IIUC আমাদের উন্নতির পথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আলিঙ্গন করারমূল কৌশল হিসেবে উদ্ভাবনী চিন্তাকেলালন করে। আমাদের জাতিকে একটি অসামান্য অবস্থানে উন্নীত করার লক্ষ্যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষাগত নীতিনির্ধারক, শিক্ষক এবং বিজ্ঞান সম্প্রদায়ের গবেষণালব্ধ ধারণাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীল জ্ঞানচর্চাকে উৎসাহিত করে।

IIUC গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে জীবনব্যাপী শেখার অভ্যাস এবং তাদের প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে ক্রমাগত দক্ষতা বিকাশের অভ্যাস গড়ে তুলতে

চায় যাতে তারা নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে পারে এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল চাকরির বাজারে প্রয়োজনীয় নতুনজ্ঞান শিখতে পারে। দক্ষতা, সংবেদনশীলতা এবং বুদ্ধিমত্তায় সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নৈতিক উন্নতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বর্তমান বিশ্বে চাকরির বাজার তার সবচেয়ে নাটকীয় পরিবর্তন এবং রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের কল্পনার চেয়ে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। যোগ্য শিক্ষক মণ্ডলীর অধীনে একটি আন্তঃবিষয়ক পাঠ্যক্রম এবং সময় উপযোগী শিক্ষাদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীদের বিশ্ব নাগরিকে রূপান্তরিত করতে এবং তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও মনোভাব অর্জনের মাধ্যমে নতুন বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে। আগামীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এমন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করছে যারা সমসাময়িক জ্ঞান এবং দক্ষতায় নিজেদেরকে উন্নতি করার জন্য সার্বজনীন চিন্তা করতে সক্ষম হবে। এভাবে সবাই সমাজের সৃজনশীল সদস্য হয়ে জাতি ও মানবতার কল্যাণে অবদান রাখবে।

পলিসি (Policy):
আইআইইউসির শিক্ষার মূল্য নীতি হলো Combining Quality with Morality

প্রস্তাবিত নতুন বিভাগ সমূহ:
আগামী দশকের মধ্যে আইআইইউসি নিম্নবর্ণিত বিভাগ সমূহ পূর্ণোদ্যমে চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে

১. সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং (Software Engineering)
২. রোবোটিক্স (Robotics)
৩. ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ইকোনোমিক্স (Islamic Banking and Economics)
৪. সাংবাদিকতা ও মিডিয়া স্ট্যাডিজ (Journalism and Media Studies)
৫. বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং (Biomedical Engineering)
৬. মেকট্রনিক্স (Mechatronics)
৭. বায়োটেকনোলজি (Biotechnology)

অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

উত্তর ক্যাম্পাস

৫ তলা ফ্যাকাল্টি অব শরিয়া একাডেমিক বিল্ডিং (বিদ্যমান বিজনিজ স্টাডিজ বিল্ডিংয়ের উত্তর পাশে)

মধ্য ক্যাম্পাস

IIUC
GYMNASIUM

আইআই ইউ সি জিমনেসিয়াম (বিদ্যমান মেডিক্যাল সেন্টারের দক্ষিণ পাশে)

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী বিল্ডিং এর ৪র্থ ও ৫ম তলা নির্মাণ
(বিদ্যমান লাইব্রেরীর উর্দ্ধমুখী উন্নয়ন)

কেন্দ্রীয় মসজিদ বিল্ডিংয়ের ইন্টেরিয়ার ডিজাইন
(দেয়ালে কাঠের ডিজাইন, সেন্ট্রাল এসি লাগানো, পর্দা, লাইটিং ও সাউন্ড সিস্টেম)

এডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং (বিদ্যমান বাস পার্কিংয়ের পূর্ব পাশে)

পূর্ব ক্যাম্পাস

১২ তলা টিচার্স অফিসার্স কোয়ার্টার বিল্ডিং (বিদ্যমান ফিমেল কোয়ার্টার বিল্ডিংয়ের পূর্ব-দক্ষিণ পাশে)

IIUC SCHOOL & COLLEGE

৫ তলা আইআইইউসি স্কুল এন্ড কলেজ বিল্ডিং (বিদ্যমান ফিমেল কোয়ার্টার বিল্ডিংয়ের পূর্ব-দক্ষিণ পাশে)

ফিমেল ক্যাম্পাস

২ তলা মসজিদ বিল্ডিং (কুমিরা ক্যাম্পাসের বিদ্যমান ফিমেল জোনে)

ফিমেল একাডেমিক বিল্ডিং # ৫ (কুমিরা ক্যাম্পাসের বিদ্যমান ফিমেল জোনে)

উত্তর-পশ্চিম ক্যাম্পাস

৩ তলা রিসার্চ সেন্টার বিল্ডিং (ডিপার্টমেন্ট অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিংয়ের উত্তর পাশে)

সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিং # ২
(বিদ্যমান সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিং # ১ এর উত্তর পাশে)

বহদ্দারহাট

১৫ তলা আইআইইউ সি ওয়াকফ বিল্ডিং (বাণিজ্যিক এবং আবাসিক) (বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম)

১৫ তলা ছাত্রী আবাসিক হল বিল্ডিং (বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম)

দক্ষিন ক্যাম্পাস

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মাচরীদের জন্য কোয়ার্টার, তাদের শিশুদের জন্য পার্ক সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তৈরী করা।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা

প্রত্যেক ক্যাম্পাসে বিদ্যুতের একটি সাব স্টেশন তৈরী করা

ক্যাম্পাসের মাঝখানে লেক

ক্যাম্পাসের প্রায় মাঝখানে প্রবাহিত পুর্ব পশ্চিমের প্রলম্বিত কুমিরা খালটি সংস্কার করে একটি লেকে পরিণত করা।

বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এন্ড কলেজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব ক্যাম্পাসে একটি আন্তর্জাতিক মানের আবাসিক স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করা

খেলার মাঠ

বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের সংস্কার করে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত খেলার মাঠে পরিণত করা

গাড়ী পার্কিং ও ফুয়েল স্টেশন

বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ী পাকিং ও মেরামতের জন্য ওয়ার্কসপের আধুনিকায়ন ও ফুয়েল স্টেশন স্থাপন

শপিং সেন্টার

ক্যাম্পাসের যে কোন একটি উপযুক্ত জায়গায় শপিং সেন্টার তৈরী করা

বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সফ্‌টওয়্যার তৈরীর ব্যবস্থা করা।
রেল স্টেশনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা

পানি ব্যবস্থাপনা

প্রতিটি ক্যাম্পাসের ডিপ টিউবয়েল স্থাপন করা
প্রতিটি ক্যাম্পাসের পানি বিশুদ্ধকরণ নিশ্চিত করা

কবর স্থান

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কেন্দ্রীয় কবর স্থানের ব্যবস্থা

শিক্ষা বিষয়ক ভবিষৎ পরিকল্পনা:

- **শিক্ষক বিষয়ক পরিকল্পনা**

  ১. অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামাজিক চাহিদা পূরণের নিমিত্তে শিক্ষা, শিক্ষাদান, গবেষণা ও উদ্ভাবনে

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্র হিসেবে IIUC-কে প্রতিষ্ঠা করা।

২. আধুনিক ও যুগোপযোগী সিলেবাস এবং কারিকুলাম প্রণয়ন করার মাধ্যমে দক্ষ গ্রাজুয়েট তৈরি করে ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা।

৩. দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কসপ, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজন করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন করা।

৪. হাই প্রোফাইল শিক্ষকদের নিয়োগ করা এবং উচ্চতর ডিগ্রী, গবেষণা কার্যক্রম, সংক্ষিপ্ত কোর্স, সম্মেলন, সেমিনার, কর্মশালাতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান ফ্যাকাল্টি সদস্যদের সক্ষমতা বাড়াতে অনুপ্রাণিত করা।

৫. নিয়োগ দাতা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সকল স্টেক হোল্ডারদের পর্যায়ক্রমিক প্রতিক্রিয়া গ্রহণের মাধ্যমে পাঠ্যক্রম আপগ্রেড করা।

- **শ্রেণী কক্ষ বিষয়ক পরিকল্পনা**

১. মান সম্পন্ন শিক্ষার জন্য উপযোগী শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা এবং অংশগ্রহণমূলক Teaching-Learning প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণ করতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

২. একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পরিচালনার ক্ষেত্রে Quality Benchmark নির্ধারণ এবং তা প্রয়োগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার মান বিশ্বমানে উন্নীতকরণে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের (BAC) শর্ত পূরণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগ/বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্রেডিটেশন নেয়া।

৪. সমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম, নিয়োগযোগ্য, সৃজনশীল ও চিন্তাশীল গ্র্যাজুয়েট সৃষ্টির জন্য ডিগ্রী প্রদানকারী বিভাগগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া।

৫. অডিও ভিজ্যুয়াল ক্লাসরুম, স্টুডিও ক্লাসরুম, সেমিনার লাইব্রেরি ইত্যাদিসহ শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য শ্রেণীকক্ষে সুবিধা নিশ্চিত করা।

৬. ল্যাব সুবিধা সমূহের ক্রমাগত আপগ্রেডেশন এবং নতুন ল্যাব প্রবর্তনের মাধ্যমে অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি তৈরি করা।

৭. সাধারণ কক্ষ, ক্যান্টিন, পরিষ্কার ওয়াশরুম, প্রার্থনার স্থান, স্টুডেন্ট ক্লাব, অফিস ইত্যাদি সহ বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি শান্ত পরিবেশের সুবিধা প্রদান করা।

- **ছাত্র বিষয়ক পরিকল্পনা**

১. অতিরিক্ত এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্য্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রদের সমাজের সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত করে তাদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা।

২. নেতৃত্বের দক্ষতা বিকাশের জন্য বিভিন্ন বিভাগে ক্লাবগুলির মাধ্যমে একটি প্ল্যাটফর্ম শক্তিশালী করা যেখানে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্য্যক্রম যেমন বিতর্ক, সামাজিক কাজ, জাতীয় দিবস উদযাপন এবং সৃজনশীল মনন বিকাশের জন্য স্ব-স্ব বিভাগের অধীনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

৩. শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য নিয়োগ দাতা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা যাতে করে শিক্ষার্থীদের চাকরির স্থান নিশ্চিত করা যায়।

গবেষণা কার্যক্রমের ভবিষৎ পরিকল্পনা:

১. উচ্চশিক্ষার গুণগত মানবৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশের খ্যাত নামা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর সমঝোতা স্মারক ও স্টেক হোল্ডারদের সহযোগে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের রেটিং তালিকায় IIUC কে অন্তর্ভুক্ত করণের উদ্দেশ্যে সরকার ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক / আঞ্চলিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বা পরামর্শে সমন্বিত কার্যক্রম সম্পাদন করা।

৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে গবেষণা ও আধুনিকায়নের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্পসংস্থা ও

এজেন্সির সাথে গবেষণামূলক কাজে সম্পৃক্ততা সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪. সকল বিভাগে গবেষণা কার্যক্রম বেগবান করার জন্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রী চালু করা।

৫. IIUC-এর গবেষণার গুণগতমান এবং পদমর্যাদা বাড়ানোর জন্য স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সাথে গবেষণা সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা।

৬. মানসম্পন্ন গবেষণা জার্নাল প্রকাশ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মতো একাডেমিক কার্যক্রমের আয়োজনের মাধ্যমে IIUC এর ব্রান্ড ইমেজ উন্নত করা।

৭. ২০৪১ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শীর্ষ স্থানীয় গবেষক এবং শিক্ষাবিদ তৈরি করা।

৮. একটি আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্ভাব্য অটোমেশন, ডিজিটাল ও নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকদেরকে সরবরাহ করা।

৯. চতুর্থ শিল্পবিপ্লব (4IR)় এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের নিমিত্তে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার নিশ্চিত করা।

১০. বঙ্গবন্ধু রিসার্চ সেন্টার ফর ইসলাম এন্ড আন্তঃধর্মীয় সংলাপ (BRCIID) শীর্ষক এই বিশেষ গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে

- বিশ্বের মহান ধর্মগুলোর গভীর ও পারস্পরিক বোঝা পড়ার মাধ্যমে ইসলামের মানবিক কল্যাণ চিন্তাসমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে গবেষণা কর্যক্রমকে তরান্বিত করা।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, রাজনীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রমকে বেগবান রাখা।

উপসংহারঃ

IIUC সমাজের বিভিন্ন স্তরের জন্য এমন জনশক্তি তৈরী করতে চায় যারা হবে সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত ও নৈতিকভাবে দক্ষ, সামাজিক ভাবে সংবেদনশীল, অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলোর বাইরে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত, সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নএবং নৈতিক উন্নতিতে অবদান রাখতে সক্ষম। আমরা আশাকরি বাস্তব জীবনে ব্যক্তি ও সমাজের সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে তারা নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করবে। বিভিন্ন সেক্টরে আমাদের গ্র্যাজুয়েটদের যোগ্য নেতৃত্ব আমাদের সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তি বজায় রাখবে। এইভাবে, আইআইইউসি কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার পূরণ করবে। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা আগামী দিনে একটি স্বনির্ভর, দৃঢ়চেতা ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিজেদের উৎসর্গ করবে।

সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আইআইইউসি

শিক্ষা বিস্তার ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে আইআইইউসি'র ভূমিকা

ড. মোঃ শরীফুল হক

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে যে সকল উপাদানসমুহ গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখে তার মধ্যে মানব সম্পদ অন্যতম। বৈশ্বিক ও স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে দক্ষ মানব সম্পদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, অন্যান্য সম্পদের মতো মানুষও সম্পদ। তবে সাধারণ মানবশক্তি মানব সম্পদে পরিণত হবে, যখন তা সুপরিকল্পিত উপায়ে পরিচালিত হবে।মানব সম্পদ উন্নয়ন হলো মানুষের এমন এক গুণগত পরিবর্তন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তারা উৎপাদনক্ষম ও দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হতে পারে। এসব জনশক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জোরালো ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয় এবং মানবীয় শক্তি সামর্থ্যরে সর্বোত্তম বিকাশ সাধনে সক্ষম হয়ে উঠে। এভাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন এমন এক প্রক্রিয়া বা প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে কোনো দেশের সকল মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, কর্মকালীন প্রশিক্ষণ, আত্ম উন্নয়ন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পুষ্টি উন্নয়ন ইত্যাদি উপায়ে মানবসম্পদের উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে। প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত কাঠামোবদ্ধ শিক্ষাই হল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা।[1] আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম অর্থাৎ, আই আই ইউ সি ১৯৯৫ ইংরেজী সাল থেকে এদেশে উচ্চশিক্ষা বিতরণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষে উচ্চশিক্ষার বর্ধিত চাহিদা মেটানো সম্ভব না হওয়া; এ চাহিদা পূরণে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, সরকারের পক্ষে তা জোগান দেওয়া কষ্টসাধ্য হওয়া, ও বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীর বিদেশে পড়তে যাওয়ার কারনে বৈদেশিক মুদ্রা ও মেধা পাচারের আশংকাসহ নানা দিক বিবেচনা করে উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণে সরকারের প্রচেষ্টার পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথ আইনত উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ (১৯৯৮, ও ২০১০-এ সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয়। আইনটি পাস হওয়ার পর পরই বেসরকারি খাতে আইআইইউসিসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিকল্প হিসেবে নয়, বরং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় উৎসাহিত হয়েছিল।[2]

১৯৯৫ ইংরেজী সালে তিনটি অনুষদের অধীনে ৫টি বিভাগ যেমনঃ ১) কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ২) কম্পিউটার কম্যুনিকেশন এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ৩) ব্যবসায় প্রশাসন, ৪) কুরআনিক সায়েন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ৫) দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ব্যাচেলর প্রোগ্রাম নিয়ে যাত্রা করে আই আই ইউ সি। বর্তমানে ৬টি অনুষদের অধীনে ১৪টি বিভাগে ব্যচেলর ও মাস্টার্স প্রোগ্রামে পাঠদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। পরবর্তীতে যোগ হওয়া বিভাগসমুহ হলঃ ৬) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্ ইঞ্জিনিয়ারিং, ৭) ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, ৮) ল' ৯) সায়েন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ১০) ফার্মাসী, ১১) অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ১২) লাইব্রেরী এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্সেস, ১৩) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ও ১৪) আরবী ভাষা ও সাহিত্য। এছাড়াও সেন্টার ফর জেনারেল এডুকেশন নামে একটি গুরুত্বপুর্ণ সেন্টার রয়েছে যেখান থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ যোগ্যতা ও নৈতিকতা উন্নয়নে কার্যকর বেশ কিছু কোর্স অফার ও পাঠদান করা হয়। সকল বিভাগেই এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এর বাইরেও নৈতিক মান নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম হিসেবে কাজ করছে মোরালিটি ডেভলপম্যান্ট প্রোগ্রাম বা এমডিপি।

বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে কর্মক্ষেত্রে যে সমস্ত স্কীল বা দক্ষতা থাকা দরকার তার মধ্যে প্রথমদিকেই রয়েছে এমপ্লয়ীদের কম্যুনিকেশন, সততা, টীম-ওয়ার্ক, নৈতিকতা, প্রেষনা ও উদ্যোগ, এডাপ্টিবিলিটি, এনালিটিক্যাল স্কীল, কম্পিউটার স্কীল, ও সাংগঠনিক স্কীল। আই আই ইউ সি সকল বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের এই সকল স্কীল বা দক্ষতার প্রতি বিশেষ নজর রেখে পাঠদান করে থাকে। এ কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটরা স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে সফলতার সাথে সেবা প্রদানে নিয়োজিত রয়েছে এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁদের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আই আই ইউ সি একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হলেও এর প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের মধ্য থেকে ড. সানাউল্লাহ চৌধুরী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছেন এবং বর্তমানে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি এর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার ইনহা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি

---

[1] মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব, https://www.myacademybd.com, ২২/০৯/২০২২

[2] উচ্চশিক্ষা ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, আবু ইউসুফ মো. আব্দুল্লাহ, শিক্ষা কলাম, ০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। একইভাবে প্রথম থেকে সর্বশেষ গ্র্যাজুয়েট ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে শতাধিক গ্র্যাজুয়েট দেশে বিদেশে বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থেকে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। আই আই ইউ সি'র একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল নিজস্ব গ্র্যাজুয়েটদের মূল্যায়ন করা। যার প্রমাণ হচ্ছে আই আই ইউ সি'র পুর্ণকালীন শিক্ষকদের মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ শিক্ষক আই আই ইউ সিরই প্রোডাক্ট। তাঁদের অনেকেই পরবর্তীতে দেশ ও বিদেশের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করে আবার এখানেই ফিরে এসে শিক্ষকতায় নিয়োজিত রয়েছেন।

তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগ ১৭তম ব্যাচের গ্র্যাজুয়েট জনাব রাসেল মোহাম্মদ। বর্তমানে মাস্টার্স করছেন জাপানের কিতামি ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি-তে। তার মতে-

"শিক্ষা বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সাধারণ দশটি প্রতিষ্ঠানের মতো" আই আই ইউ সি'র সামাজিক আবেদন একই হলেও অবদানের দিক দিয়ে রয়েছে ভিন্নতা। যে বিষয়টি এ বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেকের মাঝে অনন্য করেছে তা শিক্ষা বিস্তারের সমান্তরালে নৈতিক জ্ঞানের গোড়াপত্তন। ফলশ্রুতিতে দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি একজন শিক্ষার্থী সততা, ন্যায় পরায়ণতাও জবাবদিহিতামূলক মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠে। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে দক্ষ জনবলের নৈতিক গুণাবলী যথেষ্ট জরুরি; বিশেষ করে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা নির্মুলের ক্ষেত্রে। বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের একাডেমিক দক্ষতার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা অর্জন জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরে আই আই ইউ সি'র ভূমিকা অনন্য। একজন প্রকৌশল গ্র্যাজুয়েট হিসেবে মানবিক গুণাবলী অর্জনে সহযোগিতার জন্য আই আই ইউ সি'র প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

শিক্ষা বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে IIUC এর ভূমিকা নিয়ে জানতে চাওয়া হলে আই ইউ টির (ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি) বিজনেস এন্ড টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক, অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেনঃ

"বিশেষ করে, হালনাগাদ পাঠ্যক্রম, ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া কোলাবরেশন এবং আইআইইউসির বিশেষজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ দেশ ও বিশ্বের

জন্য যোগ্য মানবসম্পদ উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখছে। আইআইইউসি-তে ৫ বছর পড়াশুনা ও ১১ বছরের শিক্ষকতার সময় আমি আমার ক্যারিয়ার গড়ার যথেষ্ট উপাদান পেয়েছি। মুসলিম উম্মাহর প্রতি এই নোবল মিশন এবং অবদানের জন্য আমি আইআইইউসি কর্তৃপক্ষের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।"

উল্লেখ্য, তিনি আই আই ইউ সি থেকে ১৪ তম ব্যাচ এর সাথে বিবিএ ও এমবিএ করেন। পরবর্তীতে ইংল্যান্ডের বেডফোর্ডশায়ার ইউনিভার্সিটি থেকে দ্বিতীয় মাস্টার্স করেন ও মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি মালয়া (ইউ এম) থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি আই আই ইউ সি-তে দীর্ঘ ১১ বছর শিক্ষকতা করে বর্তমানে আই ইউ টি-তে কর্মরত আছেন।

কুরআনিক সায়েন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ এর প্রথম ব্যাচের গ্র্যাজুয়েট জনাব মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম। তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা ও শিক্ষক। বর্তমানে নরসিংদী মডেল কলেজের অন্যতম ডিরেক্টর ও প্রিন্সিপাল হিসেবে কর্মরত আছেন। তার মতে -

"১৯৯৫ ইংরেজী সালে প্রতিষ্ঠিত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আই আই ইউ সি স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশ-বিদেশে পরিচিত হয়ে উঠে। শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক মানের পাঠদান কার্যক্রম, উচ্চমানের শিক্ষকমন্ডলীর কঠোর পরিশ্রম এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বান্ধব আন্তরিকতার কারণে যোগ্য শিক্ষার্থী গড়ে উঠে। আমি নিজেও প্রথম ব্যাচে পাশ করা একজন গর্বিত শিক্ষার্থী। দক্ষ জনশক্তি ও শিক্ষা বিস্তারে আই আই ইউ সি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা, ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইউরোপ, আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কলেজ শিক্ষক, ব্যাঙ্ক-বীমা, পুলিশ প্রশাসন সহ প্রতিটি অঙ্গনে আই আই ইউ সি'র শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশ সেবায় আই আই ইউ সি এর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম নরসিংদীসহ এতদঅঞ্চলে শিক্ষা খাতে অনন্য ভূমিকা রাখার কারণে সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল মহাত্মাগান্ধী পিস এওয়ার্ড ২০২২ প্রাপ্ত হয়েছেন।

এছাড়াও আই আই ইউ সি গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে অনেকেই দেশে বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত আছেন। খোদ নিজের প্রতিষ্ঠানে প্রায় অর্ধশত ফ্যাকাল্টি মেম্বার সহ, জনাব ড. মোঃ জাকিরুল আলম ভুঁইয়া (সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিষ্ট, ও সহযোগী অধ্যাপক, সি এস ই, ফরধাম ইউনিভার্সিটি, ইউ এস এ), জনাব ড. শাহিনুর রহমান (অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি), জনাব ড. আরাফাত রহমান (ইউনিভার্সিটি অব ওলভারহ্যাম্পটন, ইউ কে), জনাব মোঃ মুকিতুল হক (চন্নাম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, কোরিয়া), জনাব ড. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান (ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া কেলান্তান), জনাব ড. মুহাম্মদ নাজমুল হক (ইউ আই টি এম, মালয়েশিয়া), অধ্যাপক ড. মোঃ আশরাফুল ইসলাম (ডীন, স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া), জনাব ড. জুলফিকার হাসান (বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি), জনাব ড. সরকার সেলিম (সহযোগী অধ্যাপক, স্কুল অব সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, উত্তরা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম (ফারইস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ), জনাব সৈয়দা তানজিলা শাহনেওয়াজ (সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ); বিবিএ ৪র্থ ব্যচের জনাব মাহবুবুর রহমান মিশরের দ্যা বৃটিশ ইউনিভার্সিটি অব ইজিপ্ট এ সিনিয়র সহকারী রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। United Nations - এর MENA- Middle East and Horn of North Africa অঞ্চলের Resource Management officer হিসেবে বর্তমানে ইয়েমেনে থেকে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব শাহজাহান মোহাম্মদ ফয়সাল।

শিক্ষকতা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে কর্পোরেট জগতেও সফলতার অনন্য স্বাক্ষর রেখে চলেছে আই আই ইউ সি গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ। জনাব মোঃ তছলিম উদ্দিন (ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কে-আর গ্রুপ), জনাব খাইরুল আলম (সি ই ও, ফ্লীট বাংলাদেশ), জনাব ফায়সাল আহমেদ (ডিরেক্টর, বাংলালিংক), জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নুর-এ-আলম (প্রোজেক্ট ম্যানেজার, সিনেসিস আইটি লিমিটেড) তাঁদের অন্যতম। এমন প্রোফাইলের আরও শত শত এলামনাই রয়েছে আই আই ইউসি'র।

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে মতামত জানতে চাইলে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ হিউম্যান রিসোর্স অর্গানাইজেশন ও ইন্সটিটিউট অব পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট এর প্রেসিডেন্ট জনাব মোশাররফ হোসাইন বলেনঃ

"আইআইইউসি বাংলাদেশের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় যারা নৈতিকতার সাথে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে। আইআইইউসি গ্র্যাজুয়েটরা বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় বহুজাতিক, আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় বৃহৎ সংস্থাগুলিতে চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি পায়। তারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে তাদের যোগ্যতা ও নৈতিকতা প্রমাণ করেছে।" জনাব হোসাইন দীর্ঘদিন আই আই ইউ সি-তে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পাঠদান করেছেন।

আই আই ইউ সি'র বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর অন্যতম সদস্য, ফিমেল একাডেমিক জোন কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও শিক্ষানুরাগী জনাব রিজিয়া সুলতানা চৌধুরী মনে করেন, "আই আই ইউ সি কর্মমুখী দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ কিছু

প্রোগ্রাম যেমনঃ কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মাসী, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বিবিএ, ইংরেজী, ল' অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এগুলোর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীকে কোয়ালিটি ও মোরালিটি সম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করে দেশ ও বিদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান সমুহে সেবা প্রদানের যোগ্য করে গড়ে তুলে শিক্ষা বিস্তার ও মানব সম্পদ উন্নয়নে, সর্বোপরি শিক্ষিত জেনারেশন তৈরিতে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। পাশাপাশি শরীয়াহ ফ্যাকাল্টির মাধ্যমে মাদরাসার ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বিশেষ করে আইআইইউসি ফিমেল একাডেমিক জোনের মাধ্যমে ছাত্রীদের আলাদা ও সুন্দর পরিবেশে পাঠদান একটি ব্যাতিক্রমধর্মী উদ্যোগ যা অন্য কোথাও নেই। এখানকার সুশৃংখলও নিরাপদ পরিবেশ অভিভাবকদেরকে স্বস্তিতেও চিন্তামুক্ত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

এই বছরের একটি হিসেব অনুযায়ী আই আই ইউ সি থেকে এই পর্যন্ত ৪৩,০০০ এরও অধিক ছাত্র ছাত্রী গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে।

ক্রমিক	ফ্যাকাল্টি	গ্র্যাজুয়েট সংখ্যা
১	ফ্যাকাল্টি অব শরিয়াহ	২,১০৫
২	ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	৬,৫১৬
৩	ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজ	২১,৬৯৯
৪	ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এন্ড হিউমেনিটিস	৫,৭৩৭
৫	ফ্যাকাল্টি অব ল'	৩,৮৮৬
৬	ফ্যাকাল্টি অব সোশ্যাল সায়েন্স	৩,০৬৬
সর্বমোট গ্র্যাজুয়েট সংখ্যা		**৪৩,০০৯**

ইতিমধ্যে জব মার্কেটের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে নতুন নতুন বিভাগ খোলার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আই আই ইউ সি'র সুযোগ্য কর্তৃপক্ষ ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ অত্যন্ত শিক্ষাবান্ধব এবং শিক্ষার ক্রমাগত মান উন্নয়ন ও ক্যাম্পাসের অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা ও গবেষণার সুষ্ঠু পরিবেশ বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সভাপতি, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী অধ্যাপক ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী বলেনঃ

"এ বিশ্ববিদ্যালয়কে অচিরেই সত্যকার অর্থে একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে সুযোগ্য বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কাজ করে যাচ্ছে। দেশি বিদেশি বেশ কিছু সংস্থার সাথে MoU (সমঝোতা স্মারক) করা হয়েছে, তাঁরা আই আই ইউ সি'র ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাবৃত্তি, গবেষণা প্রনোদনাসহ নানামুখী সহযোগিতা প্রদানে সম্মত হয়েছে। ইতিমধ্যেই সম্পূর্ন সরকারী অনুদানে এল জি ই ডি'র মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তাসমুহ কার্পেটিং করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নিয়মিত চাহিদার আলোকে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষকদের উচ্চমানের গবেষণা ও তা প্রকাশের জন্য বিশেষ অর্থায়নের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।"

উল্লেখিত মতামত ও তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে এই উপসংহারে নিশ্চিতভাবেই পৌছা যায় যে, আই আই ইউ সি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিশেষ গুরুত্বপ্রাপ্ত চতুর্থ শিল্প বিপব ও টেকসই উন্নয়নের নির্ণায়ক সমুহের প্রতি বিশেষ খেয়াল রেখে সর্বোতভাবে শিক্ষা বিস্তার ও দক্ষ জনসম্পদ তৈরি ও উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষা বিস্তার ও দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে আই আই ইউ সি'র যে বিশাল কর্মপরিকল্পনা বা মাস্টারপ্যান রয়েছে তাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারলে এই বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বাংলাদেশেই নয়, এর মিশন অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়াতে একটি 'হাইয়েস্ট সীট অব লার্নিং' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে খুব বেশি দিন প্রয়োজন হবে না।

সহযোগী অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিভাগ, আইআইইউসি

গবেষণায় এগিয়ে আইআইইউসি

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান খান

উচ্চশিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ গবেষণা। বর্তমান যুগে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় শুধু শিক্ষাদান, শিক্ষা, গবেষণা, আবিষ্কার এবং জ্ঞানের ভাণ্ডারের একটি প্রতিষ্ঠান নয়। সময় পরিবর্তিত হয়েছে, সমাজের চাহিদাও বেড়েছে। প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য, দেশ ও সমাজের বিকাশমান চাহিদা পূরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে বিকশিত হতে হবে এবং পরিবর্তন করতে হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্প্রদায়ের সেবা ও উপকার করা এবং এটি কার্যকরভাবে করতে একটি Symbiotic সম্পর্কের জন্য সম্প্রদায়, সমাজ, দেশ ও উম্মাহর সংগে জড়িত হওয়া দরকার।

উচ্চশিক্ষায় গবেষণাকে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (IIUC) বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ জন্য প্রতিষ্ঠানটিতে সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন (CRP) নামে আলাদা একটি গবেষণা কেন্দ্র চালু রয়েছে। যেখানে বার্ষিক ব্যয় এক কোটি টাকার অধিক।

IIUC-এর সংগে মালয়েশিয়ার দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় - ইউনিভার্সিটি সেইন্স ইসলাম মালয়েশিয়া (USIM) এবং ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া পার্লিস (UniMAP)-এর সমঝোতা-চুক্তিপত্র (MoA) রয়েছে, যা CRP সমন্বয় করে থাকে। এ MoA-এর অধীনে এ পর্যন্ত IIUC-এর ৬ জন শিক্ষক তাঁদের পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন এবং কয়েকজন অপেক্ষমান আছেন। সেন্টার ফর রিসার্চ (CRP) আইআইইউসি-এর লোকাল এবং গ্লোবাল পার্টনার্সদের সংগে তাদের ধারণা, গবেষণা এবং উদ্ভাবনে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

র‍্যাঙ্কিং

IIUC বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং-এ নিজেদের সুদৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সচেষ্ট। নির্দিষ্ট ইনডেক্স সমূহের আলোকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের শিক্ষা, শেখা এবং গবেষণার পরিবেশের গুণগত মান মূল্যায়ন করতে টাইমস হাইয়ার এডুকেশন (THE) এবং Quacquarelli Symonds (QS) র‍্যাঙ্কিং বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে অনুসরণ করে। QS র‍্যাঙ্কিং-এর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপকভাবে স্বীকৃত-সূচকগুলো পূরণ করার জন্য IIUC তার শিক্ষকদের স্কোপাস-ইনডেক্সড জার্নালে তাদের বৈজ্ঞানিক কাজগুলি প্রকাশ করার জন্য ক্রমাগত প্রচার এবং অনুপ্রাণিত করে। IIUC-তে শিক্ষকদের প্রকাশনার জন্য নির্দিষ্ট গবেষণা-অনুদান রয়েছে। IIUC-এর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গবেষণার পরিধি বেড়ে চলেছে। প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়টির গবেষণা-প্রবন্ধের সংখ্যাও বেড়েছে।

QS র‍্যাঙ্কিং-এর জন্য প্রতি বছর ন্যূনতম ১০০টি স্কোপাস-ইনডেক্সড প্রবন্ধ প্রয়োজন। যেখানে টাইমস হাইয়ার এডুকেশন (THE) র‍্যাঙ্কিং-এর জন্য ৫ বছরে ন্যূনতম ১০০০টি স্কোপাস-ইনডেক্সড প্রবন্ধ প্রয়োজন হয়। গত ৫ বছরে (২০১৭-২০২১) আইআইইউসি-এর গবেষকগণের মোট ৭০২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ গবেষণাপত্র প্রকাশে বিজ্ঞান-অনুষদ এগিয়ে রয়েছে। এ অনুষদের মেধাবী শিক্ষার্থীরা গবেষণায় এগিয়ে আসছেন। এই অগ্রগতিতে ২০২২ সনে এ পর্যন্ত IIUC-অনুমোদিত গবেষকগণের ২০০ এর অধিক স্কোপাস-ইনডেক্স প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যা IIUC-কে র‍্যাঙ্কিং-এ অনেক এগিয়ে নিয়েছে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (IIUC) ওয়েবোমেট্রিকস (Webometrics) র‍্যাংকিং এ বাংলাদেশের শীর্ষ, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ২৩তম স্থান এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC) এর তালিকা অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শীর্ষ-৮-এর অন্যতম ও চট্টগ্রামে ১ম স্থানে অবস্থান করছে।

এছাড়া ওয়ার্ল্ড অ্যালপার ডগার সায়েন্টিফিক ইনডেক্স (AD Scientific Index) ২০২৩-এ প্রকাশিত মোট ১০ লক্ষ ৮২ হাজার ১০২ জন বিশ্বসেরা গবেষকদের তালিকায় বাংলাদেশের ৪ হাজার ৬২৮ জন গবেষকের নাম স্থান পেয়েছে। IIUC-এর ৮৬ জন শিক্ষক-গবেষক AD Scientific Index, ২০২৩ এর 'বিশ্বসেরা গবেষকদের' তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন।

প্রকাশনা

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৭ জন পিএইচডি ডিগ্রীধারী শিক্ষক রয়েছেন। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের অংশগ্রহণে IIUC সফলভাবে ১৪টি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স আয়োজন করেছে। কনফারেন্সের বেশিরভাগ প্রবন্ধ জার্নাল ও কনফারেন্স-প্রসিডিংস-এ প্রকাশিত হয়েছে। ২০২৩ সনের জানুয়ারি মাসে IIUC-এর ১৫তম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। গবেষণাকে সুনিশ্চিত ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন (সিআরপি) ৩টি গবেষণা জার্নাল যথা - Dirasat al-Jami'ah al-Islamiyah al-'Alamiyyah (Arabic), IIUC Studies (English), IIUC Business Review

(English) নিয়মিত প্রকাশ করে। এছাড়া সিআরপি ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষণাধর্মী বই প্রকাশ করেছে। IIUC-এর রয়েছে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। যেখানে মোট বইয়ের সংখ্যা ৮৫,০০০। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষকদের গবেষণার ফলাফলগুলোকে accessible করার জন্য শিক্ষকদের পিএইচডি থিসিস, এমফিল থিসিস এবং মাস্টার্স থিসিস সমূহ IIUC-এর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের আর্কাইভে সংরক্ষিত থাকে।

শিক্ষা-বিনিময়

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (IIUC) ফেডারেশন অব দ্য ইউনিভার্সিটিজ অব দ্য ইসলামিক ওয়ার্ল্ড (FUIW) এবং অ্যাসোসিয়েশন অব কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিজের (ACU) সদস্য। IIUC-এর সঙ্গে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডা, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, থাইল্যান্ড, নেপাল, তুরস্ক, সুদানসহ বিশ্বের ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা-চুক্তি রয়েছে।

আইআইইউসি-কে একটি অগ্রগামী, trans-disciplinary গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশাসনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা। যা ভবিষ্যতের প্রতিভাকে গুণগত এবং নৈতিকতা উভয়ের নিরিখে আর্থ-সামাজিকভাবে শক্তিশালী করতে সক্ষম করবে। এবং IIUC-কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আরও সমৃদ্ধ এবং সফল অবস্থানে পৌঁছে দেবে।

ডাইরেক্টর, সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন (CRP)

আইআইইউসি'র নিয়মিত প্রকাশনাসমূহ

IIUC Bulletin

Issue 26 • August 2021

Prof. Dr. Abu Reza Nadwi MP the New Chairman of BoT, IIUC

Prof. Dr. Abu Reza Md. Nezamuddin Nadwi MP has taken charge of the Chairman of the newly formed Board of Trustees of IIUC on 6th March, 2021 with the approval of the Ministry of Education, the People's Republic of Bangladesh.

A Brief Biographical Sketch of the New Chairman:

Family Background: Professor Dr. Abu Reza Mohammad Nezamuddin Nadwi MP was born in 1968 in a traditional Muslim family in famous Maokkarbadi of

[See more at Page-8

মুজিব কর্নার

Mujib Corner

The Golden Jubilee of the Independence Celebrated at IIUC

Dr. Hasan Mahmud MP, the joint general secretary of Bangladesh Awami League and Minister for Information and Broadcasting, said, the violence that took place in different parts of the country including Brahmanbaria was under the banner of an organization, but BNP and Jamaat were associated with it. Together they executed these. Islam never supports these. This evil power must be stopped. He said these as the chief guest at the inaugural ceremony of 'Mujib Corner' and 'Bangabandhu Research Centre for Inter-religious Dialogue' (BRCIID) as the part of the Celebration

[See more at Page-5

100th Birth Anniversary of Bangabandhu Celebrated

'If Bangabandhu had not been born, the birth of Bangladesh would have remained a dream'

The cake was cut. In addition to the colorful programme, a Mejban was also organized on the 17th, March 2021, on the occasion of the centenary anniversary of the birth of the father of the nation Banganbandhu Sheikh Mujibur Rahman. Excitement was seen across the campus of IIUC in Kumira, Sitakund. International Islamic University Chittagong was founded in 1995. No such event has been held in this University on the birth anniversary of Bangabandhu since its inception. A discussion

[See more at Page-4

Professor Anwarul Azim Arif Appointed Vice Chancellor of IIUC

His Excellency the President of the People's Republic of Bangladesh as well as the Chancellor Abdul Hamid appointed the former Vice Chancellor of Chittagong University as the Vice Chancellor of IIUC on 28th July, 2021. He has been appointed for

[See more at Page-7

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

International Islamic University Chittagong

www.iiuc.ac.bd

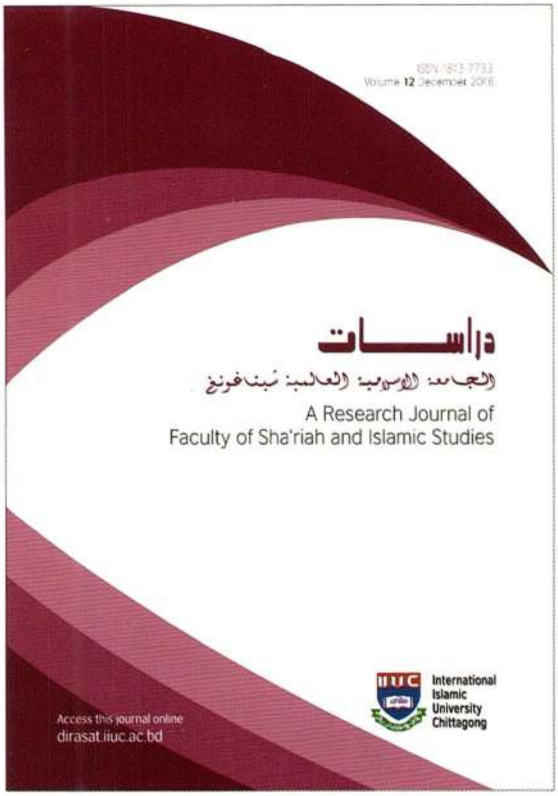

ISSN 1813-7733

Volume **12** December 2016

دراسات

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

A Research Journal of
Faculty of Sha'riah and Islamic Studies

Access this journal online
dirasat.iiuc.ac.bd

International Islamic University Chittagong

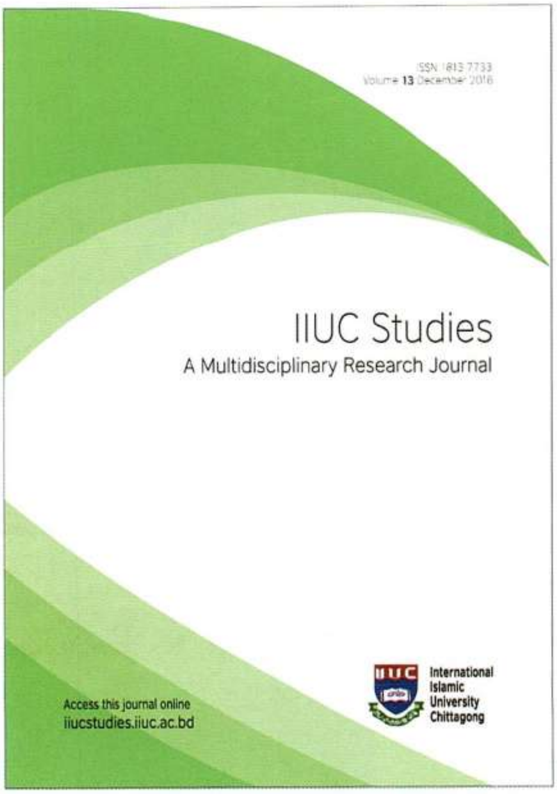

ISSN 1813-7733

Volume **13** December 2016

IIUC Studies

A Multidisciplinary Research Journal

Access this journal online
iiucstudies.iiuc.ac.bd

International Islamic University Chittagong

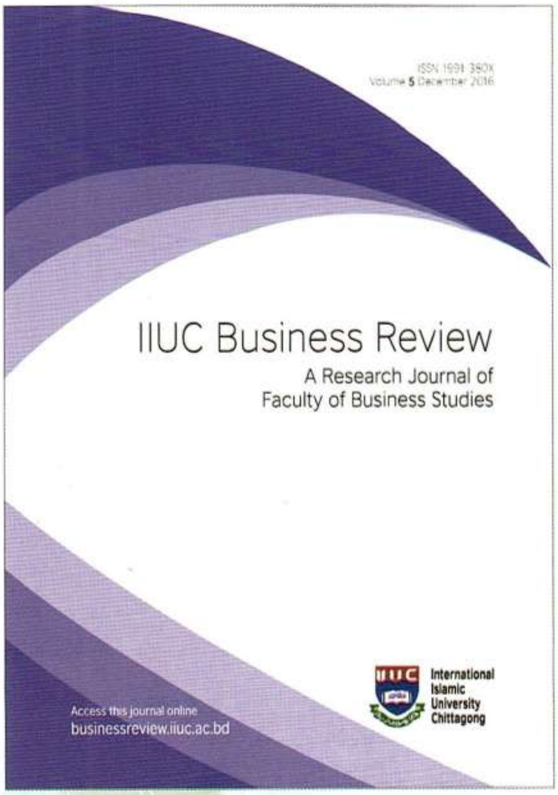

ISSN 1991-390X

Volume **5** December 2016

IIUC Business Review

A Research Journal of
Faculty of Business Studies

Access this journal online
businessreview.iiuc.ac.bd

International Islamic University Chittagong

নারী শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে আইআইইউসি

রিজিয়া রেজা চৌধুরী

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম পঁচিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অতিক্রম করায় এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সারাদেশে উজ্জ্বল অবস্থান তৈরিতে সফল হয়েছে। ছাত্রীদের জন্য আলাদা ফিমেইল একাডেমিক জোন -এদেশে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। সিদ্ধান্তটি ছিল ব্যতিক্রমী ও সাহসী । অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, অভিভাবকরা আমাদের সাথে আছেন প্রথম থেকে অদ্যাবধি। অপরিসর ক্যাম্পাস, অপ্রতুল সুবিধা, গুটিকয়েক ছাত্রী, কিন্তু সকলের চোখে স্বপ্ন অফুরান-এভাবেই পথচলার শুরু। ছাত্রীদের জন্য প্রথম একাডেমিক জোনটি কাতালগঞ্জের অস্থায়ী নিবাসে। সেখান থেকে পাঁচলাইশ, পার্সিভিল হিল, বদ্দারহাট হয়ে ২০১৬ তে থিতু হওয়া কুমিরাস্থ নিজস্ব ক্যাম্পাসে। সুরম্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য রয়েছে আলাদা একাডেমিক জোন। অনেকেই ভাবতে পারেন ছাত্রীদের হয়ত এই কারণে অনগ্রসর। বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন। প্রতিষ্ঠানের নিয়মহেতু স্বতন্ত্র জোনে শালীন পোশাকে অবস্থান করলেও তারা দাপটের সাথে পড়াশুনা, গবেষণা, সহশিক্ষা কার্যক্রম ছাত্রদের সাথে সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনী, বসন্ত উৎসব নিয়মিতই রঙিন করে এই ক্যাম্পাস। শীতকালীন পিঠা উৎসবে মুখরিত হয় আমাদের প্রাঙ্গন। ক্যালিওগ্রাফি, চিত্রাঙ্কন, সংস্কৃতিচর্চা, ছবি তোলায়ও পিছিয়ে নেই আমাদের মেধাবী কন্যারা।

বর্তমান প্রসাশন দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সার্বক্ষণিকভাবে সচেষ্ট ছাত্রীদের উন্নয়নে । কারণ নারীকে অন্ধকারে রেখে কোন জাতি কখনো অগ্রসর হতে পারেনা, পারেওনি।

শিশুদের সঠিক বিকাশে পরিবারের বিকল্প নেই। শৈশবে শিশুরা শৃঙ্খলিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অনেক সময় চিত্রটা বদলে যায়। কখনো তারা হয়ে পড়ে লাগামহীন। বর্তমানে চারপাশে তাকালে আমরা দেখি মূল্যবোধের বড় অভাব। ছাত্র-ছাত্রীরাও তার ব্যতিক্রম নয়। নৈতিকতা বিবর্জিত মানুষ সমাজ, রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই আমাদের পাঠ্যসূচিতে সংযুক্ত আছে এমন কিছু সহায়ক বিষয় যা নৈতিকতা বোধের উন্মেষ ঘটিয়ে তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা করে অবক্ষয় থেকে। এভাবেই তাদের অর্জিত শিক্ষা পথ দেখাবে উত্তর প্রজন্মকে।

Female Academic Building #03
Department of Business Administration
Department of Economics & Banking
Department of EEE
Department of LAW
International Islamic University Chittagong
IIUC
FAZ

আমাদের বড় প্রাপ্তি সকল ধর্মের শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অভিভাবকেরা তাদের কন্যাদের পরম নির্ভরতা খোঁজেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তাঁরা দেখেছেন শালীন পোষাক, স্বতন্ত্র অবস্থান ছাত্রীদের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক নয়। আমরা সকল অভিভাবকের কাছে কৃতজ্ঞ যাঁদের সহযোগিতা আমাদের পঁচিশ বছরের পথচলা করেছে মসৃণ।

আমাদের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রশাসনের লক্ষ্য আধুনিক শিক্ষা ও মননের অধিকারী একদল ছাত্রী, যারা সফল পদচারণার স্বাক্ষর রাখবে গৃহে ও কর্মক্ষেত্রে। দূর-দূরান্ত থেকে আগত ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা সহজ করার লক্ষ্যে আমাদের আছে নিজস্ব আবাসন, আছে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা-নেওয়ার জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, এম্বুলেন্স, নারী চিকিৎসক ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র -যেটি এখানে আগত কর্মজীবী মায়েদের পরম নির্ভরতার স্থান। পুরনো ভবনগুলো সাথে গড়ে উঠছে নতুন নতুন স্থাপনা যেগুলো তাদের পথচলা আরো সুগম করবে।

বর্তমান প্রশাসনের আছে অসাধারণ পরিচালনা দক্ষতা, জনসংযোগ ও সৃষ্টিশীল মন। আর আমাদের সাথে আছে একদল সুযোগ্য শিক্ষক, শিক্ষিকা, কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জীবনকালে প্রতিবছর যোগ হয় অজস্র অভিজ্ঞতা। আমরাও নই এর ব্যতিক্রম। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাব সমৃদ্ধ আগামীর পথে। থাকবো সব ভালোর সাথে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় তাহলেই ঘুচবে "রাজ্যের যত গ্লানি"।

সবাইকে আবারো প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভেচ্ছা।

সদস্য ট্রাস্টি বোর্ড, চেয়ারম্যান ফিমেইল একাডেমিক জোন, আইআইইউসি

কাতার সেন্ট্রাল লাইব্রেরি আইআইইউসি

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষ একটি আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার গড়ে তোলার জন্য সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে অন্যতম সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসি ও EEE ডিপার্টমেন্টের জন্য দুইটি সেমিনার লাইব্রেরি রয়েছে যেগুলো কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধীনে পরিচালিত হয়। ইসলামী স্থাপত্যের নিদর্শন সমৃদ্ধ আধুনিক এ গ্রন্থাগার ভবনটি কাতার সরকারের অর্থায়নে ২০০৩ সালে নির্মাণ করা হয়। ইতোমধ্যে ৩৩ হাজার বর্গফুটের তিন তলা বিশিষ্ট ভবনটি পাঁচ তলা পর্যন্ত উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক এ গ্রন্থাগার ভবনটিতে লিফটের ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যবহারকারীদের সুষ্ঠু পড়ালেখার পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রন্থাগারটিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রন্থাগার সামগ্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ গ্রন্থাগারটি সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থাগারটিতে একত্রে ৪৫৬ জন শিক্ষার্থী পড়ালেখা করতে পারে। ইসলামী রীতিনীতি অনুসরণ করে গ্রন্থাগারটিতে সকল কার্যক্রম পুরুষ ব্যবহারকারীদের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় এবং মহিলা ব্যবহারকারীদের জন্য তৃতীয় তলায় পৃথকভাবে পরিচালিত হয়।ব্যবহারকারীদের তথ্য অনুসন্ধানের সুবিধার্থে গ্রন্থাগার সামগ্রী ডিডিসি স্কিম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ড, সিন্ডিকেট, অনুষদের ডীন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেন্টারের পরিচালকদের সমন্বয়ে লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠিত যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হলেন এ কমিটির চেয়ারম্যান এবং লাইব্রেরিয়ান হলেন সদস্য সচিব।

ভিশন ও মিশন: কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভিশন হলো একটি সমৃদ্ধ জ্ঞান কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গতিশীল শিক্ষার পরিবেশ তৈরী করে সকলকে জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান অনুসন্ধানে সক্ষম করে গড়ে তোলা। আর মিশন হলো সম্ভাব্য অটোমেশন, ডিজিটাল ও নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন ও মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে ব্যবহারকারীদের সরবরাহ করা।

সংগ্রহ: কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ১৭০১০টি শিরোনামের প্রায় ৯২,৪৫০ টি বই, ২২৫৯টি জার্নাল, ৩১৫১টি থিসিস, ৩৩৬০টি ডকুমেন্ট, ১৫০টি পান্ডুলিপি, ৫৭৯১টি ম্যাগাজিন এবং ১৫৪টি অডিও ভিউজুয়্যাল সামগ্রী রয়েছে। ৩৯টি ডেটাবেজের অধীনে প্রায় ৩৫৫০০ অনলাইন জার্নাল, চারটি ডেটাবেজের অধীনে ২০০০০ ই-বুক এবং ৫০ লক্ষ ই-থিসিস-এ এক্সেস এবং ডাউনলোডের সুবিধা রয়েছে। এ ছাড়াও গ্রন্থাগারে বিপুল সংখ্যক জার্নাল, বিদেশী ও স্থানীয় ম্যাগাজিন এবং বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ জাতীয় সংবাদপত্রের মুদ্রিত সংখ্যাগুলি সাবস্ক্রাইব করা হয়।

مكتبة قطر المركزية
Qatar Central Library
CRM BOOTH

সময়: কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার শুক্র থেকে বুধবার পর্যন্ত সপ্তাহে ৬ দিন সকাল ৮:৩০ মিনিট থেকে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত খোলা থাকে। ফার্মেসি এবং EEE সেমিনার লাইব্রেরি দুইটি শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত সপ্তাহে ৫ দিন সকাল ৮:৩০ মিনিট থেকে বিকাল ৪:৩০ মিনিট পর্যন্ত খোলা থাকে।

অটোমেশন: কোহা ইন্টিগ্রেটেড লাইব্রেরি সিস্টেমের মাধ্যমে গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়করণ করা হয়েছে। গ্রন্থাগারটির সংগ্রহ, ক্যাটালগিং, অনলাইন পাবলিক এক্সেস ক্যাটালগ, সার্কুলেশন সেবা,ব্যবহারকারীদের ব্যবস্থাপনা, লগইন, প্রোফাইল, ওভারডিউ জরিমানা, ইমেল নোটিফিকেশন, অনলাইন রিজারভেশন এবং রিপোর্ট জেনারেশন অটোমেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ডিজিটাল ইনিস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি: গ্রন্থাগারটির ডিজিটাল ইনিস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি DSpace সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করে তৈরী করা হয়েছে যা বিশ্ববিদ্যালয়টির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ডকুমেন্ট, বই, জার্নাল, স্যুভেনির, বুলেটিন, সিলেবাস, প্রশ্নপত্র, কনফারেন্স পেপার, নিউজক্লিপিং, গবেষণা প্রতিবেদন, টার্মপেপার, থিসিস, ডিজারটেশন ও অন্যান্য প্রকাশনা সংরক্ষণ করা হয়। রিপোজিটরিটি দুইটি গ্লোবাল ওপেন এক্সেস ডিরেক্টরি যথা Open DOAR ও ROAR এ নিবন্ধিত।

মুজিব কর্নার: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ এম.পি, মাননীয় শিক্ষা উপ-মন্ত্রী ব্যারিস্টার মুহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এম.পি এবং আইআইইউসি ট্রাস্টের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মোহাম্মদ নেজামউদ্দীন নাদভী এম.পি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, রাজনীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত সহস্রাধিক বই মুজিব কর্নারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ক্যারিয়ার কর্নার: একাডেমিক অধ্যয়নের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রত্যাশিত কর্মক্ষেত্রে যোগ্য ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রন্থাগারটিতে একটি ক্যারিয়ার কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে IELTS, GRE, GMAT, TOEFL, BCS ও অন্যান্য প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ক্যারিয়ার রিলেটেড বই সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠার লক্ষ্যে সফল ব্যক্তিদের জীবনী ও অনুপ্রেরণামূলক বই এখানে সংরক্ষণ করা হয়।

বৃটিশ কাউন্সিল স্যাটেলাইট লাইব্রেরি: ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ অভ্যাস গড়ে তোলা ও ইংরেজী ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আইআইইউসি এবং বৃটিশ কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বৃটিশ কাউন্সিল স্যাটেলাইট লাইব্রেরি চালু করা হয়েছে। এখানে বৃটিশ কাউন্সিল সাত শতাধিক বই ও অন্যান্য পাঠ উপকরণ প্রদান করেছে।

গবেষণামূলক সেবা: বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সম্পর্কিত কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে গ্রন্থাগারটি Turnitin প্লেজারিজম সফ্‌টওয়্যার, Grammarly গ্রামার চেকিং সফ্‌টওয়্যার, EBSCO ডিসকভারি সফ্‌টওয়্যার, QuillBot প্যারাফ্রেজিং সফ্‌টওয়্যার, Zotero রেফারেন্স ও সাইটেশন ম্যানেজমেন্ট সফ্‌টওয়্যার, PerfectIt প্রুফরিডিং সফ্‌টওয়্যার, SPSS, STATA ও SmartPLS ডেটা এনালাইসিস সফ্‌টওয়্যার সাবস্ক্রাইব করে থাকে। এ সকল সেবা সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলতি তথ্য জ্ঞাপন সেবা ও ইনফরমেশন লিটারেসি প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের প্রায়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সার্কুলেশন সার্ভিস: ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও অন্যান্য ব্যবহাকারীগণ তাদের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার থেকে বই ও অন্যান্য পড়ার উপকরণ নিজস্ব আইডি কার্ড ব্যবহার করে ইস্যু করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীরা ১৫ দিনের জন্য ৪টি বই, শিক্ষকগণ ৬ মাসের জন্য ১০টি বই এবং কর্মকর্তাগণ ১ মাসের জন্য ৪ টি বই ইস্যু করতে পারেন। ইস্যু করা বই গুলো ছাত্র-ছাত্রীরা ১৫ দিন করে দুইবার, শিক্ষকগণ ৬ মাস করে দুইবার এবং কর্মকর্তাগণ ১মাস করে দুইবার অনলাইনে অথবা গ্রন্থাগারে এনে নবায়ন করতে পারেন। গ্রন্থাগার থেকে বই ইস্যু, রিটার্ন ও নবায়ন করার সাথে সাথে এবং ওভারডিউ এর ১দিন পূর্বে ই-মেলের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবহিত করা হয়। যদি কোন ব্যবহারকারী নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ইস্যু করা বই নবায়ন অথবা গ্রন্থাগারে ফেরত দিতে ব্যর্থ হন তাহলে ব্যবহারকারীকে ই-মেলের মাধ্যমে ওভারডিউ নোটিশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠানো হয় এবং প্রত্যেক বইয়ের জন্য দিনে মাত্র ১ (এক) টাকা হারে জরিমানা ধার্য্য করা হয়।

ম্যানুস্ক্রিপ্ট ও আর্কাইভ শাখা: বাঙ্গালি জাতি, বাংলা ভাষা, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত পান্ডুলিপি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পাঠকের সামনে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে গ্রন্থাগারটিতে সম্প্রতি একটি পান্ডুলিপি শাখা স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ঐতিহ্যকে ধারণ করে রাখার জন্য আইআইইউসি কর্তৃক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সকল প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট আর্কাইভ শাখায় যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়। এ ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত দুর্লভ কালেকশনগুলো এই শাখায় সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

ক্যারেল রুম: বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের গবেষণার যথাযথ নিরিবিলি পরিবেশ প্রদানের লক্ষ্যে গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় তলায় ৮টি ক্যারেলরুম স্থাপন করা হয়েছে। ক্যারেল রুমগুলো গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের উপকরণের সমন্বয়ে এক একটি গবেষণা হাব হিসেবে গড়ে তোলার অভিষ্ট লক্ষ্যে গ্রন্থাগার পেশাজীবীগণ কাজ করে যাচ্ছে।

কম্পিউটার ল্যাব: কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত দুইটি কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে। একটি ছাত্রদের জন্য এবং অন্যটি ছাত্রীদের জন্য। এছাড়া শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য ক্যারেল রুমে কম্পিউটারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কম্পিউটার ল্যাবগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের একাডেমিক পড়ালেখা, গবেষণা ও ক্যারিয়ার গঠনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে।

রেফারেন্স শাখা: গ্রন্থাগারটিতে ব্যবহারকারীদের রেফারেন্স সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্বকোষ, অভিধান, গ্রন্থপঞ্জি, ইয়ারবুক, ক্যাটালগ, হ্যান্ডবুক, বার্ষিক প্রতিবেদন, অ্যাটলাস, গেজেটিয়ার, ভ্রমণ নির্দেশিকা এবং অন্যান্য রেফারেন্স সামগ্রীর সমন্বয়ে গ্রন্থাগার ভবনের দ্বিতীয় তলায় একটি সমৃদ্ধ রেফারেন্স শাখা স্থাপন করা হয়েছে।

ওয়েবসাইট: গ্রন্থাগারটির জন্য একটি পৃথক ওয়েবসাইট ডেভেলপ করা হয়েছে, যেখানে গ্রন্থগার সম্পর্কিত সকল ধরনের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।এছাড়া অনলাইন পাবলিক এক্সেস ক্যাটালগ, ডিজিটাল ইনিস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি, অনলাইন জার্নাল, ই-বুক, ই-থিসিস এবং সকল ধরনের সার্ভিস সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ লিংক এই ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

র‌্যাংকিং: বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সকল ধরনের র‌্যাংকিং, ইনডেক্স, ইমপ্যাক্ট এবং সাইটেশনের চলমান পরিসংখ্যান গ্রুপ ই-মেলের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত অবহিত করা হয়। এছাড়া এই সম্পর্কিত সকল লিংক লাইব্রেরি ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR) এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সার্বিক সহযোগিতায় একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার অভিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে গ্লোবালী রিকগনাইজড মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন লাইব্রেরি ভিজিট করার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমান অটোমেশন সফ্টওয়্যার কোহা এর সাথে RFID টেকনোলজি ইন্টিগ্রেশন করে অটোমেশন সিস্টেমকে আরো উন্নত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ইসলামের প্রতি অবদানের সমন্বয়ে মুজিব কর্নারকে আরো সমৃদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির ক্রমধারাকে আরো তরান্বিত করতে গ্রন্থাগারটিতে একটি ই-বুক রিপজিটরি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। যা অতি সম্প্রতি ব্যবহারকারীদের জন্য উম্মুক্ত করা হবে। গ্রন্থাগারে ব্যবহারকারীদের উপস্থিতি নিরূপণ করার লক্ষ্যে ইউজার কাউন্টিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রন্থাগারটির সাবক্রাইবকৃত অনলাইন জার্নাল এবং ই-বুক গুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের Wi-Fi অথবা ইথারনেট ব্যবহার করে যে কোন ব্যবহাকারী আইআইইউসি ক্যাম্পাস থেকে এক্সেস ও ডাউনলোড করতে পারে। কিন্তু বাসা থেকে ব্যবহারকারীরা যাতে উক্ত ই-রিসোর্স এক্সেস ও ডাউনলোড করতে পারে সে লক্ষ্যে RemoteXs রিমোট এক্সেস সফ্টওয়্যার সাবসক্রাইব করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

লাইব্রেরিয়ান, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

আই আই ইউ সি : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল পাদপীঠ

মোহাম্মদ এমদাদ হোসেন

বিশ্ব দরবারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুখ্যাতি রয়েছে। আবহমান কাল থেকে এ দেশের মানুষ পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে আসছে। বাংলাদেশে সকল ধর্মের মানুষ কোনো ধরণের বৈষম্য ছাড়াই বসবাস করে চলেছে। প্রাচীনকাল থেকেই এই দেশে প্রায় সকল ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঈর্ষণীয়। যদিও জনসংখ্যার সিংহভাগ মুসলমান, তবে অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও এখানে রয়েছে ভ্রাতৃত্বসুলভ সহাবস্থানের অনুপম দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের প্রতিটি নাগরিককে সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। পিছিয়ে পড়া সকল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকার কোটা পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। এর মাধ্যমে শিক্ষা থেকে শুরু করে চাকরি ও সকল ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ঘটছে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামও এর ব্যতিক্রম নয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল পাদপীঠ হিসেবে সফলতার সথে এগিয়ে যাচ্ছে আইআইইউসি। সঠিক জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে মানবসভ্যতা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হচ্ছে। সত্য ও সুন্দর জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে আইআইইউসি'র প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী সাম্প্রদায়িকতা ও নিরক্ষরতামুক্ত একটি কল্যাণকর উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে অবদান রাখবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম দেশের একটি প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে সুনাম এবং সুখ্যাতি। ২৫ বছরে এই প্রতিষ্ঠানটি দেশে এবং দেশের বাইরে ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করছে। 'IIUC Combines Quality with Morality' এই মূলমন্ত্র নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। এখানে উল্লেখ্য যে এই বিশাল প্রতিষ্ঠান প্রথম থেকেই ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক একাডেমিক জোন, ধূমপান মুক্ত নিরাপদ সবুজ ক্যাম্পাসের ব্যবস্থা করেছে যা এতদঅঞ্চলে বিরল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি কোন রকমের বৈষম্য করেনি। এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য। এটি একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হলেও শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সকল দল, মত, ধর্ম ও বর্ণের ছাত্রছাত্রীরা সমান সুযোগ সুবিধা পেয়ে আসছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে বিদ্যমান সম্প্রীতির সুমহান ঐতিহ্যকে আরও সুদৃঢ় করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ।

ভর্তি প্রক্রিয়া

আই আই ইউ সি প্রথম থেকেই ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা যাচাই করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে থাকে। এক্ষেত্রে সকল ধর্মের ছাত্রছাত্রীরা সমান সুযোগ সুবিধা পেয়ে মেধার ভিত্তিতে ভর্তি হয় বা ভর্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়। কোন বিশেষ ধর্ম বা গোত্রকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় না।

পাঠদান

ক্লাস, পরীক্ষা, প্রাক্টিক্যাল ,মেধা যাচাই, প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই সকল ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মেধার মাধ্যমে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে আসছেন। সেক্ষেত্রে কারো প্রতি কোন রকম বৈষম্য এখানে নেই।

বৃত্তি প্রদান

আর্ন্তজাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম প্রতিবছর তার ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রায় কোটি টাকা বা তারও বেশী মেধাবৃত্তি বা স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে। প্রতিবছর দরিদ্র এবং অসহায় ছাত্রছাত্রী এবং তাদের পরিবারের জন্য এককালীন বা সেমিস্টার ভিত্তিক অথবা পুরো ছাত্রত্বকালীন আর্থিক সুয়োগ সুবিধা এবং সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রেও ধর্ম বা বর্ণের ভিত্তিতে কোন রকমের শ্রেণীবিভাজন করা হয় না। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী তার মেধা অনুযায়ী স্কলারশিপ পেয়ে থাকে এবং আবেদনের ভিত্তিতে পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে দরিদ্র ভাতা পেয়ে থাকেন। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

আবাসন সুবিধা

আইআইইউসি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিজস্ব তত্ত্বাবধানে আবাসিক সুবিধা প্রদান করে আসছে। এক্ষেত্রেও ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার ভিত্তিতে অথবা তাদের থাকার অসুবিধার কথা বিবেচনা করে অথবা দূরদূরান্ত থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সুবিধার কথা চিন্তা করে তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে সিট প্রদান করা হয়। এখানেও দল, মত, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল ছাত্র-ছাত্রী সমান সুযোগ সুবিধা পেয়ে আসছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম পুরো দেশে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। অধিকুন্তু আইআইইউসি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী।

আইআইইউসি'তে অধ্যয়নরত সনাতন ধর্মের শিক্ষার্থীরা ক্রেস্ট প্রদান করছেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি'কে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম একটি সর্বজনীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সকল বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির মানুষের জন্য এর দ্বার উদারভাবে উন্মুক্ত। যোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ সবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী হবার সুযোগ অবারিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো বাছাই প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নির্মোহ এবং নিরপেক্ষভাবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। সংকীর্ণ আঞ্চলিকতা কিংবা অন্য কোন বিভাজন রেখা এই প্রতিষ্ঠানকে কলুষিত করতে পারেনি।

আমরা আনন্দের সাথে উল্লেখ করতে চাইদ মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী এবং পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী (চাকমা, মারমা) সহ অন্যান্য সকল বিশ্বাসের শিক্ষার্থী পূর্ণ আস্থা ও আনন্দে এখানে পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছেন। ইতোমধ্যে শত শত অমুসলিম শিক্ষার্থীও এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী অর্জন করে দেশ-বিদেশে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। বর্তমানেও শত শত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছেন। সকল দল, মত, পথ এবং বিশ্বাসের ছাত্র-ছাত্রী এই ক্যাম্পাসে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে । তাঁদের পারস্পরিক সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। সম্প্রীতির এই সহাবস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনা ছাড়িয়ে আরো বহুদূর বিস্তৃত হবে এটাই আমাদের বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা।

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, আই আই ইউ সি

আইআইইউসি : নিসর্গঘেরা আধুনিক ক্যাম্পাস

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

নৈতিকতার সাথে উৎকর্ষের সম্মিলন প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় নিয়ে দেশ বিদেশের এক ঝাঁক বিদ্যোৎসাহীর সাহসী নেতৃত্বে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। ব্যতিক্রম ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সূচনা থেকেই আই আই ইউ সি উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন এবং সর্বমানবিক কল্যাণবোধে উজ্জীবিত একদল চৌকষ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেশ গঠনে অবদান রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। শিক্ষার্থীগণকে বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ, সৃজনশীল, মননশীল এবং দেশপ্রেমিক মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এই বিদ্যায়তনের অন্যতম প্রতিশ্রুতি। ২৫ বছরের মাইলফলক পেরিয়ে অযুত সাক্ষ্য সমৃদ্ধ এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশ ও জাতির শাশ্বত বিশ্বাসী চেতনায় সঞ্চারিত করছে মহান প্রণোদনা, মেধা ও মনন বিকাশে পালন করছে এক যুগান্তকারী ভূমিকা। দেশের আঙ্গিনা অতিক্রম করে এটির সুনাম ও সৌরভ ইতোমধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আগামীতে সাফল্যের এই মুকুট আরো সুশোভিত হবে বলে আমাদের একান্ত আশাবাদ।

আই আই ইউ সির এই স্বপ্নযাত্রার অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে একটি শ্যামল-সুন্দর আধুনিক ক্যাম্পাসের প্রয়োজনীয়তা পূর্বাহ্নেই অনুভূত হয়। অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার পথে ২২ কিলোমিটার দূরে গিরি সৈকতের লীলাভূমি সীতাকুন্ডের কুমিরায় প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের সবুজ ক্যাম্পাস। নাগরিক কোলাহল, জনবহুল নগরীর দূষিত বায়ু, আবর্জনার ছড়াছড়ি, জনারণ্যের হুড়োহুড়ি, শব্দ -দূষণ ইত্যাকার অবাঞ্ছিত পরিবেশ-প্রতিবেশের বাইরে ছায়া-ঢাকা,পাখি-ডাকা পাহাড়ের কোলে গড়ে ওঠা এক প্রশস্ত ও প্রশান্ত বিদ্যাপীঠ। প্রায় ৫০ একর জায়গা বিস্তৃত এই বিশাল ক্যাম্পাসে রয়েছে আদিগন্ত প্রসারিত বিপুল সবুজের সমারোহ।

ক্যাম্পাসের পশ্চিমাংশে অবস্থিত ফেনিল বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ বালুচর এবং পূর্বদিকে আকাশে হেলান দিয়ে দেহরক্ষীর মত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে দৃষ্টিনন্দন চন্দ্রনাথ পাহাড়ের সুউচ্চ সারি। সাগর ও পাহাড়ের মিতালীর মধ্য দিয়ে সমান্তরালভাবে চলে গেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও রেলপথ। এর মাঝেই সবুজ-সুন্দর পরিবেষ্টিত আই আই ইউ সির নান্দনিক ক্যাম্পাস। সাগরের গর্জন মুখরতা, শ্রেণিবদ্ধ পাহাড়সারির মৌনতা আর পরিকল্পিত বনায়নের শ্যামল স্নিগ্ধতা আমাদের প্রিয় বিদ্যায়তনকে করেছে বৈচিত্র্যময়, রূপসী।

আই আই ইউ সির বিশাল ক্যাম্পাস জুড়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সীমাহীন সমাবেশ। আঁকাবাঁকা পাহাড়ীপথ, সবুজ সমতল, আকাশছোঁয়া অগণন সারি সারি বনজ, ফলদ, ঔষধি বৃক্ষরাজি অন্তহীন আনন্দের স্থায়ী উৎস। ক্যাম্পাসে রয়েছে একাধিক খেলার মাঠ, সবুজ উদ্যান, আরোহণসাধ্য অনুচ্চ টিলা, নিরন্তর বহমান পাহাড়ী নির্ঝর, নিরবধি বয়ে চলা স্রোতস্বিনী, নিস্তরঙ্গ পুকুর-জলাধার। এই

প্রাকৃতিক সবুজ আয়োজনের মধ্যেই আকাশপানে মাথা তুলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চোখ জুড়ানো ভবনসমূহ। ইট পাথরের এই বর্ণিল স্থাপত্য এখানকার মনোরম প্রাকৃতিক শোভাকে আরো মোহনীয় করে তুলেছে। উঁচু নীচু পাহাড়ের কোল ঘেঁষে স্থানীয় বাঙ্গালি ও আদিবাসীদের অধিবাস। শ্যামল ছায়ার আশ্রয় ও সান্নিধ্যে তাঁরাও প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে একাকার।

যতদূর দৃষ্টি যায়, ক্যাম্পাসের সর্বত্র দৃশ্যমান হয় সবুজের প্লাবন। বনবীথির অবগুণ্ঠন ভেদ করে মাঝে মাঝে আধুনিক স্থাপত্যের উঁকিঝুঁকি।প্রশস্ত-পাকা অভ্যন্তরীণ সংযোগ সড়কগুলোর দু'ধারে মৌনি তাপসের মত দাঁড়িয়ে ছায়া দিচ্ছে দেবদারু, সেগুন,মেহগনি, কাঠবাদাম, গামারি, দারুচিনি,বকুল, রেইনট্রি, কৃষ্ণচূড়া,রয়েল পাম, বট, চাপালিশ, কড়ই নামক বিভিন্ন দেশীয় গাছ এবং লিভিং ফসিল, সাইকাস,রক্তন, লোহাকাঠ, জারুল, উদাল, চিকরাশির মত রাশি রাশি বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষরাজি।আছে অর্জুন, আমলকি, হরিতকি,বহেড়া, নিম,নিসিন্ধা,করবীর মতো ঔষধি গাছ। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল, সুপারি, জলপাই, পেয়ারা, বরই, খেজুর, কামরাঙ্গা, আতা ফল, তাল, কলা, ডেউয়া, সফেদাসহ বিভিন্ন জনপ্রিয় দেশীয় ফল গাছের বিপুল সম্ভারে সমৃদ্ধ এই ক্যাম্পাস।

জবা, রঙ্গন, স্বর্ণগুটি, বাগানবিলাস, মুসেন্ডা, গোলাপ, টগর, বেলী, কলকে,কাঞ্চন, চাঁপা, বক ফুল, বোতল ব্রাশ, জিনিয়া, দোপাটি, বোতাম ফুল, নয়নতারা, পর্তুলিকা, মোরগ ফুল, কলাবতী, ডালিয়া, গাঁদা, সিলভিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, ডায়ান্থাস, সূর্যমুখী, জারবেরা, স্টার, ক্যালেনডোলা, এন্টিরিনাম, পেন্টাস,পিটুনিয়া, কসমস ইত্যাদি ক্যাম্পাসের শত-সহস্র ফুল গাছের কয়েকটির নাম মাত্র।

নাম না জানা হাজার পাখির কলকাকলিতে আই আই ইউ সিতে ভোরের আলো ফোটে। পাহাড়ের কোল বেয়ে সূর্যোদয় দেখতে দেখতেই ক্যাম্পাসে প্রাত্যহিক কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়। ভবনসমূহের জানালা খুলতেই আছড়ে পড়ে বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা হিমেল বাতাসের স্নিগ্ধ পরশ, দরজা খুলে বারান্দায় দাঁড়ালেই শিল্পী-চোখে ধরা দেয় মনোহর সুন্দর। ক্লান্ত দুপুরে ক্যাম্পাসের গাছে গাছে একটানা ডেকে যায় অলস বিরহী ঘুঘু।বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন-শীর্ষ থেকেই বিকেলে উপভোগ করা যায় সমুদ্রের নীল জলরাশিতে সূর্যাস্তের মনোলোভা সৌন্দর্য। ভাটার সময় দেখা যায় সমুদ্রের বুকে জেগে ওঠা ব-দ্বীপ ভূখন্ড সন্দ্বীপের নয়নাভিরাম দূর-দৃশ্য (Remote View)। বঙ্গোপসাগরের বুকে ভেসে চলা দেশী-বিদেশী জাহাজ ও অন্যান্য জলযানের ছুটে চলার দৃশ্য দর্শকের মনে এক অপার্থিব আনন্দের ঢেউ তোলে।

এই ক্যাম্পাসে সন্ধ্যার রূপটি আরো মোহনীয়। স্থানীয় অধিবাসীরা ক্যাম্পাসের পাশ ঘেঁষেই দিনান্তে গবাদি পশুর পাল নিয়ে ঘরে ফেরেন। উৎপাদিত ফল -ফসলের সম্ভার মাথায়-কাঁধে তুলে বিপণনের জন্য নিয়ে যান। শেষ বিকেলের আলোয় পাহাড় ঘেরা সবুজ ক্যাম্পাস এক অনবদ্য সৌন্দর্যে অবগাহন করে। চারিদিকে উপচে পড়ে এক লোকাতীত আলোর বন্যা। শান্ত -সমাহিত সবুজ ক্যাম্পাসের অদূরবর্তী পাহাড়সারির উপর দিয়ে নীল আকাশের বুক চিরে দলবেঁধে নীড়ে ফেরে হাজার পাখির ঝাঁক। বড় ফুলের গাছ পলাশ, শিমুল, সোনালু, জারুল, কদম বাগানের মাথার উপর চাঁদ ওঠে।ঢেলে দেয় জ্যোৎস্নার আলো। আই আই ইউ সির বিস্তীর্ণ শ্যামল উঠোনে গাছের ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার আলো নানা আকৃতি নেয়, চলে আলো-আঁধারির অপূর্ব লুকোচুরি খেলা। নানা রং ও সুরের পাখির কলরব-কুহুতান এবং নাম না জানা বিচিত্র পোকামাকড়ের ঝিল্লিতানে মুখরিত হয়ে উঠে এই প্রিয় প্রাঙ্গণ। মাঝে মধ্যেই দূরের পাহাড় হতে ভেসে আসা শিয়ালের ডাক গভীর বনের আমেজ তৈরি করে।

বর্ষণ মুখর দিনে আই আই ইউ সি ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য অবর্ণনীয় রূপ পরিগ্রহ করে। মাথার খুব সামান্য উপর দিয়ে ভেসে যাওয়া মেঘমালা ক্যাম্পাস সংলগ্ন পাহাড়সারিতে আছড়ে পড়ে বিপুল বৃষ্টিপাত ঘটায়। বৃষ্টির অঝোর ধারায় গাছে-গাছে, পাতায়-পাতায় লাগে শিহরণ, জাগে সজীবতা। বর্ষার মিষ্টি ছোঁয়ায় ক্যাম্পাসের কদম-কেয়া ফুল ঘোমটা খুলে পাপড়ি মেলে, মাতাল সৌরভে আকুল করে চারপাশ। ক্যাম্পাসের ভিতরে বহমান খাল ও নির্ঝরসমূহ এই সময় নতুন প্রাণ পেয়ে তীব্র খরস্রোতা হয়ে ওঠে এবং কল্লোলিত নিস্বনে আশপাশের নৈসর্গিক দৃশ্যের এক আকর্ষণীয় রূপান্তর ঘটায়।

বসন্তকালে আই আই ইউ সি ক্যাম্পাসের প্রকৃতিতে নামে রং এর এক মন মাতানো মেলা। সকল বনজ, ফলদ, ঔষধি বৃক্ষের পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে উপ্ত ফুলের বাগানগুলো সাজে বিচিত্র রং, রূপ, সৌরভ ও সৌন্দর্যের আভরণে।এ সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকের ঢল নামে আমাদের প্রিয় সবুজ ক্যাম্পাসে।

সাগর ও পাহাড় বেষ্টিত হওয়ায় এই ক্যাম্পাস প্রাকৃতিকভাবেই জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। পাহাড়ী খাল ও ঝর্নাগুলোর প্রবাহ বঙ্গোপসাগরের সাথে সংযুক্ত। ফলে এই জলধারাসমূহে বিবিধ রং, আকৃতি -প্রকৃতি ও প্রজাতির সামুদ্রিক কীট-পতঙ্গ,কাঁকড়া, পোকামাকড়, ছোট মাছ ও সরীসৃপ দৃশ্যমান হয়। দেশী পাখির পাশাপাশি শীতকালে অতিথি পাখির এক বিশাল কলরব উপস্থিত হয় ক্যাম্পাসের জলাধার, পাহাড়, অরণ্য ও সমতলে।

পাহাড়ী ঢাল বেয়ে মাঝে মাঝে নেমে আসে বিভিন্ন রং, সৌন্দর্য ও প্রজাতির দূর্লভ প্রাণী ও সরীসৃপ। কখনো কখনো সেগুলো উদ্ধার করে স্থানীয় বন বিভাগ এবং চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করা হয়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি পরিকল্পিত বনায়ন ও সবুজায়নের জন্য আই আই ইউ সি তে রয়েছে একটি সৌন্দর্যায়ন কমিটি (Beautification Committee)। ক্যাম্পাসকে শৃঙ্খলার সাথে সবুজ- সুন্দর করতে এই কমিটি নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তাঁরা দশ হাজারের বেশি বনজ, ফলজ ও ঔষধি গাছ লাগিয়ে এই অঙ্গন আরো নান্দনিক করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সুলভ গাছ-গাছালির চারা লাগানোর পাশাপাশি এই কমিটির উদ্যোগে তৈরি হয়েছে দুর্লভ মেডিসিনাল উদ্ভিদের বাগান। ফার্মাসী বিভাগের শিক্ষক- শিক্ষার্থীবৃন্দ তাঁদের গবেষণাকর্মে এই বাগান ব্যবহার করেন। প্রতিটি ভবনের সামনে বিচিত্র বর্ণিল দেশী-বিদেশী ফুলের বাগান এবং সবুজ ঘাসের গালিচা সৃষ্টি করে ক্যাম্পাসকে আরো আকর্ষণীয় করতে এই কমিটি নিরন্তর নিবেদিত। একদল প্রাণোচ্ছল কর্মীবাহিনী এই পরিচর্যা কাজে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত আছেন।

আমরা সানন্দে স্মরণ করতে চাই, সবুজায়নের জন্য আই আই ইউ সি ইতোমধ্যেই বহুমাত্রিক বিভাগীয় ও জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম সবুজ ক্যাম্পাস (Green Campus) হিসেবে ২০১২ ও ২০১৫ সালে দুই দুই বার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বীকৃত ও পুরস্কৃত হয়েছে। এই প্রণোদনা আমাদের সর্বাত্মক সবুজায়ন স্বপ্নকে আরো প্রাগ্রসর করবে বলে সবার একান্ত প্রত্যয়দীপ্ত প্রত্যাশা।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ (Board of Trustees) এই ক্যাম্পাসকে আরো সবুজ শোভিত করার জন্য বিবিধ সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ নিয়েছেন। একটি টেকসই ল্যান্ডস্কেপ তৈরি করা, ধাপ বাগানের মাধ্যমে বছরব্যাপী ফুল চাষের ব্যবস্থা করা, ক্যাম্পাস জুড়ে ঝুলন্ত বাগান তৈরি করা ইত্যাদি উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে। দুর্লভ, বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষরাজি পরিচর্যা ও সংরক্ষণে আই আই ইউ সি নিয়েছে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা।সাম্প্রতিক সময়ে ট্রাস্টের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ ঝর্না ও স্রোতস্বিনীগুলো সর্বাধুনিক সুবিধাসম্বলিত ও সৌন্দর্যমন্ডিত পর্যটন হ্রদ (Tourism Lake) হিসেবে সাজিয়ে তুলবেন। আমরা আশা করছি নিকট ভবিষ্যতেই তাঁদের এই মহাপরিকল্পনা দৃশ্যমান হবে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মহান স্রষ্টার এক অপার অনুগ্রহ। এখানকার ঐশ্বর্যময়ী সবুজ সম্ভারকে সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের পুরুষ্টু বিকাশে কানায় কানায় ভরিয়ে তোলার অভিযাত্রায় আই আই ইউ সি পরিবারের সকল সদস্যই প্রতিশ্রুত। দেশের ভূপ্রকৃতিকে সবুজ রাখতে মাটি ও মানুষের প্রতি এই হোক আমাদের একান্ত আশ্বাস।

অগণিত আলোকিত মুখের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম হয়ে উঠেছে অনি:শেষ নৈসর্গিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ জ্ঞানের এক অনির্বাণ শিখা। আই আই ইউ সির তাবৎ সর্বজনীন সৌন্দর্য বিভায় উদ্ভাসিত ও সুবাসিত হোক সকল জনপদ।

অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর, মোর‍্যালিটি ডিভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (MDP), আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

Institutional Quality Assurance Cell (IQAC)-IIUC এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

প্রফেসর ড. মোঃ দেলোয়ার হোসাইন

ভূমিকা

ইতিবাচক মানসিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন, দক্ষ এবং যোগ্য গ্র্যাজুয়েট তৈরি করার উপায় সমূহ হচ্ছে:

- Teaching-Learning গুনগতমান নিশ্চয়তার মাধ্যমে শিক্ষা মান উন্নয়নের চেষ্টা করা।
- স্টেকহোল্ডারদের আস্থা অর্জনের জন্য দৃশ্যমান স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সাথে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (IIUC) কে আরও উচ্চতায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

উপর্যুক্ত গুনাবলি অর্জনের জন্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুসারে ধারা-৩৬ এর অধীনে ০৬ মার্চ ২০১৪-এ অনুষ্ঠিত ৩১তম একাডেমিক কাউন্সিলের সভার সুপারিশ অনুসারে এবং ১১ মার্চ, ২০১৪-এ অনুষ্ঠিত ১৭৯তম সিন্ডিকেট সভার অনুমতিক্রমে আইআইইউসি-তে Institutional Quality Assurance Cell of International Islamic University Chittagong (IQAC-IIUC) গঠিত হয়।

IQAC-IIUC এর উদ্দেশ্য

১। সচেতন, ধারাবাহিক এবং অনুঘটক কর্মের জন্য একটি সিস্টেম তৈরী করে IIUC এর একাডেমিক এবং প্রশাসনিক কর্মক্ষমতা উন্নত করা।

২। আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে Teaching-Learning মান বৃদ্ধি এবং উৎকর্ষের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

IQAC-IIUC এর প্রত্যাশা সমূহ

১। প্রোগ্রামের স্বীকৃতি নিশ্চিত করা

২। প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা

৩। বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে গুণগত মানের উন্নয়ন করা

৪। উচ্চ শিক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা

৫। বিশ্বমানের গুণগত মান নিশ্চিত করা

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম UGC এর নির্দেশে অটাম-২০১৭ সেমিস্টার থেকে Outcome Based Education (OBE) পাঠ্যক্রম বাস্তবায়নে সম্মত হয়েছে। (রেফারেন্স: ১৫ এপ্রিল, ২০১৭ এ অনুষ্ঠিত ৩৬ তম একাডেমিক কাউন্সিল সভা)। OBE পাঠ্যক্রম একটি শিক্ষার পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে যা শিক্ষায় ক্রমাগত মান উন্নয়নের সংস্কৃতি তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধান, প্রতিফলন, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান, উদ্ভাবন, দলবদ্ধ কাজ এবং যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধি সচেষ্ট হয়। BAETE/UGC/BAC এর মাধ্যমে যেকোন প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডেটেশন এর জন্য, প্রোগ্রামটির একটি প্রক্রিয়া থাকা একান্ত প্রয়োজন। অতএব, আমাদের পথনির্দেশক নীতি হল,

NO OBE - NO CQI, এবং NO CQI - NO Accreditation.

IQAC-IIUC এর অর্জন সমূহ

IQAC-IIUC ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি মাইলফলক অর্জন করতে সফল হয়েছে। এ অর্জনগুলো বিশেষ স্বীকৃতির দাবি রাখে। নিম্নে অর্জনগুলো উল্লেখ করা হল।

১। UGC, BNQF এবং BAC-এর নির্দেশ মেনে চলার জন্য IQAC-IIUC শিক্ষার মানের উন্নয়নের চেষ্টা করছে। IQAC-IIUC-এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রোগ্রামের (১৪টি ব্যাচেলর প্রোগ্রাম, ১১টি মাস্টার্স এবং PGDLIS) পাঠ্যক্রম UGC সংশোধিত Template অনুযায়ী (দ্বৈত-সেমিস্টার) ভিত্তিতে তৈরী এবং আপডেট করা হয়েছে। ইতিবাচক মানসিকতা এবং সামাজিক মূল্যবোধের সাথে গ্র্যাজুয়েটদের প্রস্তুত করার জন্য প্রতিটি প্রোগ্রামে মূল (core) এবং ঐচ্ছিক (optional) কোর্স (ISCED কোডসহ) ছাড়াও সাধারণ চার প্রকারের কোর্স অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে: যেমন i) কলা ও মানবিক, ii) সামাজিক বিজ্ঞান, iii) আইসিটি এবং iv) মৌলিক বিজ্ঞান। এই প্রোগ্রামগুলোর পাঠ্যক্রমসমূহ ৩০ জুলাই, ২০২২-এ অনুষ্ঠিত IIUC-এর ২৪২তম সিন্ডিকেট সভায় যথাযথভাবে অনুমোদিত হয়ে এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য UGC তে পাঠানো হয়। আশা করা হচ্ছে যে,

এই পাঠ্যক্রমটি ২০২১ শতকের জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতা, নৈতিকতা এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক/বৈশ্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পটভূমিতে ওওটঈ ছাত্রদের প্রস্তুত করবে।

২। IQAC-IIUC বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং-এ (university ranking) অবস্থান নিশ্চিত করার উপযোগী সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। ১৩ আগস্ট ২০২২-এ IIUC-এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন (বিশ্বে ১৭ নম্বর) এর সাথে গড়ট স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফয়সাল হোসেন "ম্যাজিক সায়েন্স বাস" বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনার পরিচালনা করেন।

১৩ আগস্ট ২০২২-এ আইআইইউসি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন-এর মধ্যে সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

বাম থেকে অধ্যাপক ডঃ আবু রেজা মোঃ নেজামুদ্দিন নদভী, এমপি, সম্মানিত চেয়ারম্যান, বিওটি, আইআইইউসি; প্রফেসর ড. ফয়সাল হোসেন, ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন, ইউএসএ; প্রফেসর মোঃ আনোয়ারুল আজিম আরিফ, মাননীয় উপাচার্য, আইআইইউসি।

৩। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার নিমিত্তে IIUC -এর সেমিনার কক্ষে ১৯.১২.২০২১ তারিখে "OBE পাঠ্যক্রম এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লব" এর উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর মোঃ মসরুরুল মাওলা। UGC-এর নির্দেশনা অনুযায়ী (Ref: ৩৭.০১.০০০০১.১৭২.৪০. ০০১.২০.১৪৪ তারিখ: ২৯.১০.২০২১) এবং সেমিনারের প্রস্তাবনা অনুযায়ী, CSE, EEE, CCE এবং ETE বিভাগে OBE সিলেবাসের কোর্সসমূহে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

১) Nano Materials
২) Big Data
৩) Autonomous Vehicles
৪) Artificial Intelligence
৫) Robotics
৬) Block Chain
৭) Internet of Things (IOT)

মন্ত্রিপরিষদ সচিব এর সভাপতিত্বে ১লা এপ্রিল ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ভাইস-চ্যান্সেলরদের বৈঠকে গৃহীত রেজুলেশন অনুযায়ী। উপরোক্ত যেকোনো বিষয়ে একটি বিশেষ পরীক্ষাগার স্থাপনের নিরিখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে পরামর্শ দেয়া হয়।

৪। OBE পাঠ্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। সেজন্য IQAC-IIUC এর উদ্যোগে OBE Process বাস্তবায়ন এর জন্য ২০২২ সালের জুন (৭, ৮, ১৫), জুলাই (২৩, ২৪, ২৫), সেপ্টেম্বর (২৫) মাসে ৭টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ সেশন সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়।

৫। প্রতিটি সেমিস্টারে প্রতিটি প্রোগ্রামের জন্য সেমিস্টার অনুযায়ী নথি সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত বিভাগগুলি পরিদর্শন করে। নথি সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হচ্ছে কারণ প্রতিটি Program Offering Entity (POE) ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মান এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানিত হবে।

রুপকল্প ২০৪১ অর্জনে IQAC-IIUC-এর কর্মপরিকল্পনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অক্টোবর ২০১৫ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন যা রুপকল্প ২০৪১ নামে পরিচিত। এই রুপকল্প অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের পর্যায় পেরিয়ে এক শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ, সুখী ও উন্নত জনপদে রূপান্তরিত করবে। বর্তমান সরনকার ভিশন ২০৪১ কে সামনে রেখে আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে এবং শিক্ষাকে দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ার বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রনয়ন করেছে। তাই IIUC ইন্সটিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (IQAC) গঠন পূর্বক বর্তমান সরকারের প্রনীত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামাজিক চাহিদা পূরণের নিমিত্তে শিক্ষা, শিক্ষাদান, গবেষণা ও উদ্ভাবনে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্র হিসেবে ওওটঈ-কে প্রতিষ্ঠা এবং ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়ন করার জন্য IQAC-IIUC নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে:

১। আধুনিক ও যুগোপযোগী সিলেবাস এবং কারিকুলাম প্রণয়ন করার মাধ্যমে দক্ষ গ্রাজুয়েট তৈরি করে ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অনুষদ ও বিভাগে Outcome Based Education (OBE) কারিকুলাম চালুকরণ এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ডায়ালগ ইত্যাদি আয়োজনে পরামর্শ প্রদান অব্যাহত রয়েছে

২। IQAC-IIUC এর মাধ্যমে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি বিভাগে self-assessment ব্যবস্থা চালুকরণ এবং এর কর্মকান্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে

৩। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কসপ, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির আয়োজন করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে

৪। মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক উপযোগী পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা এবং অংশগ্রহণমূলক Teaching-Learning প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণ করতে IQAC-IIUC শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রেখেছে

৫। একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুচারুরূপে পরিচালনার ক্ষেত্রে Quality Benchmark নির্ধারণ এবং তা প্রয়োগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ সেগুলো সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির ব্যবস্থা করা হয়েছে

৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মান বিশ্বমানে উন্নীতকরণে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের (BAC) শর্ত পূরণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগ/বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্রেডিটেশন নেয়া। ইতিমধ্যে BAC অ্যাক্রেডিটেশন ম্যানুয়েল প্রতিটি বিভাগে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত এবং একাডেমিক দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ দেশে বিদেশে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ ব্যাপারে IQAC-IIUC-এর উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া অব্যাহত রেখেছে

৮। Continuous Quality Improveent (CQI) এর নিমিত্তে সেমিস্টার ভিত্তিক নথি (যেমন- i. কোর্স ফাইল, ii. উচ্চ ক্রম শেখার মোডের গণনা, iii. কোর্স শিক্ষক দ্বারা CLO মূল্যায়ন, iv. ফাইলের পরামর্শ দেওয়া, v. পরীক্ষা কমিটি ফাইল, vi. পিয়ার রিভিউ, ইত্যাদি) সংরক্ষণ করার জন্য Program Offering Entity (PoE) গুলোকে মনে করিয়ে দেওয়া যা প্রতিটি সেমিস্টারে IQAC-IIUC ভিজিটের সময় যাচাই করা হচ্ছে

৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক মান বৃদ্ধির জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করে একটি Quality Assurance Cell (QAC) এবং University Grants Commision (UGC) এর কাছে সুপারিশ করা

১০। সমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম, নিয়োগযোগ্য, সৃজনশীল ও চিন্তাশীল গ্র্যাজুয়েট তৈরির জন্য Program Offering Entity (PoE) গুলোকে অনুপ্রাণিত করা; এ বিষয়ে IQAC-IIUC প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান অব্যাহত রেখেছে

১১। Annual Quality Assurance Report (AQAR)-এর ভিত্তিতে অটোমেশনের (সফটওয়্যার) চালু করার মাধ্যমে Quality Assurance এর মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং প্রাতিষ্ঠানিক মান বজায় রাখা ও বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে Management Information System (MIS) এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ডাটাবেস তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

১২। সার্বিকভাবে শিক্ষা ও গবেষণাবান্ধব পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করা;

১৩। উচ্চ শিক্ষার গুনগত মান-সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলোতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের প্রতিক্রিয়ার জানাও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য Program Offering Entity (PoE) গুলোকে গাইড করা। এ বিষয়ে Self Assessment এর মাধ্যমে PoE গুলোকে কাজ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে

১৪। উচ্চশিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে IIUC এর সমঝোতা স্মারক ও স্টেকহোল্ডারদের সহযোগে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে

১৫। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের রেটিং তালিকায় অন্তর্ভূক্তকরণের উদ্দেশ্যে সরকার ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বা পরামর্শে সমন্বিত কার্যক্রম সম্পাদনকরণ

১৬। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে গবেষণা ও আধুনিকায়নের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্পসংস্থা ও এজেন্সির সাথে গবেষণামূলক কাজে সম্পৃক্ততা সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা

১৭। ডিসেম্বর-২০২২ এর মধ্যে BAC অ্যাক্রেডিটেশন এর জন্য আবেদনের অভিপ্রায়-এর দরখাস্ত জমা দেওয়ার পাশাপাশি ডিসেম্বর-২০২৪ এর মধ্যে BAC থেকে একাডেমিক প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন এর আবেদন-এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি সম্পূর্ণ করতে IIUC-তে Program Offering Entity (PoE) গুলোকে পরামর্শ দেওয়া অব্যাহত রয়েছে।

ডিরেক্টর, আইকিউএসি-আইআইইউসি

মোর‍্যালিটি ডিভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

মোহাম্মদ আমিন নদ্ওয়ী

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

নৈতিকতার সাথে উৎকর্ষের সমন্বয় করার লক্ষ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম যাত্রা শুরু করে। শুধু শ্রেণিকক্ষের আনুষ্ঠানিক বিভাগীয় লেখাপড়া দিয়ে উচ্চমাত্রার নৈতিকমান সম্পন্ন জনসম্পদ তৈরি করা সম্ভব নয়। সে কারণে আই আই ইউ সি ১ম-৬ষ্ঠ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের জন্য নৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক কিছু প্রায়োগিক কোর্সের আয়োজন করে থাকে। এটি একটি সৃজনশীল পাঠ্যক্রম যা শিক্ষার্থীদের সর্বজনীন নীতি ও মূল্যবোধকে শাণিত করে। দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং আন্ত:সংযুক্ত বিশ্বে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশের আলোকে শিক্ষা প্রক্রিয়ার জন্য একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। প্রোগ্রামটি শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবন, শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা অন্বেষণ করতে, সমাজে সহাবস্থানকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থেকে উপকৃত হতে সাহায্য করে। এই পাঠ্যক্রমের কোর্সসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সিলেবাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কোর্সসমূহের শিরোনামসমূহ নিম্নরূপঃ

১. তাজবীদুল কোরআন (১ম-৩য় সেমিস্টার)
২. নৈতিক উন্নয়ন ধারণা (৪র্থ-৫ম সেমিস্টার)
৩. শাখাভিত্তিক জ্ঞানের ইসলামীকরণ (৬ষ্ঠ সেমিস্টার)

প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি আই আই ইউ সি শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীল আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। একুশ শতকের আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে তাঁদেরকে নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন চৌকষ জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে MDP এর নিম্নরূপ ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা রয়েছে:

১। যেসব বিষয় মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত তার পরিবর্তে অমুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প পাঠ্যসূচি তৈরি করা।

২। প্রায়োগিক নৈতিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে তত্ত্বীয় পড়ালেখার পাশাপাশি নিম্নলিখিত বিভিন্ন ক্লাবের অধীনে শিক্ষার্থীরা বিবিধ কেন্দ্রীয় সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে:

(ক) সাংস্কৃতিক ক্লাব (Cultural Club): বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ইভেন্টে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, বিভিন্ন ইভেন্টের প্রশিক্ষণ দেয়া এবং ইভেন্ট ভিত্তিক আই আই ইউ সি কেন্দ্রীয় দল গঠন করা এই ক্লাবের দায়িত্বের অন্তর্গত হবে।

(খ) ক্রীড়া ক্লাব (Sports Club): বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া, বিভিন্ন টুর্নামেন্টের আয়োজন করা এবং ইভেন্ট ভিত্তিক কেন্দ্রীয় আইআইইউসি দল গঠন করা এই ক্লাবের দায়িত্ব হিসেবে অর্পিত থাকবে।

(গ) সাহিত্য ক্লাব (Literary Club): বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, দেয়াল ম্যাগাজিন প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, ক্যালিগ্রাফী প্রতিযোগিতা, বই-পাঠ প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা ও ভাষণ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি এই ক্লাবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। তদুপরি এই ক্লাবের অধীনে একটি গ্রন্থাগারও থাকবে যার তত্ত্বধান ও সংরক্ষণের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদেরই থাকবে। এর মাধ্যমে তাদের অফিস ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

(ঘ) কেন্দ্রীয় প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ (Central IIUC Alumni): বিভিন্ন বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ গঠিত হবে। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সাথে বর্তমান শিক্ষার্থীদের মেলবন্ধন তৈরি করে দেশ ও জাতির কল্যাণে ভূমিকা রাখতে এই কেন্দ্রীয় প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ অবদান রাখবে।

আই আই ইউ সি MDP-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভাকে (Hidden Talent) বিকশিত করে তাদেরকে সমকালীন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার উপযোগী করে গড়ে তুলে সর্বমানবিক কল্যাণবোধে উজ্জীবিত করতে চায়।

সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা পেলে অদূর ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

পরিচালক, মোর‍্যালিটি ডিভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের আস্থার ঠিকানা আইআইইউসি

মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান

যাত্রালগ্ন থেকে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম তার আন্তর্জাতিকতা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট। পৃথিবীর সকল প্রান্তের শিক্ষার্থীবৃন্দের জন্য এর জ্ঞান-জানালা উন্মুক্ত। স্বপ্ল খরচে মান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদান আইআইইউসির একটি অন্যতম প্রতিশ্রুতি। তাই চীন থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের উচ্চশিক্ষার জন্য যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পছন্দ করেছেন।

আরব বিশ্বের বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও বিভিন্ন শিক্ষানুরাগীদের আর্থিক সহযোগিতা ও দেশী ট্রাস্ট সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে প্রতিষ্ঠাতাগণের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর বৃদ্ধিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের একটি সুনিপুণ চিন্তা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়কেপুরো মুসলিম উম্মাহর সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বিনির্মাণে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেটি বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীদের পূর্ণ স্কলারশীপে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে আবার বিশ্বের স্বনামধন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে MoU এর মাধ্যমে ক্রেডিট ট্রান্সফার IIUC 'র ছাত্রছাত্রীবৃন্দের পূর্ণ স্কলারশীপের মাধ্যমে সেসব দেশে গ্র্যাজুয়েশন করার মাধ্যমে। বিদেশী ছাত্রছাত্রী ভর্তি, তাদের দেশাশুনা, বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে MoU স্বাক্ষর, দেশী বিদেশী শিক্ষার্থীদের স্কলারশীপের ব্যবস্থাপনার জন্যে Foreign Affairs Division চালু করা হয় যেটি বর্তমানে International Affairs & Student Welfare Division হিসেবে পরিচিত। বিশেষ করে এ বিশ্ববিদ্যালয় সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশ সমুহের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির বিষয়ে সবসময় সচেষ্ট ছিল। এরি ধারাবাহিকতায় ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ এর শিক্ষার্থীদের ভর্তির উদ্যোগ নেয়া হয়। অন্যদিকে২০০৫ সাল থেকে চীন ওসোমালিয়ার ছাত্রছাত্রীদের পূর্ণ স্কলারশীপেএই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়।

২০০৫ সালে প্রথম চীন থেকে ৫জন চায়নীজ ছাত্র এবং ২জন সোমালিয়ান ছাত্র ভর্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম শুরু করে। সোমালিয়া থেকেআবদি অলি আলী উসমান ও উমর আরব জামে বিন সাইয়েদ দুজন এবং চীন থেকে যথাক্রমে Ma Bao Cheng, Ma Li Min সহ মোট ৭ জন বিদেশী শিক্ষার্থীপ্রথম পূর্ণ স্কলারশীপে আইআইইউসিতে ভর্তি হন। বিদেশীদের মধ্যে যেসব দেশের ছাত্রছাত্রীরা এ'বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন তন্মধ্যে চীন, সোমালিয়া, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া, মালদ্বীপ, তুরস্ক, ফিলিস্তিন ও সৌদি আরব উল্লেখযোগ্য। মূলত তখন থেকে বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের আসার প্রবাহ তৈরী হয়।

IIUC
حفلة لتكريم الخريجين الوافدين للدفعة الأولى ٢٠١٣م
الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ
الطلاب الصينيون بالجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চট্টগ্রামের শিক্ষক শিক্ষিকাদের অধিকাংশই দেশের স্বনামখ্যাত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে আবার বিশ্বেমঞ্চে জ্ঞানের আলো ছড়ানো র‍্যাংকিংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএচডি শেষ করেছেন। যার কারণে শিক্ষক শিক্ষিকাদের একাডেমিক মান ও ক্লাস পারফরমেন্সে বিদেশী শিক্ষার্থীরা সন্তুষ্ট। তাই দেশের সরকারী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিদেশী শিক্ষার্থী আইআইইউসিতেই।

বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসে মেইলিং,অফার লেটার পাঠানো, বিমানবন্দরে তাদের প্রটৌকলের জন্যে চিঠি পাঠানো, ভর্তির বিষয়ে ভর্তি অফিসকে সহযোগিতা করা, তাদের ভিসা নবায়নের অফিসিয়াল কার্যক্রম, মাসে মাসে সংশ্লিষ্ট থানা সহ পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরে যথাক্রমে CTSB, DSB, NSI I SB, Dhaka তাদের যাবতীয় তথ্য পাঠানো, হলে অবস্থানকালে প্রভোস্টের সাথে সমন্বয় করে বিদেশী শিক্ষার্থীদের যাবতীয় কার্যাদি সুনিপুণভাবে করে আসছে International Affairs & Student Welfare Division ।

বিশ্বদ্যিালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে বিদেশী ছাত্রদের জন্যে আলাদা হোস্টেল, আলাদা ডাইনিং, ২৪ ঘন্টা লাইব্রেরী সুবিধা, ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের জন্যে তাদের দেশের কালচার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় খেলাধুলার উপযোগী মাঠ ও খেলার সামগ্রী, আবাসিক হলে সার্বক্ষণিক ওয়াইফাই সুবিধা সহ অত্যাধুনিকসকলসুবিধা ও ওয়ানস্টপ সার্ভিসের কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশী শিক্ষার্থীদের আস্থার প্রিয় ঠিকানায় পরিণত হয়েছে। International Affairs & Student Welfare Division এর উদ্যোগে বিদেশী শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম Talent Development Program, Educational Development Seminar সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, আলাদা শিক্ষা সফর, ফুটবল, ভলিবল ম্যাচ ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। দীর্ঘ চার পাঁচ বছরের যাত্রায় আইআইইউসি যেন বিদেশী শিক্ষার্থীদের নিজ পরিবার। অনেক বিদেশী শিক্ষার্থী অনর্গল বাংলা বলতেও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

এ পর্যন্ত চীন থেকে ৫৮ জন, নেপাল থেকে ৩৮, সোমালিয়া থেকে ৭০, নাইজেরিয়া থেকে ৩৪, শ্রীলংকা থেকে ৩৫, মালদ্বীপ থেকে ৩ জন, ইথিওপিয়া থেকে ২জন, তুরস্ক থেকে ০৩ জন, ভারত থেকে ০৫ জন, ফিলিস্তিন থেকে ০১ জন সহ আরো বিভিন্ন দেশ থেকে সর্বমোট ৩০০ এর অধিকবিদেশী শিক্ষার্থী IIUC থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছে।

সৌদি আরবের Islamic Development Bank, WAMY, কুয়েতের Ministry of Awqaf, IICO তুরস্কের Turkey

Diyanet Vakfi ও নাইজেরিয়ার Nigerian Govt. Scholarship সহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থার আর্থিক সহযোগিতার কারণেই বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রী বিশেষত: সংখ্যালঘু মুসলিম শিক্ষার্থীদের স্কলারশীপ সহ অধ্যয়নের সুযোগ সুবিধা দেয়া সম্ভব হয়েছে।। এ'সকল সংস্থা থেকে স্কলারশীপ ব্যবস্থা করেছেন বিওটি'র বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী এমপি ও ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ।

সার্ক অঞ্চলের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আইআইইউসি তে ভর্তি করাতে সে সব দেশের আমন্ত্রণে ২০০৮ সালে IIUC 'র একটি প্রতিনিধিদল তৎকালীন প্রো-ভিসির নেতৃত্বে নেপাল , শ্রীলংকা,মালদ্বীপ সফর করে। নেপালে ব্যাপক সাড়া পড়ে। নেপালে সারা দেশ থেকে ২০০ এর অধিক শিক্ষার্থী আবেদন করে। তাদের কাছ থেকে লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়। দিনব্যাপী মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মেধাবীদের নির্বাচন করা হয়। কাঠমুন্ডুতে সরকারী প্রতিনিধি, জাতীয় সংসদ সদস্য ও এনজিও প্রধানগণ IIUC 'র প্রতিনিধি দলের সাথে সভায় অংশগ্রহণ করেন। তারা এমন মহতী উদ্যোগের জন্যে IIUC 'র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। নেপালের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে IIUC 'র MoU স্বাক্ষরিত হয়। যাতে ওওটঈগ্র্যাজুয়েটদের নেপালে চাকুরী পেতে কোন সমস্যা না হয়।

শ্রীলংকায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় দেশব্যাপী বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেড় শতাধিক শিক্ষার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয় এবং চূড়ান্তভাবে ৪০ জন নির্বাচিত করা হয়। শ্রীংলকার বিশিষ্ট ইসলাীকি স্কলার, মুসলিম সংস্থাসমুহের নেতৃবৃন্দ IIUC প্রতিনিধিদলকে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা জানান। সেই ব্যাচের শ্রীলংকার গ্রাজুয়েট IIUC 'র প্রাক্তন ছাত্র জনাব মুহাম্মদ ফাজিল, শ্রীলংকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক হিসেবে বর্তমানে কর্মরত।

একই সময় মালদ্বীপের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে আমরা মালদ্বীপ সফর করি। সরকারী ভাবে IIUC 'প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী ড. মোস্তফা লুৎফীসহ মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আবেদনকৃত শিক্ষার্থীদের ইন্টারভিউ গ্রহণ করা হয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয়। পরের দিন আইআইইউসি প্রতিনিধিদলের সফরের সংবাদটি মালদ্বীপের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হয়। মালদ্বীপের গ্র্যাজুয়েটরা দেশের সরকারী ও বেসরকারী উচ্চ পদে কর্মরত।

২০০৯ সালে সোমালিয়া ও ইথিওপিয়ার একদল শিক্ষার্থী সর্বপ্রথম IIUCতে আসেন। আইডিবির স্কলারশীপ প্রোগ্রামের অধীনে পূর্ণাঙ্গ স্কলারশীপ নিয়ে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে IIUC ই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে আইডিবি তাদের বাছাই করা স্কলারশীপ প্রাপ্ত

SOMALIA
SOMALIA

ছাত্রছাত্রীকে উচ্চ শিক্ষার জন্যে পাঠায়। পার্শ্ববর্তী নেপালসহ আরো কয়েকটি দেশের ছাত্রছাত্রীদেরও আইআইইউসি তেই উচ্চ শিক্ষার জন্যে পাঠায়। এরপর থেকে নিয়মিত সোমালিয়া থেকে ছাত্রছাত্রী আসতে থাকে। এটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে IIUC 'র প্রতি IDB'র মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বীকৃতি স্বরূপ। আইডিবির স্কলারশীপ প্রকল্পটি আইআইইউসিতেই আসার পেছনে বিওটির ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০০৯ সাল থেকে আইডিবি আমাকে বাংলাদেশে Honorary Student Counselor হিসেবে নিয়োগ দেয়, যেটিও অবশ্যই ওওটঈ 'র জন্যে একটি সম্মানের বিষয়। সোমালিয়ার সেই সময়ের IIUC গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার আবদি ফাতাহ সোমালিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়া ২০১১ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মাওলানা আবুল কালাম আযাদ একাডেমিতে IIUC প্রতিনিধিদল সফর করি। একাডেমির চেয়ারম্যান ড. আবদুল মজিদসহ ট্রস্টিবোর্ড আমাদের বিশাল সংবর্ধনা প্রদান করেন। মাওলানা আযাদ একাডেমি ও IIUC 'র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সংখ্যালঘু মুসলিম ছাত্ররা প্রতিবছর কয়েকজন করে IIUC তে আসতে থাকে। তেমনি একজন ভারতীয় ছাত্র জনাব মুহাম্মদ মিকাইল হোসাইন বর্তমান সৌদি আরবের একটি বেসরকারী কোম্পানীর উচ্চ পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত।

২০১১ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী নিয়মিত অধ্যয়ন করছিল। বাংলাদেশের সরকারী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এত সংখ্যক বিদেশী শিক্ষার্থী কেবল আইআইইউসিতেই ছিল। প্রসঙ্গত: ২০১৮ সালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডাইরেক্টর জেনারেলের উদ্যোগে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দেশের বাছাইকরা ২০টি সরকারী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের এক সভায় আমন্ত্রণ জানান। সভাটি ছিল কীভাবে বিদেশী শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ভর্তিতে উৎসাহিত করা যায় বা এ ক্ষেত্রে সমস্যা ও সম্ভাবনা সমূহ নিয়ে আলোচনার জন্যে। আইআইইউসির পক্ষ থেকে সে সভায় আমার যোগদানের সৌভাগ্য হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্সের তৎকালীন অতিরিক্ত পরিচালক হিসেবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সরকারী বেসরকারী ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধদের উপস্থিতিতে বিদেশী শিক্ষার্থী বিবেচনায় আইআইইউসি এক নম্বর অবস্থানে ছিল। ফলশ্রুতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় ডিজিসহ সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ আইআইইউসির বিপুল সংখ্যক বিদেশী ছাত্রছাত্রী ভর্তি বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্যে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন এবং দীর্ঘ সময় দেন। প্রোগ্রামে উপস্থিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্সের প্রধানগণ মনযোগ সহকারে শুনেন এবং সেদিনের কার্যবিবরণীতে আমার প্রস্তাবনাগুলো সুপারিশ আকারে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে আইআইইউসি'র এ অবস্থানকে সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না বা অনেকে জানেন না।

সময়ের পরিক্রমায় ২৫ বছর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে খুব বেশী সময় নয়। কিন্তু এ স্বল্প সময়ে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে সক্ষম হওয়ায় জাতীয় পর্যায় ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুনাম ও আস্থার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে- আলহামদুলিল্লাহ। এ ধারাকে অব্যাহত রেখে পরবর্তী ২৫ বছরে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে সমন্বিত পরিকল্পনা ও কার্যকর উদ্যোগ নিলে এতদঞ্চলের অক্সফোর্ড তথা Centre of Excellence হিসেবে পরিণত হতে পারে প্রিয় আইআইইউসি।

ডিরেক্টর (ইনচার্জ), ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ডিভিশন

Comments of Bright IIUC Alumni

To be particular, updated curriculum, industry academia collaboration and expert faculty members of IIUC have been actively contributing in the development of qualified Human Resources for the country and the world. I have received ample opportunity to build my career during my 11 years of service at IIUC. I am sincerely thankful to the IIUC authority for this novel mission and contribution for the *MuslimUmmah*.

Prof. Dr. Md. Abul Kalam Azad
Professor & Head
Dept. of Business and Technology Management
Islamic University of Technology, Gazipur

My heartiest congratulations to IIUC on this 25th anniversary. IIUC started its journey in 1995 which is also the year of my enrollment in the BBA program of Business Administration as 1st batch student of this university. Today I feel really proud of myself as a student of IIUC and the first faculty of IIUC which was continued up to 15 years and ended up in 2015 as Associate Professor in the department of Business Administration before I switch my career to full time Business. At this point I can claim that IIUC is indeed successful for producing human resources blended with morality and quality who are serving successfully almost in all sectors and industries at home and abroad adding value to micro, macro and global level. I wish every success and more bright future of IIUC in coming days.

Mohammed Yasir Rabbi
Managing Director
Mayar Limited

Being a business graduate of IIUC I can endorse the performance of IIUC and its contributions to develop the competent human resources for world job market. I am pleased to be part of IIUC. I wish successful happening of the 25th anniversary celebration.

Md. Showib Chowdhury
Joint Director, Bangladesh Bank
(The Central bank of Bangladesh)
Chattogram Office

Comments of Bright IIUC Alumni

I have done MBA from IIUC. I am really impressed on its performance of disseminating higher education with quality with morality in an incredible green campus at Kumira, Sitakunda. I wish the success of its 25th anniversary which is scheduled to be held in October, 2022.

Mohammad Alamgir
Director, HR
Heidelberg Cement Bangladesh Ltd

I have done BBA from IIUC. As a graduate of business department I am happy to know that the Department of Business Administration is doing very well and IIUC is observing 25th anniversary. I wish the success of the program.

Md. Nurul Abcher
Assistant Director, Rapid Action Battalion (RAB), 35th BCS

I have done BBA and MBA at IIUC. It is undoubtedly providing quality education for which it has been placed in the list of top ranked private universities in Bangladesh. I am happy to know that it's celebrating its 25th anniversary. I wish the grand success of this event.

Md. Taslim Uddin
Managing Director
K R Group
taslim_iiuc@yahoo.com

Comments of Bright IIUC Alumni

It's my pleasure and honor to be part of glorious university like IIUC. IIUC ensured quality education with morality which surely enabled me to achieve a valuable position globally for my current roles as Resource Management Officer in United Nations (MENA- Middle East and Horn of North Africa). I have completed my bachelor's degree BBA with major in Finance. Throughout my studies, I have acquired an extensive knowledge of every branch of Finance. I with successful happening of 25th Anniversary of IIUC.

Shahjahan Mohammad
Resource Management Officer
Yemen, Sanaa
United Nations (MENA- Middle East and
Horn of North Africa)

I have done MBA from IIUC. MBA at IIUC is a prestigious program which has produced many business professionals who are working for giant corporations in home and in abroad. I am contented to know that IIUC is celebrating its 25th years of successful emergence. I wish every success of the said program.

Md. Imtiaz Alam
Chairman,Infinity Group
Vice President, ICMAB

IIUC is one of the prestigious to ranked universities in Bangladesh. I think the universities in Bangladesh should focus, in compliance to the requirements of global competence, more on contemporary and contributory research and publications. IIUC's CSE department is doing excellent with the accreditations from BAETE. Being graduate of CSE I wish continued successes of CSE and IIUC, and of course the upcoming events.

Dr. Md. Zakirul Alam Bhuiyan
Assistant Professor of the Department of Computer and Information Sciences at Fordham University, NY City, USA. He is the Director of Dependable and Secure System Research (DependSys) Lab and affiliated with Fordham Center for Cybersecurity.

Comments of Bright IIUC Alumni

IIUC holds the vision to be the highest seat of learning in South Asia. In this process IIUC is working hard so far I know. It's a matter of joy that IIUC has produced graduates who are serving public universities in Bangladesh and many reputed universities in various countries of the world. I belong to the 11th Batch of CSE. I wish the grand success of 25th anniversary of IIUC.

Muhammad Mustagis Billah
Professor
Department of Computer Science and Mathematics
Bangladesh Agricultural University (BAU)
Mymensing

What it means to be a world-class campus- hall, green playground, open spaces, clean air, sunlight, railway station, mountains, sea, biodiversity & everything is present in our university. The most important time of my life was spent here. I will never get back all the sweet memories. I recall my friends & mates. I met many who shouldered me to fight many odds there. I dream of writing something in vivid description on my campus life. Not today but one day I will.

IIUC started its journey on February 11, 1995. I hope this train never stop & always carry the passenger. Many happy returns of 25th anniversary of IIUC and also thanks all of my teachers, friends, seniors, juniors with administration.

Engr. Md. Anis-Uz-Zaman (Tushar)
Sub-Divisional Engineer (SDE), BPDB &
GS, IIUC EEE Alumni Association &
Council Member, EED, IEB

I am extremely happy and pleased to pen the following few lines by way of a message on the occasion of 25th Anniversary of International Islamic University Chittagong. IIUC graduates are extensively contributing to the society by playing important roles in many vital positions with many renowned Government, Autonomous, International, Multinational & Local Organizations of Bangladesh as well as across the world.

I wish every success of the EEE Department as well as all other departments of IIUC, and the 25th Anniversary of IIUC.

Engr. SirajUddoula
President, IIUC EEE Alumni Association.
B. Sc. in EEE, MBA, PGD-SCM, [MIEB-M/40079], & Deputy Manager,
Instrumentation, Maintenance, operation, and QMCI, BSRM Ltd

Comments of Bright IIUC Alumni

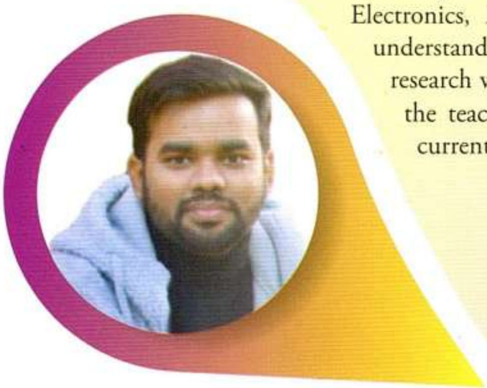

The undergraduate courses of ETE, IIUC helped me to build the foundation in Electronics, Mathematics and Wireless Communication which helped me to understand the advanced topics of wireless communication and to excel in my research work. Furthermore, the unprecedented advisory and motivation from the teachers inspired me to pursue higher education and as a result I am currently doing PhD in the University of Central Florida, USA.

Md. Mahmudul Islam
Graduate Research Assistant (PhD Candidate)
University of Central Florida, USA

It gives me immense pleasure to learn that IIUC is going to publish a souvenir on completion of 25 years of its glorious journey. As a proud Alumni of ELL Department I want to express my heartfelt gratitude and warm facilitation to my respected teachers, faculty and all members of IIUC family on this auspicious occasion. With the grace of Almighty Allah and the blessings of my ELL family now I'm serving Bangladesh Navy as Lieutenant Commander. And I'm proud to acknowledge that IIUC has created the stepping stone of my career. My sincere and best wishes for the success of the Silver Jubilee of IIUC. May the Almighty Allah bless all IIUC family with good health and keep us under His kindness.

Nusrat Sharmin
Lt. Cdr., Bangladesh Navy

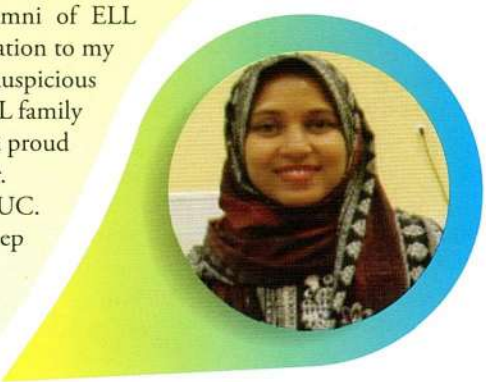

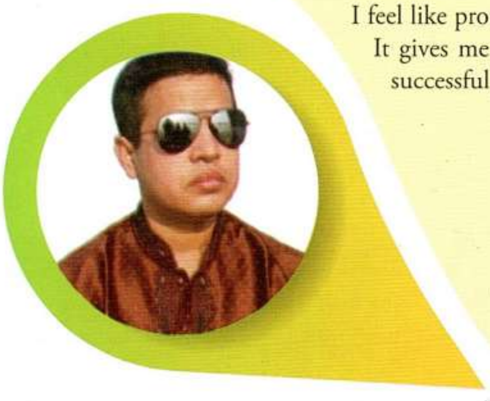

I feel like proud to be a graduate of the Dept. of English Language and Literature. It gives me immense pleasure to know that IIUC is celebrating its 25 years of successful journey. Wishing the success of this event.

Aftab Uddin Sumon
Additional SP, Bangladesh Police

Comments of Bright IIUC Alumni

IIUC's contribution is immense in the process of developing my career so far. As a graduate of the Dept. of English Language and Literature I am contented to know that IIUC is observing the successful completion of 25 years of its embarkation. Wishing continued successes.

Mariam Akhter
BCS (Audit)
Assistant Account General
Office of the Comptroller & Auditor General

I am pleased to be informed that IIUC is celebrating its 25 years of proliferation. As an Alumnus of the Dept. of English Language and Literature I wish every success of this event.

S. R. Arman Shakil
Deputy Director, BCS Administration Academy
Government of Bangladesh

In 2004, University Grants Commission (UGC) conducted a survey on the status of private university and made some categories where IIUC was proudly in the list of 'A' category universities. I am happy to know that IIUC is celebrating 25 years of its successful operations. I wish the grand success of the event.

Amin Ullah Pasha
Assistant Vice President & Head of Financial Institutions Division
Islami Bank Bangladesh Ltd.
Head Office, Dhaka

Comments of Bright IIUC Alumni

It's an achievement of IIUC that it is producing graduates who are serving this proud nation in the capacity of public servants. IIUC is observing a day on the completion of its 25 years of proud journey. I wish the success of this event.

Md. Saddam Hossen
Metropolitan Magistrate
Bangladesh Judicial Service

Dept. of Law at IIUC is one of the best departments in my view. I am indebted to this department for all that it has done for me. IIUC is a top ranked universities in Bangladesh that produces graduates with excellent worldview. I am glad to know that it is celebrating 25 years of its successes. I wish the triumph of the event.

Dr. A.S.M. Mahmudul Hassan
Assistant Professor
Bursa Uludag University, Turkey Turkey

I am delighted to be one of the proud Alumni of Department of Law at IIUC. It is celebrating 25 years of its successful accomplishments. I wish the success of this event.

Shahabuddin Mahtab
Journalist, Senior Reporter (Crime)
Desh TV

Comments of Bright IIUC Alumni

At the beginning, I thank the almighty God for being able to study in a reputed private university, where the teachers teach the necessary things for personal life along with studies. In general, this is a wonderful university in Bangladesh. I feel proud to be a student in this university and wish the university well.

Afrina Yasmin Kemi
Auditor
Directorate of Technical Education

The position of IIUC among the universities of our country in creating skilled manpower is enviable due to the positions of the students of this university in many domestic and foreign institutions, which I have seen firsthand.
I have done BSS and MSS I Economics & Banking from the Dept. of Economics & Banking with first batch. My teachers have helped me grooming hands-on the way I need to prepare for career success. Special thanks to this university. I think the overall management of IIUC, the environment, thesincerity of the teachers, their individualized care has transformed this varsity into a first-class manpower producinginstitution. I wish the success of upcoming event.

Abdul Kader
Senior Durable Solution Assistant
UNHCR, The UN Refugee Agency

Along the way of life, I grabbed most of the opportunities life has offered to me and put my best effort to gain the fruit of them which helped me to master my skills in project management, timeliness, conflict resolution, problem-solving and leadership. I am proud to claim that I am an Alumni of IIUC from the Dept. of Pharmacy. I wish the continued success of IIUC as well as the upcoming event.

S M Anisul Islam, Ph.D.
Cell and molecular biologist
US Food and Drug Administration
White Oak, Maryland, United States

Comments of Bright IIUC Alumni

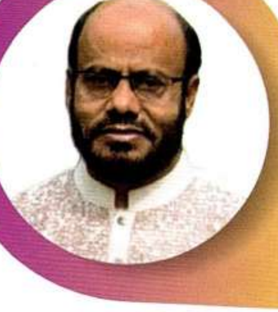

কুরানিক সাইন্স গর্ব আমার
আমি তোমার ছাত্র
তোমার ছোঁয়ায় আজকে আমি
অনারেবলপাত্র।

আইআইইউসি এগিয়ে চল
আমরা তোমার শক্তি
সত্যিকারের জ্ঞানের আলোয়
আনব দেশের মুক্তি।

আইআইইউসি'র ২৫ বছর পুর্তি অনুষ্ঠানের
সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

ডক্টর আমির হোসাইন
সহযোগী অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

It's my pride to say that I am an alumnus of the Dept. of Quranic Sciences and Islamic Studies (1999-2005). IIUC is my first Alma Mater, and it was a great honor for me to be a part of it. I express my heartfelt gratitude to all my teachers, staff and friends who contributed to complete my academic journey.I wish the successful accomplishment of 25th anniversary of IIUC.

Dr. Md. Tazul Islam
Assistant Professor
University Science Islam Malaysia

Alhamdulillah! I am proud of being a graduate of the Department of Sciences of Hadith and Islamic Studies. It's really a matter of pleasure that IIUC has embarked at the age of 27 and it is observing its 25th anniversary at this stage. I wish the successful completion of the event.

Abdul Wadud Patwary
Vice Principal
Anandapur Hazi Nuruzzaman Dakhil Madrasha

Comments of Bright IIUC Alumni

Bachelor degree in Dawah and Islamic Studies that I acquired from IIUC added an incredible value in my education and career. Later I did my PhD from IIUM, Malaysia. I am grateful to the Department of Dawah and Islamic Studies at IIUC. I wish the success of 25th anniversary of IIUC.

Dr. Nazmul Hoque
Senior Lecturer, UiTM
Selangor, Malaysia

Comments of Foreign Alumni

I entered International Islamic University Chittagong with lots hopes and aspirations. I have gathered wonderful and exciting experiences in this university throughout. I came across many unknown faces. I had so many amazing experiences with my fellow friends and honorable teachers. Honesty speaking, I found that the method of teaching in the University is different. Nevertheless, there are differences and similarities among the two worlds between my familiar one and Bangladesh. The friendly environment of IIUC made my life easier in Bangladesh. However, it was not without challenges. I faced and conquered those., I was confident that I could reshape my future career and so at last I became a successful woman through IIUC. IIUC allowed me to learn new skill and oriented me with new culture. I made some lifetime friends in Bangladesh through IIUC. It's IIUC which prepared me for a challenging life. Now I am a lecturer at Arab Open University in Dammam, Saudi Arabia. That's of God's grace and then of IIUC. I couldn't forget the happy days I spent there.

Amal Meqdad
lecturer at Arab Open University in Dammam, Saudi Arabia.

Palestine

At the very outset, I would like to congratulate the whole IIUC family on completing 25 years of its remarkable journey. I extend my warm regards to my department, the Department of Pharmacy,from where I completed my Bachelor of Pharmacy (B. Pharm) in 2013. I received infinite love & lessons from teachers and officers of Department on Pharmacy,Student Affair Division andStaff Development & Student Welfare Division (SDSWD). In this joyous moment, I would like to thank all the concerned specially Mahfuzur Rahman sir (Additional Director, SDSWD) whose support was undeniable throughout my IIUC journey.

I feel proud inintroducing myself as an IIUCian.The experiences of IIUC turned me to be a more curious and achieving person. With the grace of almighty Allah,I completed my honors(B. Pharm) at IIUC and continued to move ahead and pursued my master's degree and finally PhD degree from Japan. Alhamdulillah, now I am serving as a post-doctoral researcher in Tokushima University, Japan.

Lastly, I pray to Allah (SWT) for the all-round development of IIUC and bless the IIUC family with his mercy. Long Live IIUC!

Nepal

Anaytulla
B.Pharm (IIUC), M. Pharm (NSU,Dhaka)
PhD (Japan), Post-Doctoral Researcher
University of Tokushima, Japan

Comments of Bright IIUC Alumni

Sri Lanka

It gives me a great pleasure to say with pride that I have completed my Bachelor of Science in Computer Science and Engineering degree (2009-2013) from International Islamic University, Chittagong. The relationship between highly intellectual and experienced lecturers and scholar is very cordial which gave me an opportunity to excel in my area of interest. The time spent at IIUC was splendid and has helped me to grow better professionally & personally. I would like to thank IIUC & all the lecturers and staff for all the efforts and also I would like to say that my journey with International Islamic University Chittagong is definitely one I will cherish for life.

A.H.M Fazil
Assistant Director of Education
Human Resource Development Division
Ministry of Education, Sri Lanka

It is my pleasure to show the treasure of my blessed university, International Islamic University Chittagong (IIUC), Bangladesh IIII, the founders, the board members, and Authorities of IIUC as well as the former Students and current students of iiuc, Happy 25th anniversary of our proud university and I wish you success and prosperity here and thereafter.

Engr. Abubakar Abdullahi
Engineer I Ministry of works and transport,
Sokoto Chairman United youth active forum, Sokoto

Nigeria

India

Assalamualaikum. I am Mekail Hossain from Kolkata, west Bengal, India. Right now I am working as an Electrical Project Engineer at Alascon Company Limited (Under Saudi Aramco Oil & Gas Company), in the Kingdom of Saudi Arabia.

Frist of all I am very proud to hear that my university completed 25 years glorious journey successfullybut in the same time I feel very sad unable to attend this enjoyable season with foreign guest.

Here all foreign students get lot of facilities like fully tuition fee, library facilities even sometimes provide meal cost, so it's very fantastic opportunity for foreign students. which I already took these advantages. Especially Mr. MahfuzurRahaman helps me a lot from the beginning to end of my IIUC journey.

So finally we can say proudly that in this way if our university keep their journey then within few years a branch of graduated students leading the Bangladesh as well as we will found IIUC,IANrepresentative leader different conner of the world.

Mekail Hossain
Electrical Engineer

PhD holder Alumni of IIUC

	SL. No.	Name	Designation	Address	Photograph
Department of Qur'anic Sciences and Islamic Studies (QSIS)	01.	**Dr. Md. Ali Hossain**	Associate Prof. PhD from IUK, Bangladesh	01848205692 alihossainiiuc@gmail.com	
	02.	**Dr. Muhammad Rafiqul Hoque**	Assistant Prof. Malaysia	01712827938 rafique20012000@yahoo.com	
	03.	**Dr. Tajul Islam**	Assistant Prof,	USIM Malaysia	
	04.	**Dr. Farjana Mahbuba**	Western Sydney University	Australia	
	05.	**Dr Abdul Zalil**	Lecturer, Baitush Sharf	01815129828 Abdulzalil92@gmail.com	
	06.	**Dr. Ataullah Khaled**	Cox'sBazar International University	01638202391	
	07.	**Dr. Mizanur Rahman**	Teacher Assistant	01829295060 Ankara University,Turkey	
(DIS)	08.	**Dr. Muhammad Aminul Hoque**	Associate Professor PhD from KAAU, KSA	01673909205 aminulhoque.iiuc@gmail.com	
	09.	**Dr. Mohammad Abul Kalam**	Associate Professor, SHIS, IIUC PhD from IUK, Bangladesh	01712673094 drmakalam@iiuc.ac.bd	
	10.	**Dr. Mohammd Nazmus Sayadat**	Social Teaching of the Catholic Church: Perspectives of Selected Muslim Scholars.	International Islamic University, Malaysia	
	11.	**Dr. Mohammad Ibrahim Khalil Bhuiyan**	The Contemporary Arab Revolution in the scale of Islamic Jurisprudence: An Analytical Study.	International Islamic University, Malaysia	

PhD holder Alumni of IIUC

	SL. No.	Name	Designation	Address	Photograph
Department of Da'wah and Islamic Studies (DIS)	12.	**Dr. Faruq Ameen**	Social Welfare Programs of Islamic Political Party: A Case Study of Bangladesh Jamaat-e- Islami.	University of Western Sydney, Australia.	
	13.	**Dr. Tareq Mohammad Zayed**	Academic Leaders Organizational Capabilities and Personal Characteristics as Determinants for Successful Internationalization of Higher Education Institutions in Bangladesh.	International Islamic University, Malaysia	
	14.	**Dr. Saud Bin Muhammad**	Assistant Professor PhD from Malaysia	01837238893 saudafif2014@gmail.com,	
	15.	**Dr. Mohammad Abu Bakar Siddique**	The Impacts of Hisbah in Social Reforms : Perspective Bangladesh.	Islamic University, Kushtia, Bangladesh	
	16.	**Dr. Mohammad Saiful Islam**	Assistant Professor PhD from Malaysia	01301072520 drsaifuldis@iiuc.ac.bd	
	17.	**Dr. Muhammad Nazmul Hoque**	The Waqf Fund for Financing Higher Educational Institutions: A Study in Malaysia & Bangladesh.	International Islamic University, Malaysia	
	18.	**Abdul Gafur**	PhD Researcher	Uludag University, Turkey.	
	19.	**Abdur Rahim**	PhD Researcher	King Abdul Aziz University, Jedda, K.S.A	
	20.	**Khaledul Islam**	PhD Researcher	Islamic University Madina.	
	21.	**Tarequl Islam**	PhD Research Fellow in Islamic Finance & Banking	Aksaray University, Turkey.	
(CSE)	22.	**Dr. Mohammad Sanaullah Chowdhury**	Professor, CSE University of Chittagong	01924427634 sana1691@gmail.com	

PhD holder Alumni of IIUC

Department of Computer Science & Engineering (CSE)

SL. No.	Name	Designation	Address	Photograph
23.	**Dr. Md Zakirul Alam Bhuiyan**	Assistant Professor CIS, Fordham University USA	(718) 817- 0582 mbhuiyan3@fordham.edu	
24.	**Dr. Md. Arafatur Rahman**	Senior Lecturer School of Computer Science University of Wolverhampton, UK	01902 321000 Ext.1857 arafatur.Rahman@wlv.ac.uk	
25.	**Dr Kamanashis Biswas**	Lecturer Peter Faber Business School (Sydney)	+612 9739 2376 kamanashis.biswas@acu.edu.au	
26.	**Dr Md Moinul Hossain**	Lecturer in Electronic Engineering University of Kent	+44 (0)1227 823389 m.hossain@kent.ac.uk	
27.	**Dr. Md Zia Uddin**	Senior Research Scientist Sustainable Communication Technologies Trondheim, Norway	+612 9739 2376 zia.uddin@sintef.no	
28.	**Dr. Engr. Abdul Kadar M. Masum**	Professor, CSE, IIUC	+8801611411784, akmmasum@iiuc.ac.bd	
29.	**Dr. Md Liakat Ali**	Assistant Professor of Computer Science Rider University	609-895-5434 mdali@rider.edu	
30.	**Dr. Mohammad Azam Khan**	Executive Engineer Dhaka Power Distribution Company Limited (DPDC), Bangladesh	(+82) 10-7598-4459 azamkhan@kaist.ac.kr	
31.	**Dr. Hijbul Alam**	Software Engineer Tecnotree Corporation Tampere, Pirkanmaa, Finland	hijbulbd@gmail.com	
32.	**Dr Muhammad Towfiqur Rahman**	Assistant Professor & MCSE Coordinator CSE University of Asia Pacific	01886922110 towfiq@uap-bd.edu	
33.	**Dr. Shayla Islam**	Associate Professor UCSI University, Malaysia	(+60(+603) 9101 88803) 9101 888 shayla@ucsiuniversity.edu.my	

PhD holder Alumni of IIUC

(CSE)

Department of Electrical and Electronic Engineering (EEE)

Department of Computer and Communication Engineering (CCE)

SL. No.	Name	Designation	Address	Photograph
34.	**Dr. Mohammad Aman Ullah**	Associate Professor, CSE, IIUC PhD from USIM, Malaysia	aman_cse@iiuc.ac.bd 01815641524	
35.	**Dr. Shahera Hossain**	Assistant Professor, CSE University of Asia Pacific	+8801 786 490 shaherahossain@uap-bd.edu	
36.	**Dr. Francis Palma**	Assistant Professor University of New Brunswick NB, Canada.	506-453-4666 x8kq8@unb.ca	
37.	**Dr. Mohammad Shan-A-Khuda**	Research Fellow Leeds Beckett University United Kingdom.	+44 113 812 0000 M.Shan-A-Khuda@leedsbeckett,ac.uk	
38.	**Dr. Touhidul Alam**	Assistant Professor	01836797988 touhid13@iiuc.ac.bd	
39.	**Dr. Md Wazedur Rahman**	Technical Officer (Nano- and Microfabrication)	National Research Council of Canada	
40.	**Dr. Shahinur Rahman**	Postdoctoral Research Fellow	Australian National University, Canberra	
41.	**Dr. Jia Uddin**	Assistant Professor Woosong University, Daejeon, Korea	Ph.D. in Computer Engineering, University of Ulsan, Korea	
42.	**Dr. Md Anowar Hossain**	Senior Researcher Ministry of Defense, Riyad, Saudi Arabia.	Ph.D. in Electrical Engineering, King Saud University, KSA	
43.	**Dr. A.S.M. Iftekhar Uddin**	Head of the Department of CSE, Metropolitan University, Sylhet	Ph.D. in Electrical Engineering, University of Ulsan, Ulsan, South Korea	
44.	**Dr. Mohammad Tahidul Islam**	Assistant Professor (On Leave), ETE, IIUC	Post-doctoral Fellowship, RMIT University, Australia	

PhD holder Alumni of IIUC

	SL. No.	Name	Designation	Address	Photograph
(CCE)	45.	**Dr. Sakil Barbhuiya**	Data Scientist at Magnite, Belfast, Northern Ireland, United Kingdom	PhD in Computer Science, Queen's University Belfast, United Kingdom	
Department of Business Administration (DBA)	46.	**Dr. Mohammad Masrurul Mowla**	Professor & Pro-VC, IIUC PhD from Hull, UK	01554-329168 mmmiiuc@gmail.com	
	47.	**Dr. Mohammad Aktaruzzaman Khan**	Professor, Director, CRP, IIUC PhD from USIM, Malaysia	aktar@iiuc.ac.bd 01554-315876	
	48.	**Dr. Serajul Islam**	Associate Professor PhD from IUK, Bangladesh	serajulislamiiuc@gmail.com 01711-448142	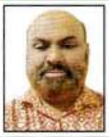
	49.	**Dr. Md. Shahnur Azad Chowdhury**	Associate Professor PhD from IUK Bangladesh	tipu_iiuc@yahoo.com 01816-013048,	
	50.	**Dr. A. M. Shahabuddin**	Associate Professor PhD from IUK Bangladesh	shahabuddin@iiuc.ac.bd 01842-224521	
	51.	**Dr.shariful Haque**	Associate Professor, EB,IIUC PhD from UNIMAP, Malaysia	+880 1712-262949 iiucmba@gmail.com	
	52.	**Dr. Zulfiqar Hasan**	Associate Professor Business Administration BIU	+880 1712-546825	
	53.	**Professor Dr. Abul Kalam Azad**	Professor Islamic University of Technology (IUT), Gazipur PhD from Malaysia	+880 1616-160808 kalam@iut-dhaka.edu	
	54.	**Dr Mosharraf Hosen**	Lecturer, USCI, Malaysia	jonycox74@gmail.com	
	55.	**Dr. Siddique Ahmed**	Assistant Professor CSE, IIUC	sa_iiuc@yahoo.com 01716742375	

PhD holder Alumni of IIUC

	SL. No.	Name	Designation	Address	Photograph
(DBA)	56.	**DR. HASSAN SHAKIL**	Lecturer, East Delta University		
(ELL)	57.	**Dr. Muhammad Azizul Hoque**	Associate Professor PhD from USIM, Malaysia	01818146370 azizul.hoque@iiuc.ac.bd	
	58.	**Dr.Md. Maksud Ali**	Assistant Professor	01716432018 masud.np@gmail.com	
Department of Law	59.	**Dr. Sheikh Md. Towhidul Karim**	Assistant Professor Australia	01815-677387 smtk_5@yahoo.com	
	60.	**Dr. A.S.M. Mahmudul Hasan**	Assistant Professor Bursa Uludag University, Turkey	+905377626581 asmmahmudhasan@uludag.edu.tr	
Department of Pharmacy	61.	**Dr S M Anisul Islam**	Research Scientist US Food and Drug Administration	Maryland, USA	
	62.	**Dr Md Areeful Haque**	Assistant Professor (SL), IIUC Research Institute 1515 Holcombe Blvd. Houston, Texas 77030, USA	`+18322792150 areeful@iiuc.ac.bd	
	63.	**Dr A M Taufiqual Islam**	Production Scientist Probiotics Australia	Melbourne, Australia	
	64.	**Dr Md Fokhrul Islam Manju**	Production Scientist Meraux Neurosciences	Regents Park, NSW, Australia	
	65.	**Dr Nasir Uddin Rana**	Post-doctoral Fellow Zhejiang University	Hangzhou, China	
	66.	**Dr Naymul Karim**	Post-doctoral Fellow Zhejiang University	Hangzhou, China	

PhD holder Alumni of IIUC

SL. No.	Name	Designation	Address	Photograph
67.	**Dr Perwez Ansari**	Assistant Professor Independent University BD	Dhaka	

IIUC graduates as faculty members of IIUC

	SL. No.	Name	Designation	Address	Photograph
Department of Qur'anic Sciences and Islamic Studies (QSIS)	01.	**Dr. Md. Ali Hossain**	Associate Prof	01848205692 alihossainiiuc@gmail.com	
	02.	**Dr. Muhammad Rafiqul Hoque**	Assistant Prof	01712827938 rafique20012000@yahoo.com	
	03.	**Md.Numan Hasan**	Assistant Prof	01814912623 numanhasan@iiuc.ac.bd	
	04.	**Mohammad Amimul Ahsan**	Assistant Prof	01826718889	
	05.	**Mrs. Zaheda Khanam**	Assistant Prof	01616554038 zahedaqsis@yahoo.com	
	06.	**Aflatun Al-Kausar**	Assistant Prof	01815384555 aflatun.kausar@iiuc.ac.bd	
	07.	**Md. Ershadur Rahman**	Lecturer	01674610544 mrahman@iiuc.ac.bd	
	08.	**Fatematuj Juhura**	Lecturer	01719646847 fatematuj@iiuc.ac.bd	
	09.	**Abdus Salam Riyadhi**	Lecturer	01815861487	
	10.	**Ummay Sayma Tajkia**	Lecturer	01814364022	
(DIS)	11.	**Dr. Muhammad Aminul Hoque**	Associate Professor	01673909205 aminulhoque.iiuc@gmail.com	

IIUC graduates as faculty members of IIUC

Department of Da'wah and Islamic Studies (DIS)

SL. No.	Name	Designation	Address	Photograph
12.	**A F M Nuruzzaman**	Assistant Professor & Chairman	01670450757 afmnur_dis@yahoo.co.uk	
13.	**Dr. Saud Bin Muhammad**	Assistant Professor	01837238893 saudafif2014@gmail.com,	
14.	**Dr. Mohammad Saiful Islam**	Assistant Professor	01301072520 drsaifuldis@iiuc.ac.bd	
15.	**Zakia Binte Alam Hanna**	Lecturer	01859826665 dis_fc@yahoo.com	
16.	**Abdur Rahim**	Lecturer	01795000033 abdurrahim@iiuc.ac.bd	
17.	**Salma Binte Shafiqur Rahman**	Lecturer	01883275182 ummerawha83@iiuc.ac.bd	
18.	**Abu Faisal Mohammad Shamim Hider**	Lecturer	01753557117 shamimmhiderr@yahoo.com	
19.	**Dr. Mohammad Abul Kalam**	Associate Professor, SHIS; Former Chairman, DIS	01712673094 drmakalam@iiuc.ac.bd	
20.	**Mr. Solim Uddin**	Assistant Professor & Former Chairman, SHIS	01815811367 salim_dis@yahoo.com	
21.	**Md. Nazmul Huda Sohel**	Assistant Professor & Former Chairman, SHIS	01726036883 mbelal.shis@iiuc.ac.bd	
22.	**Abdul Gafur**	Assistant Professor, SHIS	00905380235568 gafur14all@gmail.com	

IIUC graduates as faculty members of IIUC

	SL. No.	Name	Designation	Address	Photograph
Department of Da'wah and Islamic Studies (DIS)	23.	**Mohammad Belal**	Lecturer, SHIS	01726036883 mbelal.shis@iiuc.ac.bd	
	24.	**Sayed Noor**	Lecturer, SHIS	01537-432025 syed@iiuc.ac.bd	
	25.	**Muhammad Misbah Uddin**	Lecturer, QSIS	01851646474 mesbahiums@gmail.com	
	26.	**Sadeka Jannat**	Lecturer, CGED	01812533618 sadekaiiuc@gmail.com	
	27.	**Samira Binte Zakaria**	Lecturer, CGED	01837212220 samirazim9@gmail.com	
(SHIS)	28.	**Md. Shaikhul Azam Abrar**	Lecturer	01590022315 shaikhulabrar@iiuc.ac.bd	
	29.	**Mrs. Somaiya Binte Lukman**	Lecturer	01916645430 somaiyalokman@gmail.com	
(CSE)	30.	**Prof. Dr. Engr. Abdul Kadar M. Masum**	Professor	+8801611411784, akmmasum@iiuc.ac.bd	
	31.	**Mohammad Mahadi Hassan**	Associate Professor	mahadi_cse@yahoo.com 01957719040	
	32.	**Dr. Mohammad Aman Ullah**	Associate Professor	aman_cse@iiuc.ac.bd 01815641524	
	33.	**Zinnia Sultana Mukti**	Associate Professor	zinniacse@iiuc.ac.bd 01716432134	

IIUC graduates as faculty members of IIUC

Department of Computer Science & Engineering (CSE)

SL. No.	Name	Designation	Address	Photograph
34.	**Mohammed Mahmudur Rahman**	Assistant Professor	mmr.cse@iiuc.ac.bd 01816035639	
35.	**Mohammed Arif Hasnayeen**	Assistant Professor	ahasnayeen@iiuc.ac.bd 01732455577	
36.	**Shayhan Ameen Chowdhury**	Assistant Professor	shayhan@iiuc.ac.bd 01919998883	
37.	**Md. Eftekhar Alam**	Assistant Professor	eftekhar@iiuc.ac.bd 01939571527	
38.	**Ahmed Shan-A-Alahi**	Lecturer	asa.cse@iiuc.ac.bd 01790341811	
39.	**Md. Ziaur Rahman**	Lecturer	ziaur.rahman@iiuc.ac.bd 01811812113	
40.	**Muhammed Nazmul Arefin**	Lecturer	nazmul.arefin@iiuc.ac.bd 01797198813	
41.	**Jamil As-ad**	Lecturer	jamil@iiuc.ac.bd 01626890190	
42.	**Farzana Tasnim**	Lecturer	tasnim@iiuc.ac.bd 01521487508	
43.	**Nuren Nafisa**	Assistant Lecturer	nurennafisa@iiuc.ac.bd 01624978991	
44.	**Nayeem Mahmood**	Assistant Lecturer	nayeem.cse@iiuc.ac.bd 01673793558	

IIUC graduates as faculty members of IIUC

	SL. No.	Name	Designation	Address	Photograph
(CSE)	45.	**Md. Saiful Islam**	Assistant Lecturer	saiful.islam@iiuc.ac.bd 01873525101	
	46.	**Shefayatuj Johara Chowdhury**	Assistant Lecturer	shefayatuj@iiuc.ac.bd 01984696037	
Department of Electrical and Electronic Engineering (EEE)	47.	**Engr. Khandakar Abdulla Al Mamun**	Assistant Professor	k.a.a.mamun@iiuc.ac.bd 01673740547	
	48.	**Engr. Shafait Ahmed**	Assistant Professor	01670342202 shafait007@gmail.com	
	49.	**Dr. Touhidul Alam**	Assistant Professor	01836797988 touhid13@iiuc.ac.bd	
	50.	**Engr. Mohammad Jalal Uddin**	Assistant Professor	jalal@iiuc.ac.bd 01521400104	
	51.	**Md Khurshedul Islam**	Lecturer	01836766302 khurshedeeeiiuc@gmail.com	
	52.	**Khaled Syfullah Fuad**	Lecturer	01703405277 fuad.eee07@gmail.com	
	53.	**Riazul Islam**	Lecturer	01783339233 r.islam@iiuc.ac.bd	
	54.	**Raihan Chowdhury**	Assistant Lecturer	01626371388 raihan2624@iiuc.ac.bd	
	55.	**Jubaida Nahar Tuli**	Assistant Lecturer	01749469542 jubaidanahar@iiuc.ac.bd	

IIUC graduates as faculty members of IIUC

	SL. No.	Name	Designation	Address	Photograph
Department of Electronic and Telecommunication Engineering (ETE)	56.	**Engr. Syed Zahidur Rashid**	Chairman & Assistant Professor	01857522408 szrashidcce@yahoo.com	
	57.	**Engr. Abdul Gafur**	Associate Professor	01715866362 agafur_cox@yahoo.com	
	58.	**Md. Tahidul Islam**	Assistant Professor	01913005756 tahidcce@gmail.com	
	59.	**Abu Zafar Md. Imran**	Lecturer	01516115909 azmimran28@gmail.com	
	60.	**Ahmad**	Assistant Lecturer	01831970333 ahmadcse0@gmail.com	
Department of Business Administration (DBA)	61.	**Dr. Mohammad Masrurul Mowla**	Professor & Pro-VC, IIUC	01554-329168 mmmiiuc@gmail.com	
	62.	**Dr. Mohammad Aktaruzzaman Khan**	Professor, Director, CRP, IIUC	aktar@iiuc.ac.bd 01554-315876	
	63.	**Dr. Serajul Islam**	Associate Professor	serajulislamiiuc@gmail.com 01711-448142	
	64.	**Dr. Md. Shahnur Azad Chowdhury**	Associate Professor	tipu_iiuc@yahoo.com 01816-013048,	
	65.	**Dr. A. M. Shahabuddin**	Associate Professor	shahabuddin@iiuc.ac.bd 01842-224521	
	66.	**Mr. Md. Rizwan Hassan ACMA**	Associate Professor	mrhiiuc@hotmail.com 01812-822468	

IIUC graduates as faculty members of IIUC

	SL. No.	Name	Designation	Address	Photograph
Department of Business Administration (DBA)	67.	**Mr. Mohammad Zahid Hossain Bhuiyan**	Associate Professor	mzhbhuiyan@iiuc.ac.bd 01726-104444	
	68.	**Mrs. Sultana Akter**	Associate Professor	sa_maya@rocketmail.com 01778072103	
	69.	**Mr. Mohammad Toufiqur Rahaman**	Associate Professor	mtr.iiuc@gmail.com 01711-900667	
	70.	**Mrs. Tania Sultana**	Lecturer	taniasultanaiiuc@gmail.com 01515-284723	
	71.	**Mr. Mohammad Afjalur Rahman**	Lecturer	rahmanmafr@gmail.com 01716-742661	
	72.	**Ms. Nusrat Islam**	Lecturer	nnusratislamm@gmail.com 01614-468887	
	73.	**Asmaul Husna Noha**	Lecturer	ahusnoha@gmail.com 01884-966561	
Department of English Language and Literature (ELL)	74.	**Dr. Muhammad Azizul Hoque**	Associate Professor	01818146370 azizul.hoque@iiuc.ac.bd	
	75.	**Ms. Farhiba Ferdous**	Assistant Professor	01717027699 farhibaf@gmail.com	
	76.	**Ms. Tahmina Akhter**	Assistant Professor	01831090132 rumkee2000@yahoo.com	
	77.	**Dr. Md. Maksud Ali**	Assistant Professor	01716432018 masud.np@gmail.com	

IIUC graduates as faculty members of IIUC

	SL. No.	Name	Designation	Address	Photograph
(ELL)	78.	**Ms. Tahmina Mariyam**	Assistant Professor	01920941390 t.mariyam@iiuc.ac.bd	
	79.	**Ms. Ayesha Sumayah**	Lecturer	01994463548 ayshasumayyah@gmail.com	
	80.	**Hossain Ahmed**	Lecturer	01856311979 hossainahmed07@yahoo.com	
Department of Pharmacy	81.	**Dr. Md Areeful Haque**	Assistant Professor	+18322792150 areeful@iiuc.ac.bd	
	82.	**Mohammad Nazmul Islam**	Lecturer	01674613722 nazmul@iiuc.ac.bd	
	83.	**Md Ashraf Uddin Chowdhury**	Lecturer	01814330990	
	84.	**Seema Binte Alam**	Lecturer	8801558947076 seema14@gmail.com	
	85.	**Israt Jahan**	Lecturer	01970040681 jahaanisrat6@gmail.com	
	86.	**Md. Ahsan Ullah**	Adjunct Faculty	+8801866096540	
Department of Law	87.	**Mr. Md. Manjur Hossain Patoari**	Associate Professor & Chairman	01812-378390 manjuiiuc3@yahoo.com	
	88.	**Mr. Md. Ridwan Goni**	Assistant Professor	01819-612965 ridwan_justice@yahoo.com	

IIUC graduates as faculty members of IIUC

	SL. No.	Name	Designation	Address	Photograph
Department of Law	89.	**Mr. Md. Abdul Malek**	Assistant Professor	01828-447606 malek.advocate@gmail.com	
	90.	**Mr. Md. Kalim Ullah**	Assistant Professor	01673-115899 kalimullah69@gmail.com	
	91.	**Mr. Mohi Uddin**	Assistant Professor	01816-251823 adv.mohim@gmail.com	
	92.	**Mr. Muhammad Farhad Hosen**	Assistant Professor	01818-369741 farhadlex@gmail.com	
	93.	**Mr. Mohammad Khabbab Taki**	Lecturer	01831416028 khabbabtaki94@gmail.com	
	94.	**Mr. Samimul Hasan**	Lecturer	01634216452 hasansamiul51@gmail.com	
	95.	**Mrs. Nusrat Jahan**	Lecturer	01841-789418 nusratjahan1161.1bd@gmail.com	
Department of Economics & Banking (EB)	96.	**Dr. Md. Shariful Haque**	Associate Professor & Former Chairman	01712262949 sharif@iiuc.ac.bd	
	97.	**Mrs. Nazneen Fatema**	Assistant Professor	01554315466 nazneen.fatema@yahoo.com	
	98.	**Mr. Md. Amzad Hossain**	Assistant Professor	01913858754 sazzad.amzad@yahoo.com	
	99.	**Mr. Joynal Uddin**	Lecturer	01812432141 joynal.econ@gmail.com	

IIUC graduates as faculty members of IIUC

(EB)

SL. No.	Name	Designation	Address	Photograph
100.	**Mr. Md. Jafar Shadek**	Lecturer	01796060685 mjshadek@iiuc.ac.bd	
101.	**Mr. Mohammad Mamunur Rasid**	Lecturer	01843194391 mamunurrashid9864@gmail.com	

বিদেশী পত্র পত্রিকায় আইআইইউসি সংবাদ

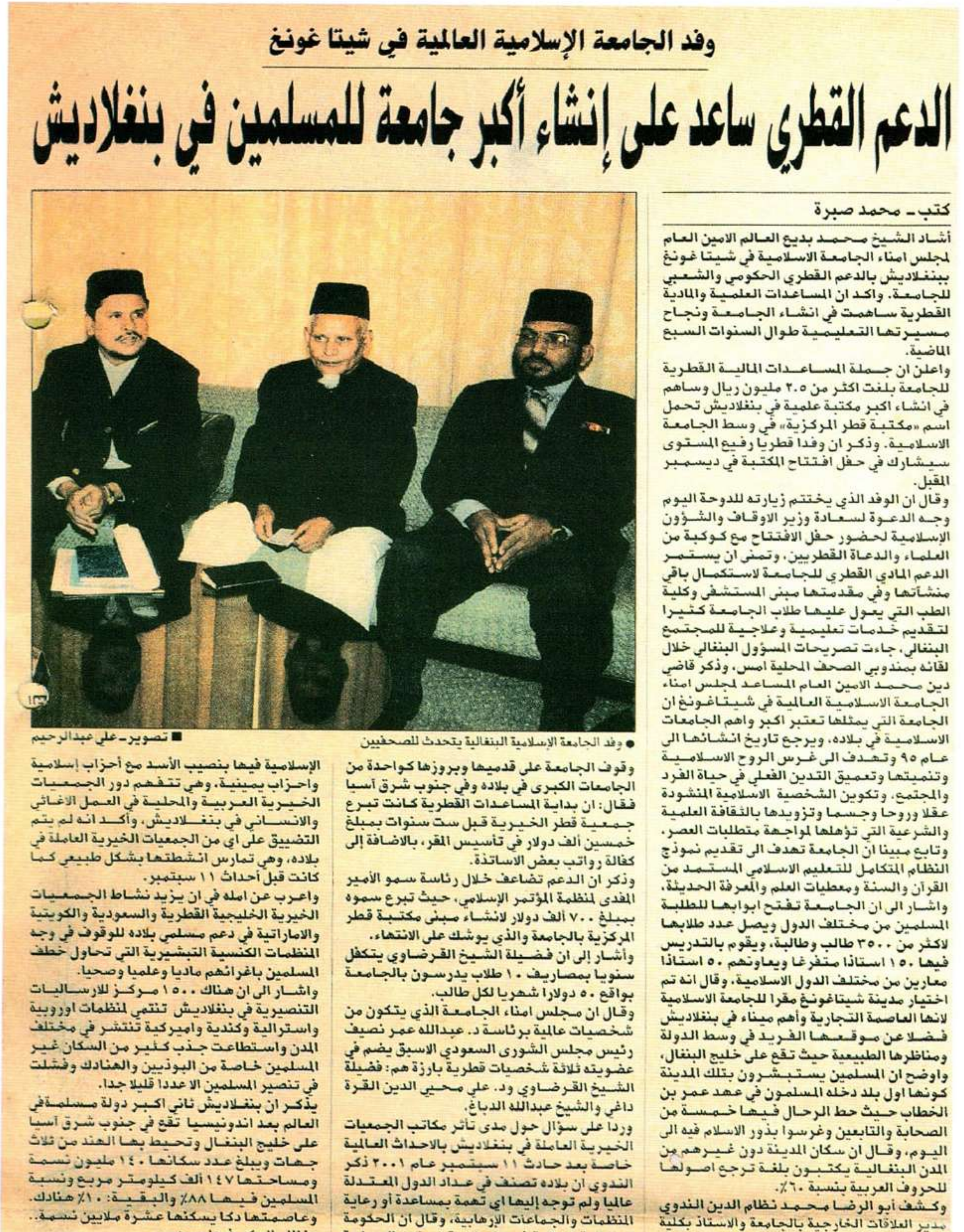

وفد الجامعة الإسلامية العالمية في شيتا غونغ

الدعم القطري ساعد على إنشاء أكبر جامعة للمسلمين في بنغلاديش

كتب ـ محمد صبرة

أشاد الشيخ محمد بديع العالم الامين العام لمجلس امناء الجامعة الاسلامية في شيتا غونغ ببنغلاديش بالدعم القطري الحكومي والشعبي للجامعة. واكد ان المساعدات العلمية والمادية القطرية ساهمت في انشاء الجامعة ونجاح مسيرتها التعليمية طوال السنوات السبع الماضية.

واعلن ان جملة المساعدات المالية القطرية للجامعة بلغت اكثر من ٢.٥ مليون ريال وساهم في انشاء اكبر مكتبة علمية في بنغلاديش تحمل اسم «مكتبة قطر المركزية» في وسط الجامعة الاسلامية. وذكر ان وفدا قطريا رفيع المستوى سيشارك في حفل افتتاح المكتبة في ديسمبر المقبل.

وقال ان الوفد الذي يختتم زيارته للدوحة اليوم وجه الدعوة لسعادة وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية لحضور حفل الافتتاح مع كوكبة من العلماء والدعاة القطريين، وتمنى ان يستمر الدعم المادي القطري للجامعة لاستكمال باقي منشآتها وفي مقدمتها مبنى المستشفى وكلية الطب التي يعول عليها طلاب الجامعة كثيرا لتقديم خدمات تعليمية وعلاجية للمجتمع البنغالي، جاءت تصريحات المسؤول البنغالي خلال لقائه بمندوبي الصحف المحلية امس، وذكر قاضي دين محمد الامين العام المساعد لمجلس امناء الجامعة الاسلامية العالمية في شيتاغونغ ان الجامعة التي يمثلها تعتبر اكبر واهم الجامعات الاسلامية في بلاده، ويرجع تاريخ انشائها الى عام ٩٥ وتهدف الى غرس الروح الاسلامية وتنميتها وتعميق التدين الفعلي في حياة الفرد والمجتمع، وتكوين الشخصية الاسلامية المنشودة عقلا وروحا وجسما وتزويدها بالثقافة العلمية والشرعية التي تؤهلها لمواجهة متطلبات العصر، وتابع مبينا ان الجامعة تهدف الى تقديم نموذج النظام المتكامل للتعليم الاسلامي المستمد من القرآن والسنة ومعطيات العلم والمعرفة الحديثة، واشار الى ان الجامعة تفتح ابوابها للطلبة المسلمين من مختلف الدول ويصل عدد طلابها لاكثر من ٣٥٠٠ طالب وطالبة، ويقوم بالتدريس فيها ١٥٠ استاذا متفرغا ويعاونهم ٥٠ استاذا معارين من مختلف الدول الاسلامية، وقال انه تم اختيار مدينة شيتاغونغ مقرا للجامعة الاسلامية لانها العاصمة التجارية وأهم ميناء في بنغلاديش فضلا عن موقعها الفريد في وسط الدولة ومناظرها الطبيعية حيث تقع على خليج البنغال، واوضح ان المسلمين يستبشرون بتلك المدينة كونها اول بلد دخله المسلمون في عهد عمر بن الخطاب حيث حط الرحال فيها خمسة من الصحابة والتابعين وغرسوا بذور الاسلام فيه الى اليوم، وقال ان سكان المدينة دون غيرهم من المدن البنغالية يكتبون بلغة ترجع اصولها للحروف العربية بنسبة ٦٠٪.

وكشف أبو الرضا محمد نظام الدين الندوي مدير العلاقات الخارجية بالجامعة والاستاذ بكلية الشريعة عن حجم الدعم القطري الذي ساهم في وقوف الجامعة على قدميها وبروزها كواحدة من الجامعات الكبرى في بلاده وفي جنوب شرق آسيا فقال: ان بداية المساعدات القطرية كانت تبرع جمعية قطر الخيرية قبل ست سنوات بمبلغ خمسين ألف دولار في تأسيس المقر، بالاضافة إلى كفالة رواتب بعض الاساتذة.

وذكر ان الدعم تضاعف خلال رئاسة سمو الأمير المفدى لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حيث تبرع سموه بمبلغ ٧٠٠ ألف دولار لانشاء مبنى مكتبة قطر المركزية بالجامعة والذي يوشك على الانتهاء.

وأشار إلى ان فضيلة الشيخ القرضاوي يتكفل سنويا بمصاريف ١٠ طلاب يدرسون بالجامعة بواقع ٥٠ دولارا شهريا لكل طالب.

وقال ان مجلس امناء الجامعة الذي يتكون من شخصيات عالمية برئاسة د. عبدالله عمر نصيف رئيس مجلس الشورى السعودي الاسبق يضم في عضويته ثلاثة شخصيات قطرية بارزة هم: فضيلة الشيخ القرضاوي ود. علي محيي الدين القرة داغي والشيخ عبدالله الدباغ.

وردا على سؤال حول مدى تأثر مكاتب الجمعيات الخيرية العاملة في بنغلاديش بالاحداث العالمية خاصة بعد حادث ١١ سبتمبر عام ٢٠٠١ ذكر الندوي ان بلاده تصنف في عداد الدول المعتدلة عالميا ولم توجه إليها اي تهمة بمساعدة أو رعاية المنظمات والجماعات الإرهابية، وقال ان الحكومة البنغالية الحالية شبه إسلامية تساهم الجماعة الإسلامية فيها بنصيب الأسد مع أحزاب إسلامية واحزاب يمينية، وهي تتفهم دور الجمعيات الخيرية العربية والمحلية في العمل الاغاثي والانساني في بنغلاديش، وأكد انه لم يتم التضييق على اي من الجمعيات الخيرية العاملة في بلاده، وهي تمارس انشطتها بشكل طبيعي كما كانت قبل أحداث ١١ سبتمبر.

واعرب عن امله في ان يزيد نشاط الجمعيات الخيرية الخليجية القطرية والسعودية والكويتية والاماراتية في دعم مسلمي بلاده للوقوف في وجه المنظمات الكنسية التبشيرية التي تحاول خطف المسلمين باغرائهم ماديا وعلميا وصحيا.

واشار الى ان هناك ١٥٠٠ مركز للارساليات التنصيرية في بنغلاديش تنتمي لمنظمات اوروبية واسترالية وكندية واميركية تنتشر في مختلف المدن واستطاعت جذب كثير من السكان غير المسلمين خاصة من البوذيين والهنادك وفشلت في تنصير المسلمين الا عددا قليلا جدا.

يذكر ان بنغلاديش ثاني اكبر دولة مسلمة في العالم بعد اندونيسيا تقع في جنوب شرق آسيا على خليج البنغال وتحيط بها الهند من ثلاث جهات ويبلغ عدد سكانها ١٤٠ مليون نسمة ومساحتها ١٤٧ ألف كيلومتر مربع ونسبة المسلمين فيها ٨٨٪ والبقية: ١٠٪ هنادك. وعاصمتها دكا يسكنها عشرة ملايين نسمة.. ونظام الحكم فيها جمهوري.

● وفد الجامعة الإسلامية البنغالية يتحدث للصحفيين

■ تصوير ـ علي عبدالرحيم

বিদেশী পত্র পত্রিকায় আইআইইউসি সংবাদ

استقبل وفد الجامعة الإسلامية العالمية

ولي العهد يفتتح مستشفى القوات المسلحة في المدينة المنورة السبت المقبل

الرياض - واس: يفتتح الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السبت المقبل، مستشفى القوات المسلحة في المدينة المنورة.

وعبر اللواء الطبيب كتاب بن عيد العتيبي مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن امتنانه لهذه الرعاية التي تجسد اهتمام ولاة الأمر بأحوال رعيتهم في كل المناطق وخاصة ما يمس صحة مواطنيهم.

وأوضح اللواء العتيبي أن مشروع المستشفى جاء بتوجيه من ولي العهد، مفيدا أنه حظي منذ تأسيسه برعاية ولي العهد شأنه شأن مستشفيات القوات المسلحة الأخرى ومر بمراحل عديدة من التطوير، حيث أسس في البداية كمستوصف متواضع في عام 1378 هـ، وفي عام 1408هـ صدرت توجيهات الأمير سلطان بن عبد العزيز بتطويره ليشمل عدة تخصصات مثل الباطنية والأنف والأذن والحنجرة والعيون والأسنان للرجال والنساء.

وأضاف أنه تم في عام 1421هـ توسعة المستوصف ليحتوي الدور الأرضي على المطعم والصيدلية ووحدة غسيل الكلى والمختبر وغرفتين للعمليات وقسم العناية المركزة والسجلات الطبية فيما يحتوي الدور الأول على غرفتين للولادة القيصرية وغرفة للولادة الطبيعية وقسم تنويم للنساء وتنويم الأطفال والرجال ويشتمل المشروع إضافة إلى ذلك المستودعات الطبية ومسجد ومبنى للخدمات المساندة ومحطة تحلية مياه ومهبط لطائرات الإخلاء الطبي.

ولي العهد لدى استقباله أمس وفد الجامعة الإسلامية العالمية.

(واس)

من جهة أخرى، استقبل الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في مكتبه في الديوان الملكي في قصر السلام أمس، وفد الجامعة الإسلامية العالمية شيتا غونغ بنغلاديش برئاسة الدكتور عبد الله بن عمر نصيف رئيس مجلس أمناء الجامعة، وقدم الدكتور نصيف لولي العهد شرحا ضافيا عن نشاطات الجامعة والدور البارز والكبير الذي تقوم به لخدمة أعداد كبيرة من أبناء المسلمين إضافة إلى المشاريع المستقبلية للجامعة، وقد نوه ولي العهد بالجهود الطيبة التي يبذلها القائمون على الجامعة متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

বিদেশী পত্র পত্রিকায় আইআইইউসি সংবাদ

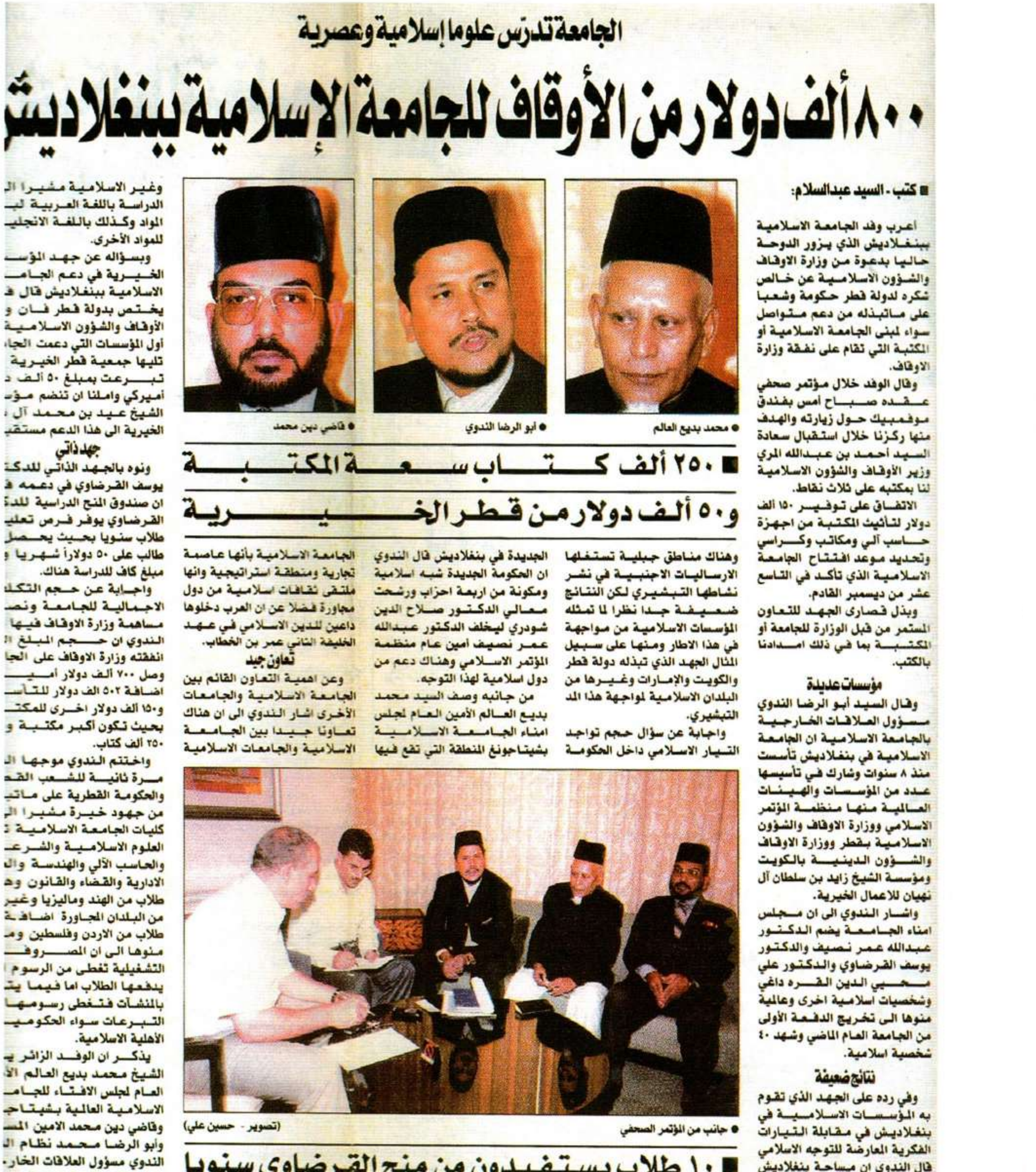

الجامعة تدرّس علوما إسلامية وعصرية

٨٠٠ ألف دولار من الأوقاف للجامعة الإسلامية ببنغلاديش

■ كتب - السيد عبدالسلام:

أعرب وفد الجامعة الاسلامية ببنغلاديش الذي يزور الدوحة حاليا بدعوة من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عن خالص شكره لدولة قطر حكومة وشعبا على ماتبذله من دعم متواصل سواء لمبنى الجامعة الاسلامية أو المكتبة التي تقام على نفقة وزارة الاوقاف.

وقال الوفد خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بفندق موفمبيك حول زيارته والهدف منها ركزنا خلال استقبال سعادة السيد أحمد بن عبدالله المري وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية لنا بمكتبه على ثلاث نقاط.

الاتفاق على توفير ١٥٠ الف دولار لتأثيث المكتبة من اجهزة حاسب آلي ومكاتب وكراسي وتحديد موعد افتتاح الجامعة الاسلامية الذي تأكد في التاسع عشر من ديسمبر القادم.

وبذل قصارى الجهد للتعاون المستمر من قبل الوزارة للجامعة أو المكتبة بما في ذلك امدادنا بالكتب.

مؤسسات عديدة

وقال السيد أبو الرضا الندوي مسؤول العلاقات الخارجية بالجامعة الاسلامية ان الجامعة الاسلامية في بنغلاديش تأسست منذ ٨ سنوات وشارك في تأسيسها عدد من المؤسسات والهيئات العالمية منها منظمة المؤتمر الاسلامي ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بقطر ووزارة الاوقاف والشؤون الدينية بالكويت ومؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للاعمال الخيرية.

واشار الندوي الى ان مجلس امناء الجامعة يضم الدكتور عبدالله عمر نصيف والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور علي محيي الدين القره داغي وشخصيات اسلامية اخرى وعالمية منوها الى تخريج الدفعة الأولى من الجامعة العام الماضي وشهد ٤٠ شخصية اسلامية.

نتائج ضعيفة

وفي رده على الجهد الذي تقوم به المؤسسات الاسلامية في بنغلاديش في مقابلة التيارات الفكرية المعارضة للتوجه الاسلامي قال الندوي ان مساحة بنغلاديش تصل الى ١٤٠ الف كيلو متر مربع وهناك مناطق جبلية تستغلها الارساليات الاجنبية في نشر نشاطها التبشيري لكن النتائج ضعيفة جدا نظرا لما تمثله المؤسسات الاسلامية من مواجهة في هذا الاطار ومنها على سبيل المثال الجهد الذي تبذله دولة قطر والكويت والإمارات وغيرها من البلدان الاسلامية لمواجهة هذا المد التبشيري.

واجابة عن سؤال حجم تواجد التيار الاسلامي داخل الحكومة الجديدة في بنغلاديش قال الندوي ان الحكومة الجديدة شبه اسلامية ومكونة من اربعة احزاب ورشحت معالي الدكتور صلاح الدين شودري ليخلف الدكتور عبدالله عمر نصيف أمين عام منظمة المؤتمر الاسلامي وهناك دعم من دول اسلامية لهذا التوجه.

من جانبه وصف السيد محمد بديع العالم الأمين العام لمجلس امناء الجامعة الاسلامية بشيتاجونغ المنطقة التي تقع فيها الجامعة الاسلامية بأنها عاصمة تجارية ومنطقة استراتيجية وانها ملتقى ثقافات اسلامية من دول مجاورة فضلا عن ان العرب دخلوها داعين للدين الاسلامي في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب.

تعاون جيد

وعن اهمية التعاون القائم بين الجامعة الاسلامية والجامعات الأخرى اشار الندوي الى ان هناك تعاونا جيدا بين الجامعة الاسلامية والجامعات الاسلامية وغير الاسلامية مشيرا ال
الدراسة باللغة العربية لب
المواد وكذلك باللغة الانجلي
للمواد الأخرى.

وبسؤاله عن جهد المؤس
الخيرية في دعم الجام
الاسلامية ببنغلاديش قال ف
يختص بدولة قطر فان و
الأوقاف والشؤون الاسلامية
أول المؤسسات التي دعمت الجا
تليها جمعية قطر الخيرية
تبرعت بمبلغ ٥٠ ألف د
أميركي واملنا ان تنضم مؤ
الشيخ عيد بن محمد آل
الخيرية الى هذا الدعم مستقب

جهد ذاتي

ونوه بالجهد الذاتي للدكت
يوسف القرضاوي في دعمه ف
ان صندوق المنح الدراسية للدك
القرضاوي يوفر فرص تعلي
طلاب سنويا بحيث يحصل
طالب على ٥٠ دولاراً شهريا و
مبلغ كاف للدراسة هناك.

واجابة عن حجم التكل
الاجمالية للجامعة ونص
مساهمة وزارة الاوقاف فيها
الندوي ان حجم المبلغ ا
انفقته وزارة الاوقاف على الجا
وصل ٧٠٠ ألف دولار أمي
اضافة ٥٠٢ الف دولار للتأس
و١٥٠ ألف دولار اخرى للمكت
بحيث تكون أكبر مكتبة و
٢٥٠ ألف كتاب.

واختتم الندوي موجها ال
مرة ثانية للشعب القد
والحكومة القطرية على ماتب
من جهود خيرة مشيرا ال
كليات الجامعة الاسلامية ت
العلوم الاسلامية والشرع
والحاسب الآلي والهندسة وال
الادارية والقضاء والقانون وه
طلاب من الهند وماليزيا وغير
من البلدان المجاورة اضافة
طلاب من الاردن وفلسطين وم
منوها الى ان المصروف
التشغيلية تغطى من الرسوم ا
يدفعها الطلاب اما فيما يت
بالمنشآت فتغطى رسومها
التبرعات سواء الحكومي
الأهلية الاسلامية.

يذكر ان الوفد الزائر ي
الشيخ محمد بديع العالم الأ
العام لمجلس الافتاء للجام
الاسلامية العالمية بشيتاج
وقاضي دين محمد الامين المس
وأبو الرضا محمد نظام ال
الندوي مسؤول العلاقات الخار
بالجامعة الاسلامية العالمية.

● محمد بديع العالم

● أبو الرضا الندوي

● قاضي دين محمد

■ ٢٥٠ ألف كتاب سعة المكتبة

و٥٠ ألف دولار من قطر الخيرية

● جانب من المؤتمر الصحفي (تصوير - حسين علي)

■ ١٠ طلاب يستفيدون من منح القرضاوي سنويا

অ্যালবাম

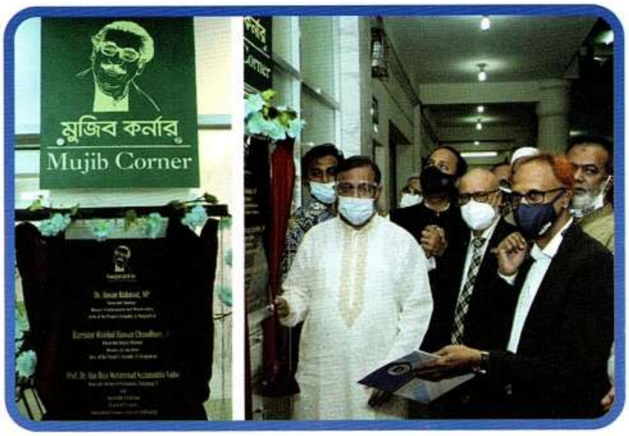
মুজিব কর্নার
Mujib Corner

IsD
Islamic

মুজিব
কর্নার
জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

Undergraduate 53rd Batch
Orientation
Spring 2022

অ্যালবাম

Meeting of the Board of Trustees

অ্যালবাম

Orientation

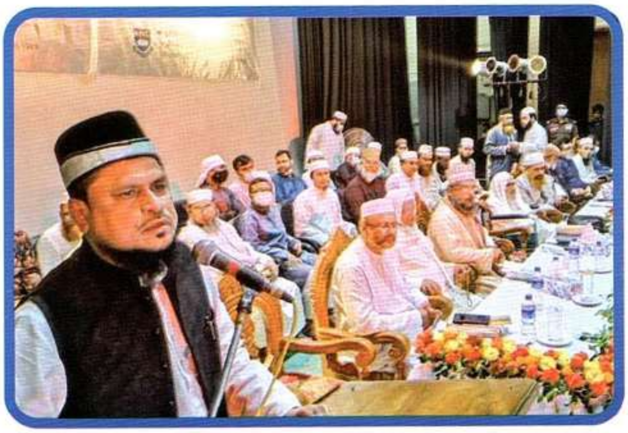

উদ্বোধন
হাসান চৌধুরী, এমপি
রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন
ইসলামী বিশ্ববিদ্যা

২৬ মার্চ
স্বাধীনতা
আলোচনা সভা
IIUC

অ্যালবাম

মহান
বিজয়

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম
মাস্টার্স ইন SIIIS

Undergraduate 53rd Batch
Orientation

Orientation
AUTUMN 2022
Date
June 28, 2022

IIUC
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠান
১৮ এপ্রিল ২০২২
স্থান : চট্টগ্রাম ক্লাব-অডিটোরিয়াম, চট্টগ্রাম।
Chittagong Club Limited

IIUC
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠান
স্থান : চট্টগ্রাম ক্লাব-অডিটোরিয়াম, চট্টগ্রাম।
Chittagong Club Limited

অ্যালবাম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
চিত্রাং

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এর
জন্মবার্ষিকী
ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

Ceremony
IIUC

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২
আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠান

BANGABANDHU
MEMORIAL LECTURE

অ্যালবাম

৫ম ফিমেল একাডেমিক ভবন
নির্মাণ কাজের
শুভ উদ্বোধন

IFTAR PROGRAM 2022
International Islamic University Chittagong

বিশ্বশান্তির অগ্রদূত দেশরত্ন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনার
৭৫

wamy

Orientation & Training Program
For Foreign Students
Staff Development & Student Welfare Division
International Islamic University Chittagong

অ্যালবাম

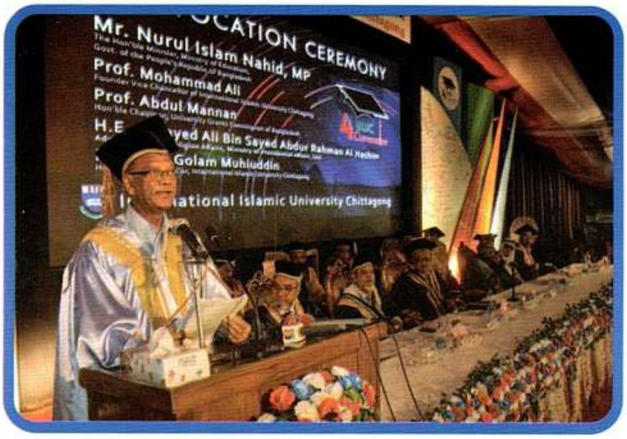
CATION CEREMONY
Mr. Nurul Islam Nahid, MP
Prof. Mohammad Ali
Prof. Abdul Mannan
yed Ali Bin Sayed Abdur Rahman Al Hashim
Golam Muhiuddin
ational Islamic University Chittagong

IIUC 4 Convocation
Award Giving Ceremon
Shari'ah & Islamic St
University Chitt

একাডেমিক জোন-এ
ফ্যাকাল্টির জন্য বর্ধিত ভবনের
সম্মানিত চেয়ারম্যান
নদভী, এমপি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

CONVOCA
Mr. Nurul Islam Nahid, MP
Prof. Mohammad Ali
Prof. Abdul Mannan
H.E. Al Sayed Ali Bin Sayed Abdur Rahman Al Hash
Prof. K M Golam Muhiuddin
International Islamic University Chitt
4th IIUC Conv

অ্যালবাম

শুভ উদ্বোধন করেন
এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী

জন্মবার্ষিকী

wamy
توزيع المنحة الدراسية

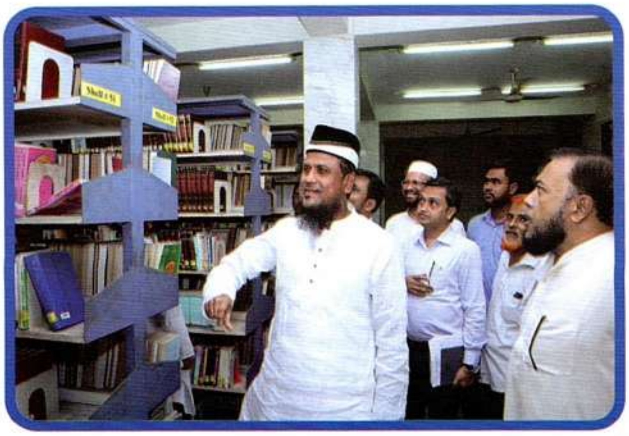

View
Exchange

অ্যালবাম

Reception Program

ORGANISATION OF ISLAMIC COOPERATION
منظمة التعاون الإسلامي
ORGANISATION DE LA COOPÉRATION ISLAMIQUE

Inauguration Ceremony of Construction
Faculty of Shariah Building
Prof. Dr. Abu Reza Md. Nezamuddin Nadwi, MP
4th April, 2022
International Islamic University

জাতীয় শোক দিবস
আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

ঈদ পুনর্মিলনী
২০২২

অ্যালবাম

Farewell Program
BBA (45th & 46th BATCH)

অ্যালবাম

অ্যালবাম

Biennial Conference 2009 ★ IUCT
تجمع الطلاب
Students' Gathering
Islamic University Chittagong Trust
Bangladesh

অ্যালবাম

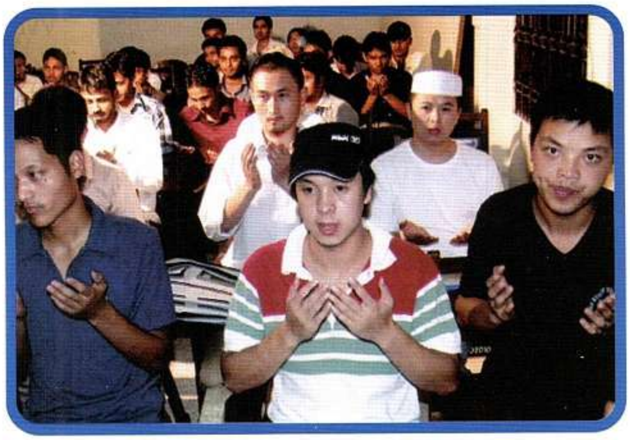

E. Mr. Li Jun
sador, Peopl... ublic of China in Bangladesh
cepti Ceremony
inese guage Course

International Islamic University Chittagong

অ্যালবাম

অ্যালবাম

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

অ্যালবাম

المؤتمر العام الثالث لمجلس الأمناء
International Islamic University Chittagong

অ্যালবাম

General Session
Nov. 14, 2007
Islamic University Chittagong Trust
IIUC

IIUC

Open Session
on
Credit Transfer to
CAPE BRETON UNIVERSITY
Canada

মতবিনিময় সভা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

SAINS ISLAM MAL
IIUC
USIM

অ্যালবাম

MUSLIM W

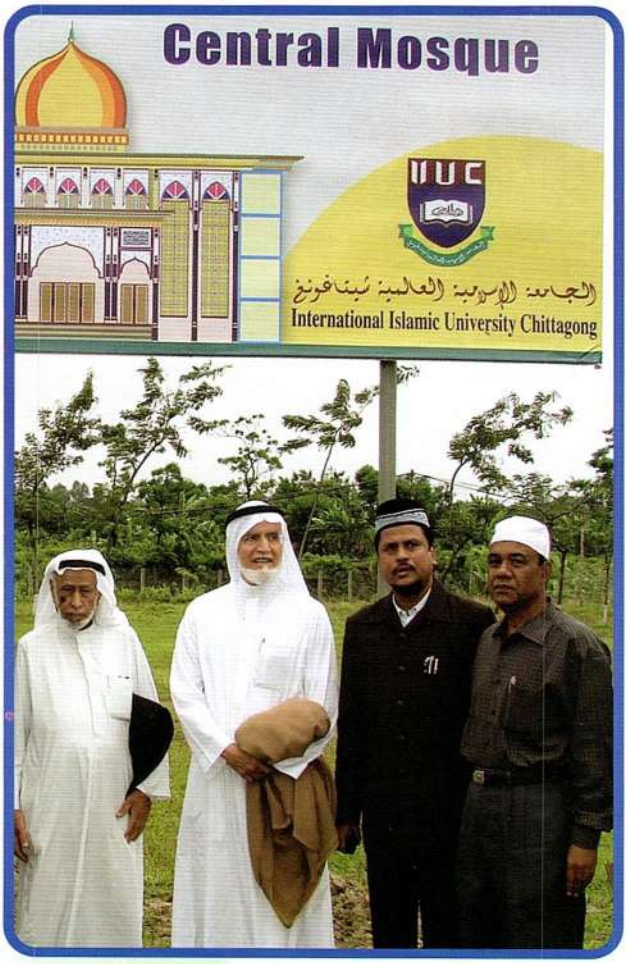
Central Mosque
IIUC
الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ
International Islamic University Chittagong

অ্যালবাম

বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (প্রস্তাবিত

অ্যালবাম

অ্যালবাম

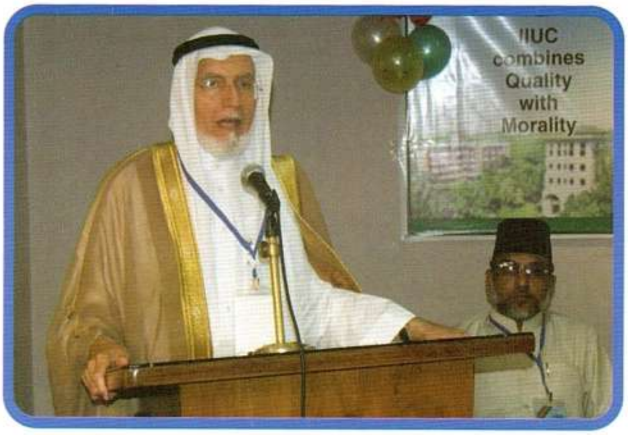
IIUC
combines
Quality
with
Morality

7th Biennial Conference 2009
INAUGURAL SESSION
November 05, The Peninsula, Chittagong

Graduation
AGRABAD

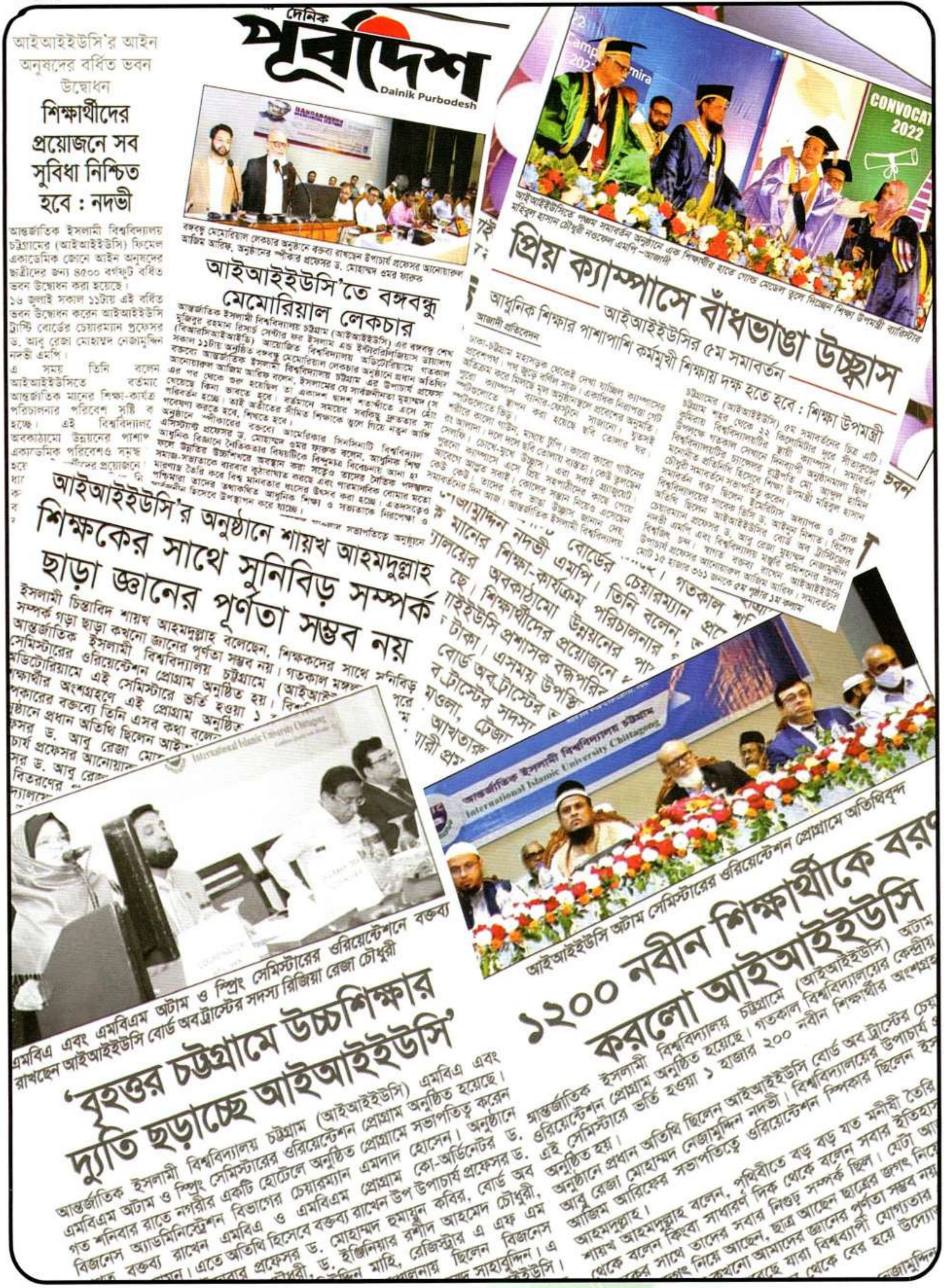
CONVOCAT
2022
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
International Islamic University Chittagong

আইআইইউসি'র আইন অনুষদের বর্ধিত ভবন উদ্বোধন

শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে সব সুবিধা নিশ্চিত হবে : নদভী

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের (আইআইইউসি) ফিমেল একাডেমিক জোনে আইন অনুষদের ছাত্রীদের জন্য ৪৫০০ বর্গফুট বর্ধিত ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে।

১৬ জুলাই সকাল ১১টায় এই বর্ধিত ভবন উদ্বোধন করেন আইআইইউসি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মোহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি।

এ সময় তিনি বলেন আইআইইউসিতে বর্তমানে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা-কার্যক্র পরিচালনার পরিবেশ সৃষ্টি ক হচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপ একাডেমিক পরিবেশও সমৃদ্ধ হয়ে ীদের প্রয়োজনে।

দৈনিক পূর্বদেশ
Dainik Purbodesh

বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল লেকচার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম আরিফ, অনুষ্ঠানের স্পীকার প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক

আইআইইউসি'তে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল লেকচার

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আইআইইউসি) এর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রিসার্চ সেন্টার ফর ইসলাম এন্ড ইন্টাররিলিজিয়াস ডায়ালগ (বিআরসিআইআইডি) আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে গতকাল সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল লেকচার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর উপাচার্য প্রফেস আনোয়ারুল আজিম আরিফ বলেন, ইসলামের যে সার্বজনীনতা মুহাম্মদ (স এর পর থেকে শুরু হয়েছিল তা একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে থে গেছে কিনা ভাবতে হবে। বর্তমানে সময়ের সবকিছু দ্রুততার সা পরিবর্তন হচ্ছে। তাই অতীতের সীমিত শিক্ষাকে তুলে দিয়ে নতুন আবি গবেষণা করতে হবে, শিখতে হবে।

অনুষ্ঠানে স্পীকারের বক্তব্যে আমেরিকার মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যাল এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক বলেন, আধুনিক শিক্ষ আধুনিক বিজ্ঞানে নৈতিকতার বিষয়টিকে বিন্দুমাত্র বিবেচনায় আনা হ ফলে উন্নতির উচ্চশিখরে অবস্থান করা সত্ত্বেও তাদের নৈতিক পদস্খলন সমাজ-সভ্যতাকে বারবার কুঠারাঘাত করছে এবং পারমাণবিক বোমার মতো মারণাস্ত্র তৈরি করে বিশ্ব মানবতার ধ্বংসের উৎসব করা হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও পশ্চিমারা তাদের তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতাকে নিরপেক্ষ ও সর্বজনীন হিসেবে উপস্থাপন করে যাচ্ছে।

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে

আইআইইউসিতে পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এক শিক্ষার্থীর হাতে গোল্ড মেডেল তুলে দিচ্ছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এমপি –আজাদী

প্রিয় ক্যাম্পাসে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস

আইআইইউসির ৫ম সমাবর্তন

আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষ হতে হবে : শিক্ষা উপমন্ত্রী

আজাদী প্রতিবেদন

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকেই দেখা যাচ্ছিল ক্যাম্পাসের প্রবেশপথ। পথ জুড়ে বর্ণিল সাজ। একাধিক নিরাপত্তা গেট অতিক্রম করে মিলছে মূল অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশের অনুমতি। পুরো ক্যাম্পাস ব্যানার-ফেস্টুনে সাজানো। যুতসই স্পটগুলোতে স্থাপন করা হয়েছে ছবি তোলার ঘর। স্পটগুলোতে ভিড়। শরীরে কালো গাউন, মাথায় টুপি। কারো কারো গাউনের রং আলাদা। দলে দলে ছবি তোলায় ব্যস্ত। কেউ তুলছেন সেলফি। চোখে-মুখে উচ্ছ্বাস। এরা সবাই গ্র্যাজুয়েট। পুরনো ক্যাম্পাসে এসে প্রিয় সহপাঠীদের কাছে পেয়ে আবেগে আপ্লুত সবাই। কোলের সন্তান নিয়েও এসেছেন কেউ কেউ। তাদের বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস জানান দেয়, সমাবর্তনের দিন আজ। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের (আইআইইউসি) ৫ম সমাবর্তনের চিত্র এটি। চট্টগ্রাম শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে সীতাকুণ্ডের কুমিরায় বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থায়ী ক্যাম্পাস। সমাবর্তন উপলক্ষে গতকাল সেখানে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টির চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেন। সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ইমেরিটাস অধ্যাপক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. আইনুন নিশাত। বিশেষ অতিথি ছিলেন আইআইইউসির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী এমপি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য বিশ্বজিৎ চন্দ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইআইইউসি উপাচার্য প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম আরিফ। সমাবর্তনে মোট ১৫ হাজার ৩৬১ জনকে

৫ম পৃষ্ঠার ১ম কলাম

জামুদ্দিন নদভী বোর্ডের চেয়ারম্যান গতকাল
মানের শিক্ষা-কার্যক্রম এমপি। তিনি বলেন,
লয়ের অবকাঠামো উন্নয়নের পরিচালনার
ছে। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে পা
াইইউসি প্রশাসক বদ্ধপরিক
টাকা। এসময় উপস্থি
বোর্ড অব ট্রাস্টের সদস্য
ব ট্রাস্টের
মওলা, ট্রেজা
আখতারু
গারী প্র

আইআইইউসি'র অনুষ্ঠানে শায়খ আহমদুল্লাহ

শিক্ষকের সাথে সুনিবিড় সম্পর্ক ছাড়া জ্ঞানের পূর্ণতা সম্ভব নয়

ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খ আহমদুল্লাহ বলেছেন, শিক্ষকদের সাথে সুনিবিড় সম্পর্ক গড়া ছাড়া কখনো জ্ঞানের পূর্ণতা সম্ভব নয়। গতকাল মঙ্গল পরে
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে (আইআই ম
সেমিস্টারের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। বিশ
ডিটোরিয়ামে এই সেমিস্টারে ভর্তি হওয়া ১
ক্ষার্থীর অংশগ্রহণে এই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত
পকারের বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলে
ষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আই
ফেসর ড. আবু রেজা মো
চার্য প্রফেসর আনোয়া
সর ড. আবু রেজ
বিতরণের
ন্যালয়ে

এমবিএ এবং এমবিএম অটাম ও স্প্রিং সেমিস্টারের ওরিয়েন্টেশনে বক্তব্য রাখছেন আইআইইউসি বোর্ড অব ট্রাস্টের সদস্য রিজিয়া রেজা চৌধুরী

'বৃহত্তর চট্টগ্রামে উচ্চশিক্ষার দ্যুতি ছড়াচ্ছে আইআইইউসি'

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আইআইইউসি) এমবিএ এবং এমবিএম অটাম ও স্প্রিং সেমিস্টারের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার রাতে নগরীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামে সভাপতিত্ব করেন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের চেয়ারম্যান এমদাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে
বক্তব্য রাখেন এমবিএ ও এমবিএম প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ড.
ন। এতে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপ উপাচার্য প্রফেসর ড.
বার প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, বোর্ড অব
চৌধুরী, ড. ইঞ্জিনিয়ার রশীদ আহমেদ চৌধুরী,
দ্দিন মাহি, রেজিস্ট্রার এ এফ এম
ালনায় ছিলেন বিজনেস
র সাহাবুদ্দিন। এ
ইউসি।

আইআইইউসি অটাম সেমিস্টারের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে অতিথিবৃন্দ

১২০০ নবীন শিক্ষার্থীকে বর করলো আইআইইউসি

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে (আইআইইউসি) অটাম
ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয়
এই সেমিস্টারে ভর্তি হওয়া ১ হাজার ২০০ নবীন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহ
অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আইআইইউসি বোর্ড অব ট্রাস্টের চেয়
আবু রেজা মোহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
আজিম আরিফের সভাপতিত্বে ওরিয়েন্টেশন স্পিকার ছিলেন ইস
আহমদুল্লাহ।

শায়খ আহমদুল্লাহ বলেন, পৃথিবীতে বড় বড় যত মনীষী তৈরি
থেকে বলেন কিংবা সাধারণ দিক থেকে বলেন সবার ইতিহা
ের সাথে তাদের সবার নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল। যেটা আ
গৎ নিয়ে আছেন, ছাত্র আছেন ছাত্রের জগৎ নিয়ে
কখনো আমাদের জ্ঞানের পূর্ণতা সম্ভব নয়
ছে যারা বিশ্বব্যাপী যোগ্যতার
থেকে বের হয়ে উদ্যো
নেজামুদ্দি

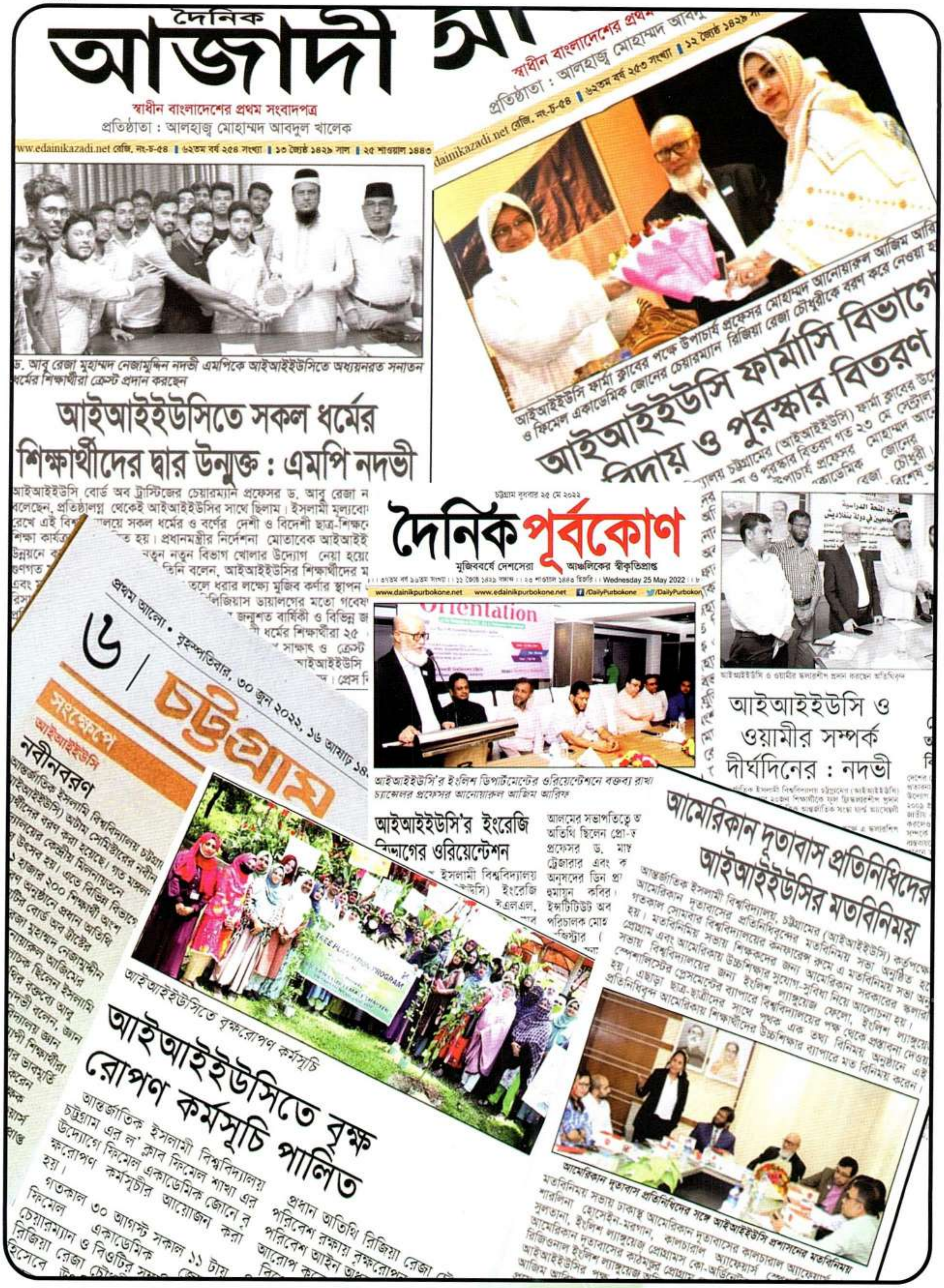

দৈনিক আজাদী

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র
প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক
www.edainikazadi.net রেজি. নং-চ-৫৪ | ৬২তম বর্ষ ২৫৪ সংখ্যা | ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ সাল | ২৫ শাওয়াল ১৪৪৩

ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপিকে আইআইইউসিতে অধ্যয়নরত সনাতন ধর্মের শিক্ষার্থীরা ক্রেস্ট প্রদান করছেন

আইআইইউসিতে সকল ধর্মের শিক্ষার্থীদের দ্বার উন্মুক্ত : এমপি নদভী

আইআইইউসি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা ন
বলেছেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আইআইইউসির সাথে ছিলাম। ইসলামী মূল্যবো
রেখে এই বিশ্ব লয়ে সকল ধর্মের ও বর্ণের দেশী ও বিদেশী ছাত্র-শিক্ষক
শিক্ষা কার্যক্র ত হয়। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক আইআইই
উন্নয়নে ক নতুন নতুন বিভাগ খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়ে
গুণগত তিনি বলেন, আইআইইউসির শিক্ষার্থীদের ম
এবং তলে ধরার লক্ষ্যে মুজিব কর্নার স্থাপন
রিস লিজিয়াস ডায়ালগের মতো গবেষ
জন্মশত বার্ষিকী ও বিভিন্ন জ
ধর্মের শিক্ষার্থীরা ২৫
সাক্ষাৎ ও ক্রেস্ট
আইআইইউসি
। প্রেস রি

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম
প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদু
dainikazadi.net রেজি. নং-চ-৫৪ | ৬২তম বর্ষ ২৫৩ সংখ্যা | ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ সা

আইআইইউসি ফার্মা ক্লাবের পক্ষে উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ আনোয়ারুল আজিম আরি
ও ফিমেল একাডেমিক জোনের চেয়ারম্যান রিজিয়া রেজা চৌধুরীকে বরণ করে নেওয়া হ

আইআইইউসি ফার্মাসি বিভাগে বিদায় ও পুরস্কার বিতরণ

ালয় চট্টগ্রামের (আইআইইউসি) ফার্মা ক্লাবের উদ্
ও পুরস্কার বিতরণ গত ২৩ মে সেন্ট্রাল
উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ আন
একাডেমিক জোনের
রেজা চৌধুরী।
বিশেষ অ

চট্টগ্রাম বুধবার ২৫ মে ২০২২

দৈনিক পূর্বকোণ

মুজিববর্ষে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত
৪২তম বর্ষ ১৬৩তম সংখ্যা | ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ | ২৩ শাওয়াল ১৪৪৩ হিজরি | Wednesday 25 May 2022 | ৮
www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net /DailyPurbokone /DailyPurbokon

আইআইইউসি'র ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ওরিয়েন্টেশনে বক্তব্য রাখা চ্যান্সেলর প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম আরিফ

আইআইইউসি'র ইংরেজি বিভাগের ওরিয়েন্টেশন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
উসি) ইংরেজি
এলএল,

আলমের সভাপতিত্বে ত
অতিথি ছিলেন প্রো-ভ
প্রফেসর ড. মাহ
ট্রেজারার এবং ক
অনুষদের ডিন প্র
হুমায়ুন কবির।
ইন্সটিটিউট অব
পরিচালক মোহ
রেজিস্ট্রার (

আইআইইউসি ও ওয়ামীর স্কলারশীপ প্রদান করছেন অতিথিবৃন্দ

আইআইইউসি ও ওয়ামীর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের : নদভী

আমেরিকান দূতাবাস প্রতিনিধিদের আইআইইউসির মতবিনিময়

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামের (আইআইইউসি) কর্তৃপক্ষে
আমেরিকান দূতাবাসের প্রতিনিধিবৃন্দের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হ
গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স রুমে এ মতবিনিময় সভা অনু
হয়। মতবিনিময় সভায় শিক্ষকদের জন্য আমেরিকান সরকারের স্কলার
প্রোগ্রাম এবং আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা হয়।
সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ফেলো, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়ে
স্পেশালিস্টের প্রেসমেন্টের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রস্তাবনা দেওয়
হয়। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে পৃথক এক তথ্য বিনিময় অনুষ্ঠানে এই
প্রতিনিধিবৃন্দ আমেরিকায় শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে মত বিনিময় করেন।

আমেরিকান দূতাবাস প্রতিনিধিদের সঙ্গে আইআইইউসি প্রশাসনের মতবিনিময়

মতবিনিময় সভায় ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাসের কালচারাল অ্যাফেয়ার্স
শারলিনা হোসেইন-মরগান, কালচারাল অ্যাফেয়ার্স
সুলতানা, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামস কো-অর্ডিনেট
আমেরিকান দূতাবাসের কাঠমুন্ডুর প্রোগ্রাম
রিজিওনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অফি
আইআইইউসির পক্ষ
আজিম আরি

---

৬ / চট্টগ্রাম

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৩০ জুন ২০২২, ১৬ আষাঢ় ১৪

সংক্ষেপে

আইআইইউসি

নবীনবরণ

আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রা
আইআইইউসি) অটাম সেমিস্টারের নবীন
র্থীদের বরণ করা হয়েছে। গত মঙ্গল
ালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে
উৎসব হয়। এতে বিভিন্ন বিভাগে
২ হাজার ২০০ শিক্ষার্থী অংশ
রণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি
টির বোর্ড অব ট্রাস্টের
রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন
নায়ারুল আজিমের
লক ছিলেন ইসলামি
থির বক্তব্যে আবু
নদভী বলেন, জ্ঞান
বিদ্যালয় জ্ঞান
পী শিক্ষার্থীরা
র ভাবমূর্তি
করেন
ক্ষক
য়ার্স
ত্ত

আইআইইউসিতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

আইআইইউসিতে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালিত

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম এর ল' ক্লাব ফিমেল শাখা এর
উদ্যোগে ফিমেল একাডেমিক জোনে বৃ
ক্ষরোপণ কর্মসূচীর আয়োজন করা
হয়।

গতকাল ৩০ আগস্ট সকাল ১১ টায়
ফিমেল একাডেমিক
চেয়ারম্যান ও বিওটির
রিজিয়া রেজা চৌ
হিসেবে

প্রধান অতিথি রিজিয়া রেজা চৌ
পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ
পরিবেশ আইন অ
আরোপ ক

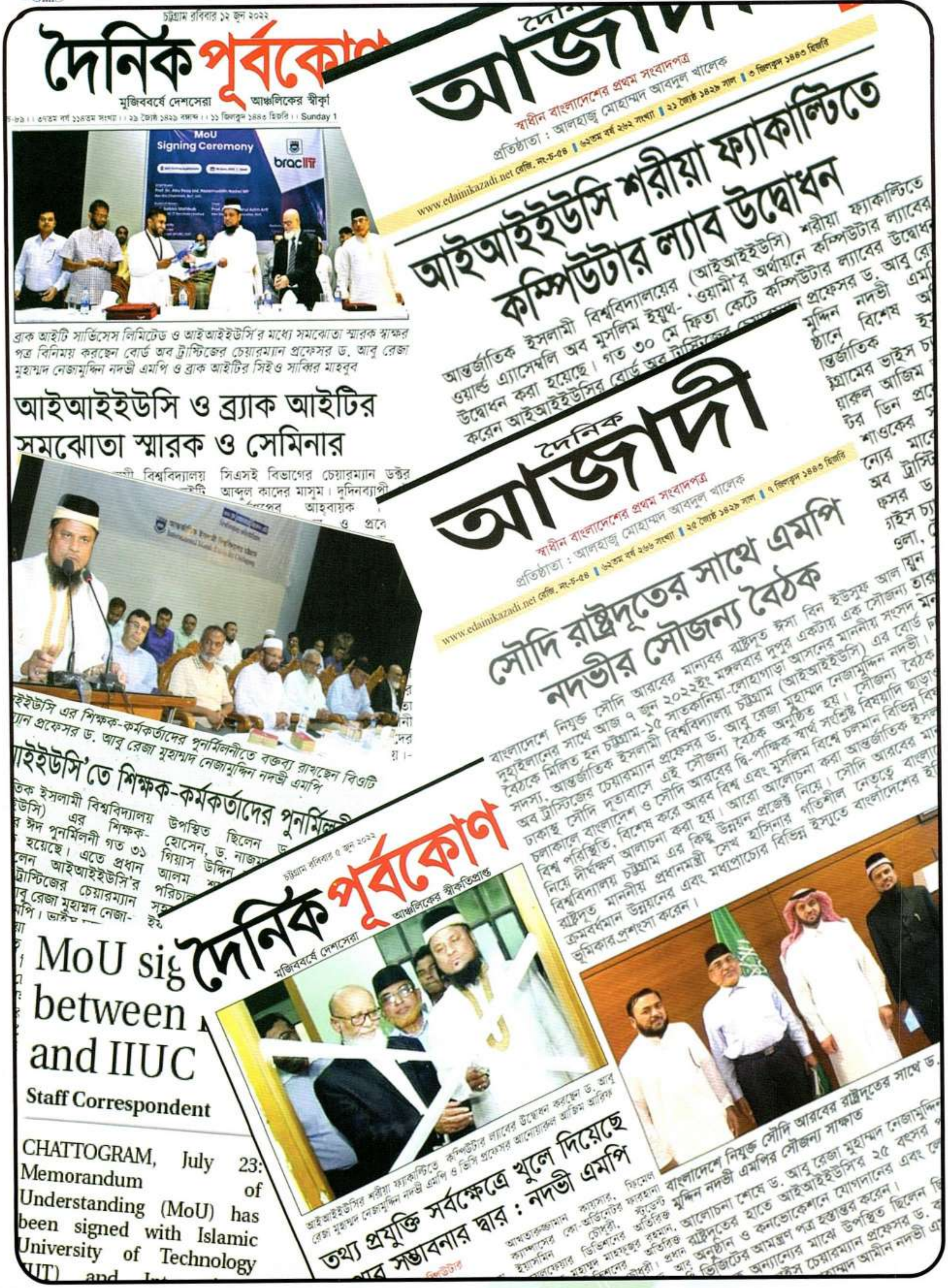

চট্টগ্রাম রবিবার ১২ জুন ২০২২

দৈনিক পূর্বকো

মুজিববর্ষে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃ

-৮৯ । । ৩৭তম বর্ষ ১১৪তম সংখ্যা । । ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ । । ১১ জিলক্বদ ১৪৪৩ হিজরি । । Sunday 1

MoU
Signing Ceremony
bracIIT

ব্রাক আইটি সার্ভিসেস লিমিটেড ও আইআইইউসি'র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর পত্র বিনিময় করছেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি ও ব্রাক আইটির সিইও সাব্বির মাহবুব

আইআইইউসি ও ব্র্যাক আইটির সমঝোতা স্মারক ও সেমিনার

মী বিশ্ববিদ্যালয় সিএসই বিভাগের চেয়ারম্যান ডক্টর
আব্দুল কাদের মাসুম। দুদিনব্যাপী
আহ্বায়ক
ও প্রবে

দৈনিক আজাদী

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র

প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক

www.edainikazadi.net রেজি. নং-চ-৫৪ | ৬২তম বর্ষ ২৬২ সংখ্যা | ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ সাল | ৩ জিলক্বদ ১৪৪৩ হিজরি

আইআইইউসি শরীয়া ফ্যাকাল্টিতে কম্পিউটার ল্যাব উদ্বোধন

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (আইআইইউসি) শরীয়া ফ্যাকাল্টিতে
ওয়ার্ল্ড এ্যাসেম্বলি অব মুসলিম ইয়ুথ- 'ওয়ামী'র অর্থায়নে কম্পিউটার ল্যাবের
উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ৩০ মে ফিতা কেটে কম্পিউটার ল্যাবের উদ্বোধ
করেন আইআইইউসির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের প্রফেসর ড. আবু রে
মুদ্দিন নদভী এম
ষ্ঠানে বিশেষ অ
ন্তর্জাতিক ই
গ্রামের ভাইস চ
য়ারুল আজিম
টর ডিন প্রে
শাওকের স
ন্যের মাধে
অব ট্রাস্টি
ফসর ড
গাইস চ্যা
গুলা,

দৈনিক আজাদী

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র

প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক

www.edainikazadi.net রেজি. নং-চ-৫৪ | ৬২তম বর্ষ ২৬৬ সংখ্যা | ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ সাল | ৭ জিলক্বদ ১৪৪৩ হিজরি

সৌদি রাষ্ট্রদূতের সাথে এমপি নদভীর সৌজন্য বৈঠক

বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ঈসা বিন ইউসুফ আল দুহাইলানের সাথে আজ ৭ জুন ২০২২ইং মঙ্গলবার দুপুর একটায় এক সৌজন্য
বৈঠকে মিলিত হন চট্টগ্রাম-১৫ সাতকানিয়া-লোহাগাড়া আসনের মাননীয় সংসদ
সদস্য, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আইআইইউসি) এর বোর্ড
অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী।
ঢাকাস্থ সৌদি দূতাবাসে এই সৌজন্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সৌজন্য বৈঠক
চলাকালে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের দ্বি-পাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ছাড়া
বিশ্ব পরিস্থিতি, বিশেষ করে আরব বিশ্ব এবং মুসলিম বিশ্বে চলমান বিভিন্ন বিষ
নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলাচনা করা হয়। আরো আলোচনা করা আন্তর্জাতিক ইসলা
বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর কিছু উন্নয়ন প্রজেক্ট নিয়ে। সৌদি আরবের মা
রাষ্ট্রদূত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলা
ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশের ই
ভূমিকার প্রশংসা করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতের সাথে ড.
মুদ্দিন নদভী এমপির সৌজন্য সাক্ষাত

আলোচনা শেষে ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন
রাষ্ট্রদূতের হাতে আইআইইউসির ২৫ বৎসর প
অনুষ্ঠান ও কনভোকেশনে যোগদানের এবং
ভিজিটের আমন্ত্রণ পত্র হস্তান্তর করেন।
অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন
চেয়ারম্যান প্রফেসর ড.
মাদ আমীন নদভী এ

ইইউসি এর শিক্ষক-কর্মকর্তাদের পুনর্মিলনীতে বক্তব্য রাখছেন বিওটি
ম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি

ইইউসি'তে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের পুনর্মিল

তিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
ইউসি) এর শিক্ষক-
র ঈদ পুনর্মিলনী গত ৩১
হয়েছে। এতে প্রধান
লেন আইআইইউসি'র
ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান
বু রেজা মুহাম্মদ নেজা-
পি।

উপস্থিত ছিলেন
হোসেন, ড. নাজম
গিয়াস উদ্দিন
আলম
পরিচাল

MoU sig
between
and IIUC

Staff Correspondent

CHATTOGRAM, July 23: Memorandum of Understanding (MoU) has been signed with Islamic University of Technology
UT) and

চট্টগ্রাম রবিবার ৫ জুন ২০২২

দৈনিক পূর্বকোণ

মুজিববর্ষে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

আইআইইউসির শরীয়া ফ্যাকাল্টিতে কম্পিউটার ল্যাবের উদ্বোধন করছেন ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি ও ভিসি প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম আরিফ

তথ্য প্রযুক্তি সর্বক্ষেত্রে খুলে দিয়েছে
র সম্ভাবনার দ্বার : নদভী এমপি

আখতারুজ্জামান কায়সার, ফিমেল
ক্যাম্পাসের কো-অর্ডিনেটর ফারহানা
ইয়াসমিন চৌধুরী, স্টুডেন্ট
ওয়েলফেয়ার ডিভিশনের অতিরিক্ত
মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, অতিরিক্ত
ডিভিশনের
চৌধুরী। প্রধান

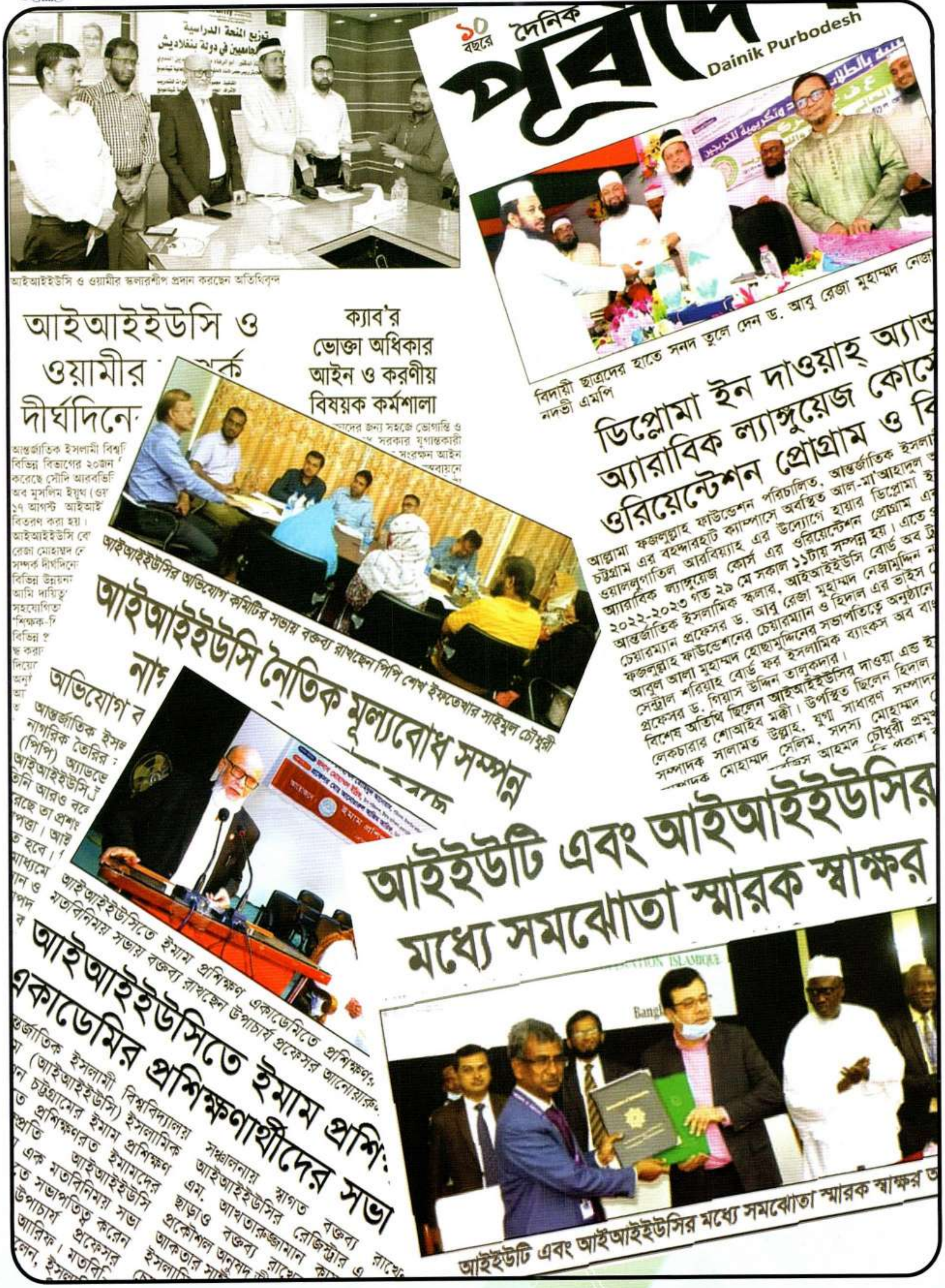

আইআইইউসি ও ওয়ামীর স্কলারশীপ প্রদান করছেন অতিথিবৃন্দ

আইআইইউসি ও ওয়ামীর ... র্ক দীর্ঘদিনে

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ব
বিভিন্ন বিভাগের ২০জন
করেছে সৌদি আরবভি
অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়
১৭ আগস্ট আইআই
বিতরণ করা হয়।
আইআইইউসি বো
রেজা মোহাম্মদ নে
সম্পর্ক দীর্ঘদিনে
বিভিন্ন উন্নয়ন
আমি দায়িত্ব
সহযোগিতা
"শিক্ষক-বি
বিভিন্ন প
ছ করা
দিয়ে
অনু
আ
ত

ক্যাব'র ভোক্তা অধিকার আইন ও করণীয় বিষয়ক কর্মশালা

...দের জন্য সহজে ভোগান্তি ও
...ে সরকার যুগান্তকারী
... সংরক্ষণ আইন
...বায়নে

---

১০ বছরে
দৈনিক পূর্বদেশ
Dainik Purbodesh

বিদায়ী ছাত্রদের হাতে সনদ তুলে দেন ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজা
নদভী এমপি

ডিপ্লোমা ইন দাওয়াহ্ অ্যান্ড অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ও বি

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন পরিচালিত, আন্তর্জাতিক ইসলা
চট্টগ্রাম এর বহদ্দারহাট ক্যাম্পাসে অবস্থিত আল-মা'আহাদুল
ওয়াললুগাতিল আরবিয়্যাহ এর উদ্যোগে হায়ার ডিপ্লোমা ই
অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স এর ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম এ
২০২২-২০২৩ গত ২৯ মে সকাল ১১টায় সম্পন্ন হয়। এতে
আন্তর্জাতিক ইসলামিক স্কলার, আইআইইউসি বোর্ড অব ট্র
চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন ন
ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও হিদাল এর ভাইস
আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে
সেন্ট্রাল শরিয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাং
প্রফেসর ড. গিয়াস উদ্দিন তালুকদার।
বিশেষ অতিথি ছিলেন আইআইইউসির দাওয়া এন্ড ই
লেকচারার শোআইব মক্কী। উপস্থিত ছিলেন হিদাল
সম্পাদক সালামত উল্লাহ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, সদস্য মোহাম্মদ
...সম্পাদক ...ইদ্রিস আহমদ চৌধুরী প্রমুখ
... প্রকাশ

আইআইইউসির অভিযোগ কমিটির সভায় বক্তব্য রাখছেন পিপি শেখ ইফতেখার সাইমুল চৌধুরী

আইআইইউসি নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগ... ...রচে

অভিযোগ ব...

আন্তর্জাতিক ইসল
নাগরিক তৈরির :
(পিপি) অ্যাডভো
আইআইইউসি
তিনি আরও বলে
রয়েছে তা প্রশং
পত্তা। আই
ত হবে।
মাধ্যমে
ান ও
পদ
র

আইআইইউসিতে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিতে প্রশিক্ষণা...
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য প্রফেসর আনোয়ারুল...

আইআইইউসিতে ইমাম প্রশি... একাডেমির প্রশিক্ষণার্থীদের সভা

...ন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
...য় (আইআইইউসি) ইসলামিক
...ন চট্টগ্রামের ইমাম প্রশিক্ষণ
...ত প্রশিক্ষণরত ইমামদের
...প্রতি আইআইইউসি
...এক মতবিনিময় সভা
...তে সভাপতিত্ব করেন
উপাচার্য প্রফেসর
আরিফ। মতবি...
...লেন, ইসলা...

সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখে...
আইআইইউসির রেজিস্ট্রার এ
এম. আখতারুজ্জামান কা...
ছাড়াও বক্তব্য রাখে...
প্রকৌশল অনুবাদ ...
আকতার সাই...
ইসলামি...

আইইউটি এবং আইআইইউসির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

আইইউটি এবং আইআইইউসির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অ...

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
আইআইইউসি ২৫ বছর পূর্তি উৎসব ২০২২
বাস্তবায়ন কমিটি

১	প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী এমপি, চেয়ারম্যান বিওটি	প্রধান উপদেষ্টা
২	প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম আরিফ, ভাইস চ্যান্সেলর	উপদেষ্টা
৩	প্রফেসর ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ, ভাইস চেয়ারম্যান, বিওটি	আহবায়ক
৪	ড. ইঞ্জিনিয়ার রশিদ আহমদ চৌধুরী, সদস্য, বিওটি	সদস্য
৫	মিসেস রিজিয়া রেজা চৌধুরী, সদস্য, বিওটি	সদস্য
৬	প্রফেসর ড. সালেহ জহুর, সদস্য, বিওটি	সদস্য
৭	জনাব খালেদ মাহমুদ চৌধুরী, সদস্য, বিওটি	সদস্য
৮	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাছরুরুল মাওলা, প্রো ভাইস চ্যান্সেলর	সদস্য
৯	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির, ট্রেজারার	সদস্য
১০	প্রফেসর ড. গিয়াস উদ্দীন হাফিজ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	সদস্য
১১	প্রফেসর ড. নাজমুল হক নদভী, চেয়ারম্যান, SHIS	সদস্য
১২	প্রফেসর ড. শাকের আলম শওক, ডীন, শরীয়া অনুষদ	সদস্য
১৩	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মোস্তফা কামিল, প্রফেসর, QSIS	সদস্য
১৪	প্রফেসর ড. মাহি উদ্দীন, চেয়ারম্যান, ট্রান্সপোর্ট ডিভিশন	সদস্য
১৫	প্রফেসর আফজল আহমেদ, ডিরেক্টর, ACFD	সদস্য
১৬	ড. মোহাম্মদ রিয়াজ মাহমুদ, Associate Prof. ELL	সদস্য
১৭	ড. মুহাম্মদ শামীমুল হক চৌধুরী, Chairman, ITDMC	সদস্য
১৮	জনাব মুহাম্মদ ইফতেখার উদ্দীন, Associate Prof. ELL	সদস্য
১৯	জনাব মুহাম্মদ ছরওয়ার আলম, চেয়ারম্যান, ELL	সদস্য
২০	জনাবা সালমা হক, Associate Prof. ELL	সদস্য
২১	জনাবা সুলতানা আক্তার, Associate Prof., BBA	সদস্য
২২	জনাব মুহাম্মদ আমিন নদভী, ডিরেক্টর, MDP	সদস্য
২৩	জনাব মুহাম্মদ মোজাফফর নদভী, Lecturer, ALL	সদস্য
২৪	জনাব মুহাম্মদ ফয়সাল, পরিচালক, পিপিডি	সদস্য
২৫	জনাবা ফারহানা ইয়াছমীন চৌধুরী, কো-অর ডিনেটর, ফিমেল জোন	সদস্য
২৬	জনাব মুহম্মদ মাহফুজুর রহমান. পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), IASWD	সদস্য
২৭	জনাব মো: খোরশেদ আলী, সহকারী অধ্যাপক, CSE	সদস্য
২৮	জনাব মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন, Additional Director, IAD	সদস্য
২৯	জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, Lecturer, DIS	সদস্য
৩০	জনাব এ.এফ.এম আখতারুজ্জামান (কায়সার), রেজিষ্ট্রার	সদস্য সচিব

উপকমিটি সমূহ:

ক) অনুষ্ঠান পরিচালনা কমিটি:

১.	প্রফেসর ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ	আহবায়ক
২.	প্রফেসর ড. শাকের আলম শাওক	সদস্য
৩.	জনাব অ.ফ.ম. নুরুজ্জামান	সদস্য
৪.	ড. লুৎফুর রহমান আজহারী	সদস্য
৫.	ড. মুহাম্মদ শুয়াইব মক্কী	সদস্য
৬.	জনাব মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান	সদস্য সচিব

খ) দাওয়াত উপকমিটি:

১.	প্রফেসর ড. নাজমুল হক নদভী	আহবায়ক
২.	জনাব মুহাম্মদ ফয়সাল	সদস্য
৩.	জনাব মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন	সদস্য
৪.	জনাব মুহাম্মদ সিরাজুল আরেফিন	সদস্য
৫.	জনাব মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান	সদস্য
৬.	জনাব মোহাম্মদ আমান উল্লাহ	সদস্য
৭.	জনাব আবদুর রহিম	সদস্য
৮.	জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান	সদস্য
৯.	জনাব মুহাম্মদ এরশাদুল হক	সদস্য
১০.	জনাব মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম	সদস্য
১১.	জনাব মুহাম্মদ আবু নাছের	সদস্য
১২.	জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান	সদস্য
১৩.	জনাব আ.ফ.ম আখতারুজ্জামান (কায়সার)	সদস্য সচিব

গ) ডেকোরেশন উপকমিটি:

১.	মিসেস রিজিয়া রেজা চৌধুরী, সদস্য, বিওটি	আহবায়ক
২.	জনাব মোস্তফা মুনির চৌধুরী	সদস্য
৩.	জনাবা সুলতানা আক্তার	সদস্য
৪.	ড. মাহমুদুল হাসান	সদস্য
৫.	জনাব আবু সালেহ মুহাম্মদ নিজাম	সদস্য
৬.	জনাব মো: জিয়াউর রহমান	সদস্য
৭.	জনাব মুহাম্মদ ফয়সাল, পরিচালক, পিপিডি	সদস্য
৮.	জনাবা ফারহানা ইয়াছমীন চৌধুরী	সদস্য
৯.	জনাব মুহম্মদ মাহফুজুর রহমান	সদস্য
১০.	ইঞ্জিনিয়ার মো: ইফতিখারুল আলম	সদস্য
১১.	জনাব শায়খুল আজম আবরার	সদস্য
১২.	জনাব জোহাইর ফোরকান	সদস্য
১৩.	জনাব মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন	সদস্য
১৪.	জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ	সদস্য
১৫.	জনাব মুহাম্মদ ইফতেখার উদ্দীন	সদস্য সচিব

ঘ) অর্থ উপ কমিটি

১. ড. ইঞ্জিনিয়ার রশিদ আহমদ চৌধুরী	আহবায়ক-
২. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির	সদস্য
৩. প্রফেসর আফজল আহমদ	সদস্য সচিব-

ঙ) অভ্যর্থনা ও একোমোডেশন উপ কমিটি

১. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ নাজমুল হক নদভী	আহবায়ক
২. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির	সদস্য
৩. জনাব এইচ.এম. আতাউর রহমান নদভী	সদস্য
৪. জনাব মুহাম্মদ আমিন নদভী	সদস্য
৫. ড. মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন	সদস্য
৬. ড. মোজাফ্ফর নদভী	সদস্য
৭. জনাব মুহাম্মদ আবদুর রহিম	সদস্য
৮. ড. মুহাম্মদ সাউদ	সদস্য
৯. জনাব এরশাদুর রহমান	সদস্য
১০. জনাব সৈয়দ নূর	সদস্য
১১. জনাব শায়খুল আজম আবরার	সদস্য
১২. জনাব শাহাদাত হোছাইন	সদস্য
১৩. ড. শাহ মুহাম্মদ সানাউল করিম	সদস্য সচিব

চ) প্রটৌকল উপকমিটিঃ

১. প্রফেসর ড. গিয়াস উদ্দীন হাফিজ	আহবায়ক
২. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আকতার সাঈদ	সদস্য
৩. প্রফেসর ড. রশিদ জাহিদ	সদস্য
৪. জনাব মুহাম্মদ ইফতেখার উদ্দীন	সদস্য
৫. ড. মুহাম্মদ আমিনুল হক	সদস্য
৬. জনাব মোস্তফা মুনির চৌধুরী	সদস্য
৭. জনাব মুহাম্মদ নোমান হাসান	সদস্য
৮. জনাব ইউসুফ উদ্দীন খালেদ চৌধুরী	সদস্য
৯. জনাব মুহাম্মদ ওবাইদুল হক	সদস্য
১০. জনাব সরওয়ার আজম ফারুকী	সদস্য
১১. জনাব মোঃ এরশাদুর রহমান	সদস্য
১২. জনাবা উম্মে সায়মা তাজকিয়াহ	সদস্য
১৩. জনাবা ফাতেমাতুজ জহুরা	সদস্য
১৪. জনাব মেছবাহ উদ্দীন	সদস্য
১৫. জনাব আসমাউল হুসনা নোহা	সদস্য
১৬. জনাব আবদুর রহিম	সদস্য
১৭. প্রফেসর ড. মোস্তফা কামিল	সদস্য সচিব

ছ) ২৫ বছর স্মারক উপকমিটি : (আরবী/বাংলা)

বাংলা:

১. ড. মোহাম্মদ রিয়াজ মাহমুদ	আহবায়ক
২. মোহাম্মদ এমদাদ হোসেন	সদস্য
৩. ড. মো: শরীফুল হক	সদস্য
৪. মোহাম্মদ ছরওয়ার আলম	সদস্য
৫. মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ	সদস্য
৬. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান	সদস্য সচিব

আরবী:

১. প্রফেসর ড. শাকের আলম	আহবায়ক
২. প্রফেসর ড. রশীদ জাহিদ	সদস্য
৩. প্রফেসর ড. মোস্তফা কামিল	সদস্য
৪. ড. মুহাম্মদ আমিনুল হক	সদস্য
৫. জনাব মুহাম্মদ শাহাদাত হোছাইন	সদস্য
৬. ড. মুহাম্মদ সাউদ	সদস্য
৭. জনাব মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন	সদস্য
৮. জনাব মুহাম্মদ আবদুর রহিম	সদস্য
৯. জনাব আব্দুস সালাম রিয়াদী	সদস্য
১০. জনাব যুহাইর ফুরকান	সদস্য
১০. জনাব মুহাম্মদ শোয়েব মক্কী	সদস্য সচিব

জ) আইটি ও ডকুমেন্টারী উপকমিটি:

১. ড. মুহাম্মদ শামীমুল হক চৌধুরী	আহবায়ক
২. ড. মুহাম্মদ শরীফুল হক	সদস্য
৩. ড. আছিম উল্লাহ	সদস্য
৪. জনাব মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান	সদস্য
৫. জনাব মুহাম্মদ আবদুর রহিম	সদস্য
৬. জনাব জিয়াউর রহমান	সদস্য সচিব

ঝ) খাদ্য ও আপ্যায়ন উপকমিটি:

১. ড. ইঞ্জিনিয়ার রশিদ আহমদ চৌধুরী	আহবায়ক
২. প্রফেসর ড. মাহী উদ্দীন	সদস্য
৩. জনাবা সালমা হক	সদস্য
৪. জনাব মো: ইকবাল হোসাইন	সদস্য
৫. জনাবা সুলতানা আক্তার	সদস্য
৬. জনাব মো: মনজুর আলম	সদস্য
৭. জনাব মো: আবছার উদ্দীন	সদস্য
৮. জনাব মো: আরিফুল হক	সদস্য
৯. জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান	সদস্য
১০. জনাব এবিএম ইয়ছির আরাফাত	সদস্য

১১. জনাবা ফারহানা ইয়াছমীন চৌধুরী	সদস্য
১২. জনাব মো: জিয়াউর রহমান	সদস্য
১৩. জনাব মোহাম্মদ খাব্বাব তাকী	সদস্য
১৪. জনাব মো: জাফর সাদেক	সদস্য
১৫. জনাব মোহাম্মদ রায়হান	সদস্য
১৬. জনাব মো: খোরশেদ আলী	সদস্য সচিব

ঞ) স্পন্সর কালেকশন উপকমিটি:

১. প্রফেসর ড. সালেহ জহুর	আহবায়ক
২. ড. ইঞ্জিনিয়ার রশিদ আহমদ চৌধুরী	সদস্য
৩. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মছরুরুল মওলা	সদস্য
৪. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির	সদস্য
৫. প্রফেসর আফজল আহমদ	সদস্য সচিব

ট) ট্রান্সপোর্ট উপ কমিটি

১. প্রফেসর ড. মোঃ মাহী উদ্দিন	আহবায়ক
২. জনাব মুহাম্মদ ছলিম উল্লাহ	সদস্য
৩. জনাব মুহাম্মদ কফিল উদ্দীন	সদস্য
৪. জনাব এবিএম নূরুল আবছার	সদস্য
৫. জনাব মোহাম্মদ আকতার হোসেন	সদস্যসচিব

ঠ) সাংস্কৃতিক উপকমিটি (আরবী/ বাংলা/

১. জনাব মুহাম্মদ আমিন নদভী	আহবায়ক
২. জনাব অ.ফ.ম. নুরুজ্জামান	সদস্য
৩. ড. মো: মাহমুদুল হাসান	সদস্য
৪. ড. মুহাম্মদ আমিনুল হক	সদস্য
৫. জনাবা তাসলিমা খানম	সদস্য
৬. জনাব মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ	সদস
৭. জনাবা নারগিস বেগম	সদস্য
৮. জনাব আবিদ সালাম (ছাত্র)	সদস্য
৯. জনাব মুহাম্মদ ইফতেখার উদ্দীন	সদস্য সচিব

ড) প্রেস ও মিডিয়া উপকমিটি:

১. জনাব মোহাম্মদ খালেদ মাহমুদ	আহবায়ক
২. প্রফেসর ড. আখতারুজ্জামান খাঁন	সদস্য
৩. প্রফেসর ড. আবদুল্লাহিল মামুন	সদস্য
৪. জনাব মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান	সদস্য
৫. জনাব সিরাজুল আরেফিন	সদস্য
৬. জনাব আজফার কামাল চৌধুরী	সদস্য
৭. জনাব মো: রাসেল মোসাররফ	সদস্য
৮. জনাব সুজন বড়ুয়া	সদস্য
৯. ড. মুহাম্মদ আমিনুল হক	সদস্য সচিব

ঢ) শৃংখলা উপকমিটি:

১. জনাব মো: ইফতিখারউদ্দিন	আহবায়ক
২. প্রফেসর ড. নেজামুলহক	সদস্য
৩. প্রফেসর ড. আবদুলকাদেরমো: মাসুম	সদস্য
৪. জনাব মুনির আহমদ	সদস্য
৫. জনাবা সুলতানা আক্তার	সদস্য
৬. জনাব হারুনুর রশিদ	সদস্য
৭. জনাব আবদুল মালেক	সদস্য
৮. জনাব আবছার উদ্দিন	সদস্য
৯. জনাব মো: মোস্তফা আমির ফয়সাল	সদস্য
১০. জনাব মো: আমজাদ হোসাইন	সদস্য
১১. জনাবা উম্মে সায়মা তাজকিয়া	সদস্য
১২. জনাবমুহাম্মদ তওহীদুল ইসলাম	সদস্য সচিব

ঞ) গিফট ও ক্রেষ্ট উপকমিটি:

১. প্রফেসর ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ	আহবায়ক
২. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মছরুরুল মওলা	সদস্য
৩. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির	সদস্য
৪. প্রফেসর আফজল আহমদ	সদস্য
৫. জনাব মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান	সদস্য
৬. জনাব মুহাম্মদ ফয়সাল	সদস্য সচিব

পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নিন যেমনটা আপনার চাই

আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারাবাহিকতায়
এক্সিম ব্যাংকের
আকর্ষণীয় আমানত হিসাবসমূহ

মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ আমানত
' ইহলৌকিক শান্তি-পারলৌকিক মুক্তি'

মুদারাবা হজ্জ আমানত প্রকল্প
'আপনার হজ্জ হোক স্বাচ্ছন্দ্যময়'

এক্সিম রুহামা
'তিন বছরে দ্বিগুণ'*

এক্সিম যিয়াদাহ
'পাঁচ বছরে তিনগুণ'*
শর্ত প্রযোজ্য

এক্সিম শেফা
'প্রয়োজনের মুহূর্তে নিরাপত্তার আশ্বাস'
- মুদারাবা শেফা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প

মুদারাবা মাসিক আয় আমানত প্রকল্প
'প্রতি মাসের মুনাফা যখন উপার্জনের সাথী'

মুদারাবা সুপার সেভিংস আমানত প্রকল্প
'দ্বিগুণ লাভে সমৃদ্ধ আগামীর পথে'

মুদারাবা এক্সিম স্টুডেন্ট সেভারস
'আজকের সঞ্চয়, আগামীর আত্মবিশ্বাস'
- মুদারাবা স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী আমানত হিসাব
- মুদারাবা মাসিক স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী প্রকল্প

মুদারাবা কোটিপতি আমানত প্রকল্প
'সঞ্চয়ে গাঁথা সুদিনের স্বপ্ন'

মুদারাবা দেনমোহর/ বিবাহ আমানত প্রকল্প
'আর তোমরা স্ত্রীগণকে তাদের
দেনমোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও'
সুরা নিসা, আয়াত ২৫

আল ওয়াদিয়াহ চলতি আমানত
'আমানত থাকুক সুরক্ষিত'

মুদারাবা মেয়াদী আমানত
'মেয়াদ শেষ তো মুনাফা শুরু'

এক্সিম স্বপ্ন
'এগিয়ে যান স্বপ্নপূরণের পথে'
- মুদারাবা হাউজিং / অন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প

মুদারাবা সঞ্চয়ী আমানত
'সঞ্চয়ের শুরু এখানেই'

মুদারাবা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
'মাসিক সঞ্চয়ে বার্ষিক মুনাফা'

এক্সিম সিনিয়র
'আমার সঞ্চয়, আমার অবলম্বন'
- মুদারাবা সিনিয়র মাসিক মুনাফা প্রকল্প
- মুদারাবা সিনিয়র মাসিক সঞ্চয়ী প্রকল্প

এক্সিম কৃষি
'সঞ্চয়ের বীজে বাড়ুক সমৃদ্ধির ফসল'
- মুদারাবা কৃষি মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প

EXIM BANK এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

**এক্সিম ব্যাংকের সকল হিসাব শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত হওয়ায় মুনাফার হার কম/বেশি হতে পারে

www.eximbankbd.com

সবধরনের ব্যাংকিং তথ্যের জন্য ☎ 16246

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
International Islamic University Chittagong

Kumira, Chattogram-4318, Bangladesh
Tel : +880 9613-230505, Fax : +88 03042-51160
E-mail : info@iiuc.ac.bd
www.iiuc.ac.bd, facebook.com/iiuc.ac.bd/